কবিকুলচূড়ামণি পূজ্যপাদ

শ্রীতুলসীদাস গোস্বামী

বিরচিত

বরবৈরামায়ণ, শ্রীরামাশ্বমেধ জানকী-

মঙ্গল ও কবিবরের জীবনী

শ্রীহরিনারায়ণ মিশ্র কর্ত্তৃক অনূদিত।

---

৭০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, হিতবাদী পুস্তকালয় হইতে
শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা,

সন ১৩১৭ সাল।

মূল্য ।।০ আট আনা।

কয়েকটী কথা

বাঙ্গালায় যেমন মহাকবি ৺কৃত্তিবাস, পশ্চিমোত্তরে তদ্রূপ—অথবা তদপেক্ষাও অধিকতরভাবে—শ্রীতুলসীদাস গোস্বামী সর্ব্বজনসমাদৃত, বরেণ্য। শ্রীতুলসীদাস কেবল কবি ছিলেন না, তিনি সাধক ও পরম ভক্ত ছিলেন। তাঁহার বিরচিত দোঁহাবলী পাঠ করিলে এই ভক্তিরসের সম্যক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীতুলসীদাস বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ না করিলেও, তাঁহার নাম আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা পরিজ্ঞাত, তাঁহার রচনা পাঠ করিতে আপামর সাধারণে সমুৎসুক।

শ্রীতুলসীদাসের রামায়ণাদি গ্রন্থ যে ভাষায় রচিত, বঙ্গবাসীর মধ্যে অনেকেই তাহা অনভিজ্ঞ। অথচ তুলসীদাসের গ্রন্থাদির ভাষা ও রসমাধুর্য্য উপলব্ধি করিবার স্পৃহা অনেকেরই বলবতী। আমরা বাঙ্গালার জনসাধারণের সেই আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করণাভিপ্রায়ে শ্রীতুলসীদাসের রচিত যে সকল গ্রন্থ অপ্রকাশিত, অর্থাৎ বঙ্গভাষায় অনূদিত হয় নাই, তাহা প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছি। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীহরিনারায়ণ মিশ্র মহাশয় ইতঃপূর্ব্বে তুলসীদাসের রামায়ণ অনুবাদ করিয়াছিলেন। তিনিই সাগ্রহে এই কয়খানি পুস্তকের অনুবাদ করিয়াছেন। এক্ষণে বঙ্গীয় পাঠকবৃন্দের নিকট ইহা সমাদৃত হইলে আমাদিগের শ্রম সার্থক হইবে।

প্রকাশকস্য।

সূচীপত্র

—*—

শ্রীরামাশ্বমেধ।

শ্রীজানকী মঙ্গল।

শ্রীতুলসীদাসের জীবনী।

শ্রীসীতারাম চক্রাভ্যাং নমঃ।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

বরবৈরামায়ণ।

বালকাণ্ড।

॥কিশোরীজীর বেশবিন্যাস করিতে করিতে সখীর উক্তি।

(১)

কুন্তল কাঁতিতে মুক্তা জানকী কুন্তলে।
হেরি সখি মরকত মণি হেন জ্বলে॥
কুন্তল হইতে করে করিলে গ্রহণ।
পুনরপি নিজ বিভা বিকাশে তখন॥

কিশোরীজীর অঙ্গস্পর্শ করিয়া সখীর উক্তি

(২)

লাবণ্যে জানকী তনু কনক সমান ।
সুবর্ণ কঠিন স্বল্প সুখ করে দান ॥
সীতা অঙ্গ সুকোমল সর্ব্ব সুখাকর ।
ভুক্তি মুক্তিপ্রদ ইহ-পর-হিতকর ॥

মুখ দর্শনে উক্তি ।

(৩)

শারদ কমল সম জানকী বদন ।
কেমনে কহিব সখি এহেন বচন ॥
রবি অস্ত গেলে হয় কমল মলিন ।
প্রফুল্লিত সীতামুখ-পদ্ম নিশিদিন ॥

নেত্র দর্শনে উক্তি ।

(৪)

ভ্রুকুটী বিশাল ভাল সুগণ্ড যুগল ।
আকর্ণ বিশ্রান্ত নেত্র সুনীল কুণ্ডল
তাহার সৌন্দর্য্য কিবা করিব বর্ণন ।
তুলসি যাহাতে মোহে যুবতীর মন ।

চম্পকহার পরাইয়া উক্তি।

(৫)

জানকী চম্পক অঙ্গে চম্পকের হার।
না পারে আপন দ্যুতি করিতে বিস্তার॥
গৌর বক্ষে গৌর হার মিলিত হইল।
স্বতন্ত্র অস্তিত্ব তার কেহ না হেরিল॥
অঙ্গের উষ্ণতা যবে হারে কৈল ম্লান।
বুঝা গেল উরমাল আছে লম্বমান॥

(৬)

তব অঙ্গে যবে সীতে চম্পক মিলন।
হয় তবে করে অতি দ্যুতির বর্দ্ধন॥
পরাই চাঁপার হার যখন গলায়।
তনুখানি চাঁপালতা হেন শোভা পায়॥

শ্রীরঘুনাথেরস্বরূপ বর্ণন।

(৭)

সরল স্বভাব শুচি সুশীল সুমতি।
নীতিরত গুণাকর সাধু রঘুপতি॥
সত্য বটে কামদেব ভুবন সুন্দর।
কিন্তু পাপ কর্ম্মে রত কুনীতি সাগর॥
রঘুবর শুভগুণ সে কোথা পাইবে।
রাঘব উপমাযোগ্য কেমনে হইবে॥

(৮)

কুঙ্কুম তিলক ভালে কিবা শোভা ধরে।
শ্রবণে কুণ্ডল লোল ঝলমল করে॥
কাক পক্ষ সনে সখি মিলিত হইয়া।
সুগোল কপোল যুগ শোভে উজলিয়া॥

(৯)

ললাট তিলক শোভে যেন কামশর।
ভ্রুযুগল যেন কাম ধনু নিরন্তর॥
বদনের শোভা সখি কর দরশন।
যেন সুধাকর সুধা করিছে বর্ষণ॥

(১০)

তুলসি রাঘব নেত্রে বঙ্ক বিলোকন।
মৃদুহাস্য করে সদা আনন্দ বর্দ্ধন।
কেমনে তুলনা দিব কমলের সনে।
সদা এক রস পূর্ণ সে রাম নয়নে॥

(১১)

রামরূপ সনে কাম স্বরূপ অন্তর।
রাঘব উপমাযোগ্য কভু নহে স্মর॥
রামোপমা কাম সনে সর্ব্বথা যে দিবে।
সে কবি অবশ্য ভব কূপেতে পড়িবে।

(১২)

কৈশোর যৌবন সন্ধি রামের যখন।
ভ্রূকুটী উন্নতি তবে হয় প্রতিক্ষণ॥
উন্নত কভু বা নত কাম শরাসন।
অতএব স্বরূপত হইল দূষণ॥
স্বভাবতঃ কামধনু হয় হে কর্কশ।
রঘুবর ভ্রুযুগল পূর্ণ এক রস॥

কবি প্রথমতঃ যুগল রূপের বর্ণনা করিয়া লীলামাধুর্য্য সপ্তকাণ্ড কহিতেছেন॥

প্রথমতঃ শ্রীভগবানের মিথিলা গমনান্তর স্বয়ম্বর সভায় প্রবেশ।

(১৩)

কৃতকৃত্য রাম রবি মিথিলা গগনে।
উদিত হইল যবে বিছরি কিরণে॥
সমাগত নরবর মুখ নিশাকর।
হইল মলিন হেরি রাম দিবাকর॥

ভগবানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কোমলতা ও ধনুকের কাঠিন্য বিচার করিয়া পুরবাসিনি-গণের পরস্পর উক্তি।

(১৪)

কমঠ পৃষ্ঠের সম ধনুক কঠোর।
কেমনে ভাঙ্গিবে তারে রাঘব কিশোর
প্রার্থনা করিব মোরা সখি শিবসনে।
যেন পারে রাম ধনু করিতে ভঞ্জনে॥

ধনুর্ভঙ্গ।

(১৫)

হরের কঠিন ধনু করিতে ভঞ্জন।
অসমর্থ নৃপকুল হইল যখন॥
পৃথ্বী বীরহীনা হেরি জনক রাজন।
হইলা নগর সহ নিরানন্দ মন॥
তবে প্রভু শিবধনু করি দ্বিখণ্ডিত।
করিলা সকল জনে অতি পুলকিত॥
আনন্দে রামের করে সীতা করি দান
জনক রাজার হ'ল পুলকিত প্রাণ॥

অযোধ্যাপুরে শ্রীজানকীজীর দর্শনার্থ সমাগত নারীদিগের উক্তি।

(১৬)

হইল অযোধ্যাপুরে সীতা আগমন।
আইল সকল লোক করিতে দর্শন॥
পুনঃ পুনঃ করে দেবী মুখ আচ্ছাদন।
হেরি পুরনারী তবে কহিল বচন॥
কেন ওগো নব বধূ ঝাঁপিছ বদন।
হেরিতে তোমার রূপ তৃষিত নয়ন॥
তব মুখ সম দেখ চন্দ্রমা কেমন।
শোভিছে গগণে মুখ না ঝাঁপে কখন॥

একাসনে উপবিষ্ট শ্রীসীতারামচন্দ্রের সম্মুখে দর্পণ ধারণ করিয়া সখি বলিতেছেন।

(১৭)

বসি আছে সীতারাম রত্ন সিংহাসনে।
ভূষিত হইয়া দিব্য বসন ভূষণে॥
সুচতুরা সহচরী আনিয়া দর্পণ।
শ্রীরাম জানকী আগে করিল ধারণ॥

কহিল দেখহ দেব আপন মুরতি।
পাইতেছে কিবা শোভা জানকী সংহতি ॥
সত্য বটে তব রূপ ভুবন সুন্দর।
তথাপি না কর গর্ব্ব সীতার গোচর ॥

(১৮)

হেনমতে করি মিষ্ট বার্ত্তা আলাপন।
একসখি অন্যমনে কহিল বচন ॥
আসিয়াছে নিদ্রা সীতারাঘব নয়নে।
চল মোরা করি এবে অন্যত্র গমনে ॥
গেল ছল করি হাসি সহচরিগণ।
কিশোর কিশোরী তবে হইলা নির্জ্জন ॥

শ্রীভগবানের অস্ত্র শিক্ষা।

(১৯)

মোমের ধনুক প্রভু শিক্ষার কারণ।
সঙ্কুচিত হয়ে করে করিলা ধারণ ॥
তাহা দেখি নরপতি প্রফুল্ল অন্তরে।
আনাইয়া ধনুর্ব্বাণ দিলা রাম করে ॥

ইতি বালকাণ্ড সমাপ্ত।

অযোধ্যা কাণ্ড।

—o—

(২০)

কৈকেয়ীর প্রশ্নে মন্থরার উক্তি।

সাতদিন ধরি রাম অভিষেক তরে ॥
হতেছে উৎসব সজ্জা অযোধ্যা নগরে।
কি জিজ্ঞাস আজি দেবি ইহার কারণ ॥
সরল স্বভাব তব রাজা ক্রূর মন ॥

শ্রীভগবানের বনগমন ও অযোধ্যাবাসীর খেদ।

(২১)

বিলাস করিত সুখে নৃপ নিকেতনে।
রাঘব নন্দন প্রভু শ্রীজানকী সনে ॥
রাজ্যসুখ ত্যজি গেলা কাননে শ্রীরাম।
নিতান্ত অযোধ্যাবাসী প্রতি বিধি বাম ॥

শ্রীরাম লক্ষ্মণকে বনপথে দর্শন করিয়া বনবাসীদিগের উক্তি।

(২২)

কেহ কহে মূর্ত্তিমান নর নারায়ণ।
জীব রক্ষা হেতু করে বনে বিচরণ ॥

কেহ কহে বেদধর্ম্ম স্থাপন কারণ।
হরিহর নরবেশে করিছে ভ্রমন ॥
কেহ কহে হের মধু মনসিজ সনে।
বিহার করিছে বনে আনন্দিত মনে ॥

(২৩)

বনবাসী বুদ্ধি গতি-রহিতা হইল।
রূপের তুলনা নাহি ভুবনে পাইল ॥
এহেতু তুলসী বলে করহ সন্ধান।
শ্রীরাম লক্ষণ দোঁহে পূর্ণ ভগবান ॥

শ্রীভগবানকে নৌকারোহণে উদ্যত দেখিয়া কৈবর্ত্তের উক্তি।

(২৪)

ঙ্গ ছুয়ে সলিলে প্রভু না ধর চরণ।
আমিহ করিব তব পদ প্রক্ষালন ॥
না কর অধৌত পদে নৌকা আরোহণ।
করিলে গৃহিণী মোরে কবে কুবচন ॥
না দিবে আমারে কেহ অশন বসন।
বিবিধ প্রকারে মোরে করিবে লাঞ্ছন ॥

নাবিক কর্ত্তৃক প্রভুর পদ প্রক্ষালন।

(২৫)

সজল কটোরা করে করিয়া ধারণ।
কহিছে কৈবর্ত্ত, নাথ করহ শ্রবণ॥
ধৌতপদে নৌকাপরে কর আরোহণ।
বৃথা বাক্যব্যয়ে আর কিবা প্রয়োজন॥

গঙ্গা পার হইয়া শ্রীরাম লক্ষণকে বনপথে যাইতে দেখিয়া বনবাসিনিগণের উক্তি।

(২৬)

কোমল পথিক পদ কমল সমান।
কেমনে করিবে বন ভূমিতে প্রয়াণ॥
শুনিয়া কহিল অন্য রমণী বচন।
কমলে উপমা যোগ্য নহে গো চরণ॥
কমল কণ্টকযুত নিশিতে মলিন।
প্রফুল্ল কোমল পাদপদ্ম নিশিদিন॥

বাল্মিকী আশ্রমে প্রভু গমন করিলে ভগবান দর্শনে ঋষির উক্তি।

(২৭)

সুন্দর রাঘব বেশ ধরিলা শ্রীহরি।
হরিতে ভূমির ভার ভূমে অবতরি॥

অনন্ত সহস্র শিরা অনুজ লক্ষ্মণ।
করিতেছে তব সনে বনে বিচরণ ॥

ইতি অযোধ্যাকাণ্ড সমাপ্ত ।

বনকাণ্ড ।

—o—

পঞ্চবটী বনে শূর্পনখা শ্রীভগবানের সমীপে আগমন করিলে তাহার নাসাকর্ণ ছেদন জন্য লক্ষ্মণের প্রতি প্রভুর সঙ্কেত ।

(২৮)

তুলিয়া অঙ্গুলী চারি রাম মহামতি ।
সঙ্কেতে সূচিত করি জানাইলা শ্রুতি ॥
আকাশে অঙ্গুলী পুন তুলি জ্ঞানবান ।
জানাইলা শূর্পনখা নাসার সন্ধান ॥
অঙ্গুলে করিয়া পুন ছেদন সূচন ।
পাঠাইলা রাক্ষসীরে যথা শ্রীলক্ষ্মণ ॥
রাঘব আদেশ বুঝি সুমিত্রা নন্দন ।
শূর্পনখা নাসাকর্ণ করিলা ছেদন ॥

স্বর্ণমৃগ দর্শনে শ্রীভগবানের প্রতি সীতাদেবীর উক্তি।

(২৯)

কনকলতিকা সম জানকী মুরতি।
হাসিয়া কহিলা হের দেব রঘুপতি॥
অদ্ভুত স্বুবর্ণ মৃগ করিছে গমন।
আনি দেহ প্রাণনাথ বিনোদ কারণ॥

বধার্থ আগত রঘুনাথকে মারীচের দর্শন।

(৩০)

জটার মুকুট শিরে করে ধনুঃশর।
মৃগানুসরণ পর প্রভু রঘুবর॥
মারীচ হেরিয়া ধায় তেরছ নয়নে।
শুভময় ধ্যেয় রূপ করিয়া ধারণে।

মৃগ বধ করিয়া শ্রীভগবান আশ্রমে আগমন করত লক্ষ্মণকে কহিতেছেন।

(৩১)

দীপশিখা শশিকলা কনকলতিকা।
দেখারে লক্ষ্মণ মোরে জনকবালিকা॥
সুধাকর প্রিয়া যথা নক্ষত্র রোহিণী।
কোথা তথা প্রিয়ামম সীতা আদরিণী॥

(৩২)

কেতকী জানকীবর্ণ হেরিয়া নয়নে।
সমতা লভিতে গর্ব্ব করেছিল মনে॥
কিন্তু হারি মানি বক্ষ করি বিদারণ।
ভৃঙ্গে বসাইয়া রূপ করে আচ্ছাদন॥

(৩৩)

শীতল শশীর কর জানে সর্ব্বজন।
দহিছে হৃদয় মম যেন হুতাশন।

ইতি বনকাণ্ড সমাপ্ত

কিস্কিন্ধা কাণ্ড।

মান শ্রীরাম লক্ষণকে সুগ্রীবের নিকট
লইয়া গিয়া কহিতেছেন।

(৩৪)

গৌর শ্যাম ভ্রাতৃদ্বয় লক্ষণ শ্রীরাম।
ইঁহাদের পূতযশ লোক অভিরাম॥

বালি বধ করিয়া শ্রীভগবান সুগ্রীবকে কিস্কিন্ধা
রাজ্য প্রদান করিলে পর সুগ্রীব প্রভুর কার্য্য
ভুলিয়া ভোগ সুখে রত ছিলেন। লক্ষ্মণ-
দেব প্রভুর আদেশক্রমে সুগ্রীবকে
তাঁহার নিকট আনিলে সুগ্রীব
কহিতেছেন।

(৩৫)

অকুল অনাথ করি কুজন পালন।
কোন গুণ নাহি মম কপি অভাজন॥
নাথ তুমি কৃপানিধি রাঘব নন্দন।
কেমনে করিব তব গুণের বর্ণন॥
ইতি কিস্কিন্ধাকাণ্ড সমাপ্ত।

সুন্দর কাণ্ড

অশোক বনস্থিতা বিরহকাতরা সীতা
দেবী কহিতেছেন।

(৩৬)

বৃদ্ধি পায় হৃদে যবে বিরহ অনল।
নির্ব্বাপণ করে তারে অরি আঁখিজল।

(৩৭)

এবে নিশা, অসম্ভব রবির উদয়।
তবে কেন দগ্ধ হয় আমার হৃদয়॥
হেন বুঝি শশী করি অগ্নি বিকীরণ।
প্রভুর অভাবে দগ্ধ করে ত্রিভুবন॥

শ্রীরাম প্রেরিত দূত হনুমান সীতা সন্নিধানে
উপস্থিত হইলে দেবী কহিতেছেন।

(৩৮)

এবে জীবনের আশা নাহি হনুমান।
কনিষ্ঠা মুদ্রিকা হ'ল কঙ্কন সমান॥

(৩৯)

চারি যুগে রাম যশঃ হতেছে প্রচার।
অসুর দৌরাত্ম্য হেরি লাগে অন্ধকার ॥

হনুমান প্রভুর সমীপে পুনরাগমন করত কহিতেছেন।

(৪০)

জানকী বিরহ দুঃখ কার সাধ্য কয়।
ফুলবাণে কাম তাঁর বিন্ধিছে হৃদয় ॥

(৪১)

শারদ চন্দ্রিকা চারিদিকে বিছাইয়া।
চন্দ্রমা যখন দহে জানকীর হিয়া ॥
জনক-নন্দিনী তবে দু'কর জুড়িয়া।
স্তুতি করে কুলগুরু বিধিরে জানিয়া ॥

ইতি সুন্দর কাণ্ড সমাপ্ত।

লঙ্কা কাণ্ড।

সৈন্য বর্ণন।

(৪২)

বিবিধ বানর ঋক্ষ সৈনিক সমাজে।
অনন্ত সহিত প্রভু রঘুরাজ রাজে॥
জলধি সদৃশ বল গভীর অপার।
রাঘব মহিমা কহে হেন সাধ্য কার॥

লঙ্কাকাণ্ড সমাপ্ত।

পূজ্যপাদ কবিবর সঙ্ক্ষেপে রামায়ণ সমাপ্ত
করিয়া লোকশিক্ষার জন্য নিম্নলিখিত
উপদেশ দিতেছেন।

উত্তর কাণ্ড।

(৪৩)

চিত্রকূট নামে গিরি পরম পাবন।
তথা বাস কর পূত সলিলে মজ্জন॥
ইন্দ্রিয় নিগ্রহ কর পরিহর আশ।
স্মর সীতারাম পদ হে তুলসী দাস॥

(৪৪)

ইহপর সজ্জনের স্বার্থের কারণে।
রক্ষা তার একমাত্র আছে ত্রিভুবনে॥
নিত্য নব দৃঢ় প্রেম সীতা রাম পদে।
হে তুলসি কর বৃদ্ধি এড়াবে বিপদে॥

(৪৫)

এ করাল কলিকাল কর্ম্ম বিলোকন।
বিচারি করহ হৃদে চৈতন্ত ধারণ॥
জপ রাম শুভ নাম ইহ-পরহিত।
হে তুলসি সদা রুচি প্রীতির সহিত॥

(৪৬)

বিমোহ শঙ্কট শোক তাপ বিমোচন।
একমাত্র রাম নাম কল্যাণ-কেতন॥
অকপট রতি সহ করহ গ্রহণ।
তুলসি নিয়ত শুভ করিবে লভন

(৪৭)

নাহি যোগ জ্ঞান ব্রত বিরাগ সমাধি।
জপ রাম নাম কলিযুগ নিরুপাধি।

(৪৮)

রাকার মকার রাম নামে দ্বি-অক্ষর।
সব বিধিমূর্ত্তি সব প্রাণী হিতকর॥
রাঘব স্বরূপে তুমি জানহ রকারে।
জানিবে জানকী রূপ নিহিত আকারে॥

মকারে জানিবে তুমি লক্ষ্মণ সমান।
নামের মহিমা এই নাহি জান আন॥

(৪৯)

পিতা মাতা গুরু স্বামী শ্রীরামের নাম।
তাহে নাহি যার প্রীতি তারে বিধি বাম॥

(৫০)

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল।
ইহ যশ আয়ুঃ বল স্বাস্থ্য মনোবল॥
তুমি পাবে অনায়াসে কল্যাণ সকল।
তুলসি শ্রীরাম নাম জপ ত্যজি ছল॥

(৫১)

তীর্থ তপ যজ্ঞ দান যম উপবাস।
সর্ব্বাধিক রাম নাম হে তুলসীদাস॥

(৫২)

নামের মহিমা নহে কাহার গোচর।
স্বরূপ ত জানে একমাত্র মহেশ্বর॥
পাপী কিংবা পুণ্যবান্ যে কাশীতে মরে।
রাম নাম দিয়া শিব তারে ত্রাণ করে।

(৫৩)

সাধু মুখে রামনাম প্রভাব জানিয়া।
জিহ্বা-যন্ত্রে জপি নাম উলটা করিয়া॥
কিরাত সমান দুষ্ট দ্বিজ রত্নাকর।
হইল প্রথম কবি ঋষির প্রবর॥

(৫৪)

দারিদ্র্য দুরিত দোষ দুঃখাদি ইন্ধন।
তারে ভস্ম করে নাম দীপ্ত হুতাশন॥
সেই রাম নাম জপ সর্ব্ব সুখধাম।
ত্যজিয়া তুলসীদাস অন্য সব কাম॥

(৫৫)

না ছিল গণনা গণ্য যথা বনঘাস।
রামে জপি সে তুলসী এ তুলসী দাস॥

(৫৬)

কুম্ভযোনি জানে কিছু নামের প্রতাপ।
কৌতুকে সাগর শোষে করি নাম জাপ॥

(৫৭)

চতুর্ব্বর্গ ফল মূল রামের স্মরণ।
করহ তুলসী কহে দেব পঞ্চানন॥

(৫৮)

তুলসি রাখহ প্রীতি রাম নামোপরে।
ত্যজিয়া সকল আশা বিশুদ্ধ অন্তরে॥
নামের অধিক কিংবা নামের সমান।
নাহিক জীবন লাভ সাধন কল্যাণ॥

(৫৯)

আগম নিগম আর যতেক পুরাণ।
এক বাক্যে কহিতেছে একই প্রমাণ॥
তুলসি রামের নাম করিয়া স্মরণ।
সর্ব্বজীব সর্ব্বশুভ করয়ে [illegible]॥

(৬০)

রাম নাম স্মর রাম অন্তরে মনন।
শ্রদ্ধা সহ সাধুজন করহ সেবন॥
অগাধ উদধি সম এ ভব সংসার।
তুলসি আয়াস বিনা হবে তুমি পার॥

(৬১)

কামধেনু রাম নাম কাম তরু রাম।
তুলসি সুলভ চারি ফল স্মরি নাম॥

(৬২)

সবে কহে শুনে কিন্তু বুঝিবারে নারে।
কোটি জন মাঝে কেহ বুঝিবারে পারে॥
বড় ভাগ্য হয় যবে যাহার উদয়।
রামপদে অনুরাগ তবে তার হয়॥

(৬৩)

একে অন্য জনে শিক্ষা করয়ে প্রদান।
কিন্তু নাহি করে নিজে জপ অনুষ্ঠান॥
তুলসী পবিত্র রাম প্রেমের বাধক।
জানিবে এই একমাত্র প্রবল পাতক॥

(৬৪)

যে আসে দেখিতে মৃত্যু শয্যাশায়ী নরে।
সে কহে তাহারে রামে স্মরহ অন্তরে॥
কিন্তু কেহ পরিণাম বুঝি আপনার।
সামর্থ্য থাকিতে নাহি স্মরে একবার॥

(৬৫)

তুলসি রামের নাম করহ গ্রহণ।
আলস্য বরজি কলি যুগের সাধন॥

নাম বিনা কিছুতেই সুখ না পাইবে।
নামেতে বিমুখ নর কলিতে হইবে॥

(৬৬)

তুলসি স্বজন তব কেহ নাহি আর।
জপহ শ্রীরাম নাম মিত্র আপনার॥
ভবলীলা শেষ তব যে দিন হইবে।
রাম নাম রাম ধামে লইয়া যাইবে॥

(৬৭)

নামে আশা নামে বল নামেতে সনেহ।
জন্মে জন্মে রঘুনাথ তুলসীরে দেহ॥

(৬৮)

কর্ম্ম অনুসারে জন্ম যে যোনিতে দিবে।
তুলসি তাহাতে দুঃখ মনে না পাইবে॥
এই মাত্র তুলসীর পুনর্নিবেদন।
যেন রাম নামে মতি রহে অনুক্ষণ॥

ত্রিপদী।

শ্রীতুলসী মহা কবি, প্রকাশিলা কাব্যরবি
ভ্রমতম বিনাশ কারণ।
বন্ধুজন সে কিরণে, ধর আনন্দিত মনে
প্রাপ্ত হবে শ্রীরাম চরণ॥
ত্যজিয়া সংশয় গর্ব্ব, অভিমানে করি খর্ব্ব,
রাম নাম করহ গ্রহণ।
করুণা সাগর হরি, লবে ভব পার করি,
জন্ম মৃত্যু করিবে খণ্ডন॥
এই ঘোর কলিকালে, ছিঁড়িয়া সংসার জালে,
নাম জপি নিষ্ঠা করি মনে।
গোস্বামী তুলসী দাস, এড়া'ল শমন ত্রাস,
দয়াময় রাঘব নন্দনে॥
হে গোস্বামি শুদ্ধ মতি, তব পাদপদ্মে নতি,
স্মরি শ্রীরাম লক্ষ্মণে।
বিরচিল ভাবান্তরে, স্মরি প্রভু রঘুবরে,
তব সুমধুর রামায়ণে॥

সমাপ্ত।

শ্রীসীতারাম চন্দ্রাভ্যাং নমঃ।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

---**---

শ্রীরামাশ্বমেধ।

লবকুশ কাণ্ড।

-oo-

অথ কাক ভুশুণ্ডের প্রতি গরুড়ের স্তুতিবাক্য ও প্রশ্ন।

ভুশুণ্ডের মৃদুবাক্য করিয়া শ্রবণ।
রামপদে রতি তাঁর করি দরশন॥
প্রেমের সহিত বাক্য করে উচ্চারণ।
বিগত সংশয় মোহ গরুড় তখন॥
নমি ঈশ ঘন জ্ঞান রঘুবংশদাস।
সতত আনন্দদাতা সুবিদ্যা প্রকাশ॥

কৃপাল বিমল নীল শৈল যাঁর বাস।
যাঁর পাদপদ্ম সেবা পাপ করে নাশ ॥
কাকের চরণে নমি সুবোধ সুশীল।
ভকতবৎসল সদা বাস অদ্রিনীল ॥
গত মোহ মার আদি সুবিশাল শূল।
বিনষ্ট সন্তাপ শোক আদি অরিকুল ॥
প্রসন্ন আনন নীল বরণ সুঠাম।
রাখি তব পদে শির রাম অভিরাম ॥
চরণ কমলে তব লইনু শরণ।
কৃপা করি রাখ মোরে বায়স সুজন
কহিলা শঙ্কর যথা নাথ তব নাম।
দেখিলাম তথা কৃপাসিন্ধু রামধাম ॥
ইচ্ছাময় তব কাক বহু হিতকারী।
একমাত্র আশা যাঁর অযোধ্যাবিহারী ॥
পলাইল মম সব মনোভ্রম ত্রাস।
করিলে হে কৃপা করি অবিদ্যা বিনাশ ॥
ধরা ভার নাশিবারে ব্রহ্ম যে নির্গুণ।
জানিনু করয়ে লীলা হইয়া সগুণ ॥
শুনিলাম রাম অবতার তব সনে।
বিমোহ বিনাশ পায় যাহার শ্রবণে ॥
জানিনু দনুজ বংশ নাশি বিশ্বাবাস।
চৈতন্য আনন্দ ঘন ভকতি বিলাস ॥

লভিনু অচল জ্ঞান-মন্ত্র অগোচর।
পাইলাম তব কৃপা আমি ভাগ্যধর ॥
বিগত ষড়বিধ রোগ অপার দয়াল।
নমো নমো রক্ষা কর আশ্রিতে কৃপাল ॥
যথা গঙ্গাজল হয় তথি নিরমল।
আমার হৃদয় তথা হইল বিমল ॥
এবে এই কৃপা কর নাথ মম প্রতি।
জন্মে জন্মে যেন থাকে তব পদে রতি ॥
শুনিনু সকল আমি প্রভু গুণগান।
মম মনোরথ নাথ হইল পূরণ ॥
তোমার প্রসাদে এবে কাককুলপতি।
করিছে রাঘব-লীলা অন্তরে বসতি ॥
নাহি কিছু দ্বিধা, পূর্ণ সন্তোষ অন্তরে।
নদীজল লভে যেন বিশ্রাম সাগরে ॥
পশু পাখি আদি করি জীব চরাচর।
আছিল যাদের বাস অযোধ্যা নগর ॥
সবারে লইয়া নিজ-সঙ্গে স্বর্গধাম।
প্রবেশিলা স্বীয় পুরে সাদরে শ্রীরাম ॥
অপ্রকট হয়ে পুনঃ অযোধ্যা আইল।
ইহা শুনি নাথ মম সন্দেহ হইল ॥
এবে প্রভু সব কথা কহ বুঝাইয়া।
পিতা জানি মনোভাব কহি প্রকাশিয়া

যে মত করিলা যজ্ঞ রাম মহীপাল।
সেই পূত ইতিহাস কহহে কৃপাল॥
হেন কহি গদ গদ বিনয় বচন।
পুলকিত তনুরুহ হরির বাহন॥
তাঁহার সপ্রেম বাক্য করিয়া শ্রবণ।
হইলা সুধীর কাক আনন্দিত মন॥
ধন্য ধন্য পুনঃ ধন্য খগকুলপতি।
করিলে অমিত দয়া তুমি মম প্রতি॥
তব মনোমাঝে রাম কৃপার কারণ।
নাহি মোহ ভ্রম শোক সংশয় এখন॥
তুমি হে রসজ্ঞ তব সুপ্রিয় বচন।
হইলাম অতি প্রীত করিয়া শ্রবণ॥
বিভুর বিমল গুণ কহিয়া বিস্তারি।
তোমারে শুনাব সব মম হিতকারী॥
হেরি তব মনঃ প্রীতি বিনতানন্দন।
হয় কোটি কোটি মায়া অশুভ খণ্ডন॥
অযোধ্যা নগর ভূপ চরিত বিমল।
অতুল রহস্য পূর্ণ শুনেছ সকল॥
অমল অদ্বৈত পূর্ণ প্রভু অবিনাশী।
সকল মঙ্গলদাতা কলুষ-বিনাশী॥
নয় শত ন্যূন নয় হাজার বৎসরে।
করিল বিবিধ লীলা রহিয়া নগরে॥

করি বিধিবর বাণী হৃদয়ে ধারণ।
শোভিছে অযোধ্যাপুরে করুণাশ্রয়ণ॥
যুগল রূপের শোভা করি দরশন।
কোটি শত কাম হয় বিলজ্জিত মন॥

অথ শ্রীরামচন্দ্রের কাশীগমন ও প্রত্যাবর্ত্তন এবং রাজ্যসুখ বর্ণন।

একদা অনুজ মন্ত্রী আর প্রজাগণে।
ডাকি আনাইলা প্রভু গুরুর ভবনে॥
মাঘ মাস রবি পর্ব্ব দিন শুভক্ষণে।
লইলা বিদায় প্রভু গুরুদেব সনে।
ধর্ম্মময় কাশীপুর প্রথিত ভুবনে।
চলিলা সকলে সাজি বিবিধ বাহনে॥
চতুঃ অঙ্গিনী সেনা সাজি চলে সাথ।
হেনমতে বারানসী গেলা রঘুনাথ॥
পথে বাস করি শিব-নগরে আইলা।
সাদরে পুরীরে সবে মাথা নোয়াইলা।
সুরধনী তীরে আসি করিয়া প্রণাম।
অভয় অনন্ত দেব লভিলা বিশ্রাম

দেখিতে আইলা যত সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ।
কৃপাসিন্ধু সুখরাশি করিলা পূজন॥
দিলা বহু দান যাহা না হয় বর্ণন॥
লজ্জিত কুবের ইন্দ্র করি দরশন॥
এমতে অনেক দিন কাশীতে রহিলা।
মুনিবৃন্দে সুখ কন্দ মহাসুখ দিলা॥
পুনরপি নিজপুরে কৈলা আগমন।
রবিকুল কুমুদের আনন্দ বর্দ্ধন॥
প্রতি দিন অযোধ্যায় আনন্দ অনন্ত।
করে দান নরবর নাহি যার অন্ত॥
অলীক প্রপঞ্চ কিংবা কেহ দুখ পায়।
হেন বাক্য খগনাথ শুনা নাহি যায়॥
শুনে তথা হয় যথা নিগম পুরাণে।
পুরজন অন্য ধর্ম্ম কেহ নাহি জানে॥
হেরিলা তাদের প্রীতি দেব ভগবান।
অমিত অনন্ত সর্ব্ব সুর অধিষ্ঠান॥
নিজ পরমায়ু আর শতেক বৎসর।
বিচারিয়া চিন্তাবশ দেব রঘুবর॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ এবে কর্ত্তব্য হইবে।
ভবদুখ-দাব নর গাহিয়া নাশিবে॥
অনন্তর প্রভু নিজ ভবনে পশিলা
অবিলম্বে বিধিবর বচন লইলা॥

হইলে প্রভাত গিয়া গুরুর ভবন।
কহিলা করিতে তথা যথা আয়োজন ॥
এ বিচার হৃদি মাঝে করিয়া ধারণ।
মতি ধীর রঘুবীর কৃপানিকেতন।
অদ্ভুত নূতন নিত্য করে আচরণ।
ভবশোক ভার যাহে হয় নিবারণ ॥
শুন কহিতেছি রঘুপতির চরিত।
সমগ্র পুরাণ শ্রুতি নারদ কথিত ॥
রামরাজ্য সুমহিমা নহে সাধারণ।
কবির সামর্থ্য নাহি করিতে বর্ণন ॥
আমি মন্দমতি করি কেমনে কীর্ত্তন।
মরাল পাঁতিতে বক শোভে কি কখন ॥
কেহ কভু নাহি শুনে পাপ কথা কাণে।
পড়ে সুচতুর নর নিগম পুরাণে ॥
করে গান প্রভুগুণ ভবভয়হারী।
ভক্তিভরে মর লোকে নর আর নারী ॥
সবে পালে পিতা মাতা গুরুর শাসন।
তপ যপ ত্যজি করে হরির ভজন ॥
রহে রাম রাজ্যে প্রজা আনন্দিত মন।
ইন্দ্র কুবেরের সম সবাকার ধন ॥
রাম মুখ হেরি সুখী অন্তঃপুর জন।
সুধাকরে হেরি যথা চকোরীয়গণ ॥

শারদ শশীরে যথা চকোরী দর্শন।
করে তথা মাতৃগণ প্রভুর বদন॥
সুমিত্রা যুগল সুত ভরত আনন।
হেরি সুখ-সিন্ধু মগ্ন তাঁহাদের মন॥
অধিষ্ঠিত হয়ে রাম পিতৃ সিংহাসনে।
করিত কৃত্রিম রণ চতুরঙ্গ সনে॥
ভূতলে ভ্রমিলা যবে হরিতে ভুভার।
ছিল ঋক্ষ কপি সেনা সহিত তাঁহার॥
গজ বাজি রথ পরে করি আরোহন।
ইচ্ছামত পুরে প্রভু করিত ভ্রমণ॥
বনমাঝে হেম মৃগ করি বিলোকন।
বিনা পদ ত্রাণে প্রভু কৈলা বিচরণ॥
কুসুম কণ্টক অঙ্গে কত বা ফুটিত।
কেকীকণ্ঠ ইব শোভা তাহাতে হইত॥
রিপুকুল অগ্নি তীক্ষ্ণ শক্তির প্রহার।
বাছিয়া করিলা প্রভু অসুরে সংহার॥
কুশপাত পাতি ভূমে করিয়া শয়ন।
চতুর্দ্দশ বর্ষ বনে করিলা যাপন॥
লক্ষ্মণ সহিত ভক্ত সুখের কারণ।
রিপু বাণাঘাত গাত্রে করিলা ধারণ॥
রাজিছে রাঘব রাজ রাজসিংহাসন।
করিল কলুষ কুল হেরি পলায়ন॥

করিছে বিপুল মুনি তপস্যা কাননে।
রাখি অনুরাগ প্রীতি রাঘব চরণে॥
সুন্দরী মেদিনী চারু কানন মাঝার।
এক সঙ্গে খগ মৃগ করিছে বিহার॥
বৈরতা রাঘব রাজ্যে না করি শ্রবণ।
পশুকুল করে বনে একত্রে ভ্রমণ॥
বিবিধ পুস্তক স্মৃতি জন সাধারণ।
রামের প্রভাবে পারে করিতে গায়ন॥
কোটি কোটি ঈশ অহি সহস্র বদন।
অগণিত চতুর্মুখ দেব পঞ্চানন॥
আছে যত সুপণ্ডিত কবি ত্রিভুবনে।
নারে রাম রাজ্যসুখ করিতে বর্ণনে॥
কজ্জল পর্ব্বত বহু অনন্ত সমান।
পূর্ণ মসি পাত্র যদি হয় উদন্বান॥
লেখনীর কার্য্য যদি সুর তরু করে।
সপ্তদ্বীপা মহী যদি পাত্ররূপ ধরে॥
দেবী সরস্বতী হরিহর বিধি শেষ।
সহস্র কল্প শত লিখিয়ে বিশেষ॥
রঘুবর রাজ্য সুকৌতুক আগণন।
নাহি পারে করিবারে তথাপি বর্ণন॥
এবে খগপতি তুমি করহ শ্রবণ।
করিলা রাঘব যাহা পরে আচরণ॥

অথ মৃত বিপ্রসুতের জীবনদান।

একদা সভার মাঝে রাজীবলোচন।
ছিলা বসি স সমাজ সহ ভ্রাতৃগণ॥
হেনকালে এক দ্বিজ কৈল আগমন।
করিতে করিতে বহু বিলাপ ক্রন্দন॥
বহু কটু বাক্য মুখে করিছে ফুকার।
ডুবাইল রবিকুল এবে যে সংসার॥
সগর দিলীপ রঘু আদি নরবর।
অমিত প্রভাব সবে অযোধ্যা ঈশ্বর॥
হইল স্ববংশ এবে অযোগ্য ঘটন।
সে হেতু আমার সুত ত্যজিল জীবন॥
শুনিয়া ব্রাহ্মণ বাক্য শ্রীরাম তখন।
অন্তর্যামি প্রভু সব জানিলা কারণ॥
নরলীলা করিবারে রাম অবতার।
করিতে লাগিলা মৃত্যু হেতুর বিচার॥
অকালে ব্রাহ্মণ সুত কেন বা মরিল।
বিপ্রমুখ দেখি মন ব্যাকুল হইল॥
গগন হইতে তবে হয় দৈব বাণী।
বিপ্র সুত মৃত্যু হেতু শুন শার্ঙ্গপানি॥
বিন্ধ্যাচল মাঝে এক গহন কানন।
করিছে তপস্যা তথা শূদ্র একজন॥

শূদ্রের তপস্যা নহে শাস্ত্রের বিধান।
তার অপরাধে মরে ব্রাহ্মণ সন্তান॥

ত্রিপদী।

গগন বচন শুনি, নৃপতি মুকুটমণি,
আজ্ঞা দিলা আনিতে স্যন্দন।
সারথি আনিলে রথ, রঘুকুল অতিরথ,
তদুপরি কৈলা আরোহণ॥
পবন গমনে গিয়া, নানাপথ দেশ দিয়া,
উত্তরিল বিন্ধ্য গিরিবরে।
সে পূত গিরির শোভা, অতিশয় মনোলোভা,
হেরি প্রভু মুদিত অন্তরে॥
খুজিতে খুজিতে রাম, মুনি মন অভিরাম,
হেরিলা আশ্রম সুখকর।
অসীম সৌন্দর্য্য তার, নহে যোগ্য কহিবার,
সব উপবন মনোহর॥
করি প্রভু বিলোকন, তথা শূদ্র একজন,
করে ঘোর তপ আচরণ।
সুশাণিত এক বাণ, চাপে করি সুসন্ধান,
তার শির করিলা ছেদন॥

করুণা সাগর হরি, শূদ্র প্রতি কৃপা করি,
দিলা সুদুর্ল্লভ ভক্তি বর।
লোক উপদেশ তরে, নির্লিপ্ত অচর চরে,
হইলা হে তীর্থ ব্রতধর॥
দ্বিজবর মৃত সুত, উঠি বসে হর্ষ যুত,
পুনরপি পাইয়া জীবন।
শ্রীরাম আইলা ফিরি, ত্যাগ করি বিন্ধ্যগিরি,
যাঁর যশ ভব বিভঞ্জন॥

অথ রামচন্দ্রের সভায় এক কুক্কুরের আগমন

আইল সভাতে এক কুকুর ফুকারি।
রক্ষ রক্ষ মোরে দেব প্রণতার্ত্তিহারি॥
বিনা অপরাধে মোরে কৃপার নিধান।
প্রহার করিল এক দ্বিজ বলবান॥
কুকুর বচন প্রভু করিয়া শ্রবণ।
দ্বিজে আনিবারে দূত করিলা প্রেরণ॥
করিল দূতের সাথে বিপ্র আগমন।
কহিলা তাহারে তবে দীনের শরণ॥
কুকুরে প্রহার তুমি কৈলে কি কারণ।
না করিল কোন পাপ কহিল ব্রাহ্মণ॥

প্রবল ক্রোধের বশে বিনা অত্যাচার।
শুনহ সর্ব্বজ্ঞনাথ করিনু প্রহার॥
কহিলা সে কথা শুনি অযোধ্যার পতি।
কহ মুনিগণ দণ্ড ব্রাহ্মণের প্রতি॥
শুনিয়া প্রভুর আজ্ঞা মুনির সমাজ।
কহিলা অদণ্ড বিপ্র শুন রঘুরাজ॥
পুছিলা কুকুরে তবে নীতির নিধান।
কহ সারমেয় বিপ্রে দণ্ডের বিধান॥
কুকুর কহিল শুন প্রভু রঘুবর।
কৃপা করি মোর প্রতি প্রশ্নের উত্তর॥
ইহারে প্রদান কর মঠ অধিকার।
হইবে আনন্দপূর্ণ হৃদয় আমার॥
কুকুর প্রার্থনা শুনি দেব বিশ্বম্ভর।
দিলা বিপ্রে পীতাম্বর কুণ্ডল সুন্দর॥
করাইয়া তবে গজ পরে আরোহণ।
পাঠাইলা দেব মঠে পূজিয়া চরণ॥
চলিতে লাগিল সঙ্গে দুন্দুভি বাজিয়া।
বিপ্রমঠ অধিকার ঘোষণা করিয়া॥
কহে পুরজন তবে সবে পরস্পরে।
কুকুর করিল দণ্ড ভাল বিপ্রবরে॥
অনুরোধ করি মঠ রাজ্য দেওয়াইল।
কৃপা করি রঘুপতি প্রার্থনা রাখিল॥

কুকুরের হর্ষ হেরি কহে নর নারী।
এ দণ্ডের কিবা ফল কহ হে খরারি॥
কুকুরে জিজ্ঞাসা প্রভু করিলা তখন।
সুখদ প্রসঙ্গ সেই করিবে বর্ণন॥
কুকুর কহিল তবে শুন সভাজন।
পূরব জন্মের মম মুখ্য বিবরণ॥
বিপ্রকুলে কাশীপুরে জনম লভিনু।
শঙ্করের সেবা আমি সাদরে করিনু॥
হিম ঋতুকালে হোম করে যেই নর।
তারে করে নরবর দেব মহেশ্বর॥
প্রীতির সহিত হোম কৈনু সম্পাদন।
অন্তরে বাসনা পরে হইব রাজন॥
হোম ঘৃত নখে মম লাগিয়া রহিল।
নয়ন গোচর মম তাহা না হইল॥
সে ঘৃত ভোজ্যের সহ করিনু ভোজন।
যে কষ্ট হইল তাহে করহ শ্রবণ॥
করিলাম নানা নীচ যোনিতে ভ্রমণ।
অধুনা কুকুর দেহ করেছি লভন॥
নাহি জানি কবে আমি পাইব নিস্তার।
জানে একমাত্র রাম কৃপা পারাবার॥
অজ্ঞানে দেবতা দ্রব্য পশিয়া উদরে।
আনিল এ বিড়ম্বনা আমার উপরে॥

লভি মঠ অধিকার বিপ্র দুরাচার।
হরিবে দেবতাদ্রব্য জানি বহুবার॥
সে পাপে লভিবে সেই অশেষ দুর্গতি।
জানিয়া আমার মনে আনন্দ সম্প্রতি।
এত কহি নত করি শির সভাজনে।
চলিল কুক্কুর কিছু ত্রাস নাহি মনে॥
কহিলা শ্রীরাম তবে শুন পুরজন।
দেব দ্রব্য কভু কেহ না কর হরণ॥
শুনিলে কুক্কুর মুখে তার বিবরণ।
সাবধানে দেব দ্রব্য করিবে রক্ষণ॥

অথ জানকীদেবীর বনবাস।

করিলা মধ্যাহ্ন ক্রিয়া শ্রীরঘুনন্দন।
পূজিলা শঙ্কর পদ কুসুম চন্দন॥
শয়ন ভোজন অন্তে কৈলা ভুবনেশ।
সবাকারে করি পুন কার্য্য উপদেশ॥
দিবসের শেষ যবে ছিল ঘড়ি চারি।
আইলা সভার মাঝে তখন খরারি॥
অনুজ সহিত প্রভু শুনিয়া পুরাণ।
সন্ধ্যা সমাগমে দিলা বহু শুভ দান॥

পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা যত সভাজন।
গৃহে গিয়া সায়ং ক্রিয়া কৈল সমাপন॥
দিবা নিশি করে দূত নগরে ভ্রমণ।
সন্ধ্যা পরে আসি কহে পুর বিবরণ॥
প্রত্যেক চরের কথা করিলা শ্রবণ।
কেবল একটী দূত না কহে বচন॥
পুছিলা তাহারে প্রভু করিয়া আদর।
কহ মোরে কিবা আছে তোমার খবর॥
না আসে বদনে বাণী তাহার সত্বর।
প্রভু আগে কহে তবে করি যোড় কর॥
নগর নিবাসী এক রজক দুর্জ্জন।
শুনাইল রমণীরে ব্যঙ্গের বচন॥
সীতাদেবী লঙ্কাপুরে করিলা নিবাস।
সে কথা কহিয়া দুষ্ট করে উপহাস॥
শুনিয়া চরের বাক্য লীলার নিধান।
হৃদয় ভিতরে তারে কৈলা স্থান দান॥
হইলা ভাবিত দেখি নিশিতে স্বপন।
পাইলা দারুণ দুখ করি জাগরণ॥
বিচার করিলা তবে করুণা সাগর।
অতীত হইল দশ হাজার বৎসর॥
পিতৃ আয়ুঃ অবশিষ্ট আছে বর্ষ শত।
পালিব এ রাজ্য রহি ব্রহ্মচর্য্য-রত॥

জনক সুতারে আমি করিব বর্জ্জন।
করিব শ্রুতির পথ ধরম রক্ষণ॥
আইলা জানকী পাশে স্থির করি মন।
সাদরে কহিলা তাঁরে মধুর বচন॥
নিজ ছায়ামূর্ত্তি সীতে হেথায় রাখিয়া।
আপন বিমল ধামে রহ তুমি গিয়া॥
বন্দি প্রভু পদ দেবী নভঃ পথে গেল।
চরাচর জীব কেহ লক্ষিতে নারিল॥
জানকী ছায়ারে রাম কহিলা তখন।
মনোমত বর তুমি করহ গ্রহণ॥
মুনিধাম ত্যজি নাথ তোমার সহিত।
আইলাম হেথা মন সেহেতু লজ্জিত॥
মুনিনারিগণে দিব্য বসন ভূষণ।
পরাইব হেন সাধ করিয়াছে মন॥
সীতা বাক্য শুনি কহে কৃপানিকেতন।
প্রভাতে হইবে তব বাসনা পূরণ॥
নিশা অবসানে যবে করে জাগরণ।
জগতের পতি দেব কমললোচন॥
সকল যাচক মুখ হইল মুদিত।
হইল কমলকুল যেন বিকসিত॥
ভরত লক্ষ্মণ রিপু দমন সমেত।
আইলা তথায় যথা কমলা নিকেত॥

ভূমিতল লুটি শির করিলা প্রণাম।
কোন কথা না কহিলা তাঁদেরে শ্রীরাম॥
বদন বিলোকি সবে আশঙ্কিত মন।
হতশ্রীক দেব বপু যেন বিবরণ॥
থর থর ভ্রাতৃত্রয় দেহ বিকম্পিত।
জানা নাহি যায় আজি প্রভুর চরিত॥
লইয়া দীরঘ শ্বাস জানিয়া অন্তর।
গূঢ় মনোহর বাক্য কহে রঘুবর॥
শুনহ লক্ষ্মণ ভ্রাতঃ আমার বচন।
লয়ে জানকীরে বনে করহ গমন॥
মৃদু মিষ্ট তথাপিও বাক্য ভয়ঙ্কর।
শুনিয়া জ্বলিল অঙ্গ বাহির ভিতর॥
সত্য কিম্বা পরিহাস শ্রীরাঘব কয়।
নারিয়া করিতে স্থির দুঃখ অতিশয়॥
ব্যাকুল ভরত আদি অনুজেরগণ।
মুখে নাহি সরে বাণী মলিন বদন॥
জুড়িয়া যুগল কর শত্রুঘ্ন তখন।
কহিতে লাগিলা নীর-পূর্ণ দু-নয়ন॥
প্রভুবাক্য শুনি হিয়া হয় বিদারণ।
জগতজননী সীতা জানে ত্রিভুবন॥
জগত জনক তুমি সর্ব্ব উরবাসী।
জড়ের চেতন ঘন আনন্দের রাশি॥

কি কারণে জানকীরে করিবে হে ত্যাগ।
কায়মনোবাক্যে যাঁর পদে অনুরাগ ॥
সর্ব্বজ্ঞ বাসনা মম করিতে শ্রবণ।
ক্রোধ পরিহাস কিম্বা সত্য এ বচন ॥
রাজীব লোচনে জল ছাইয়া আইল।
প্রিয়বাক্যে অনুজেরে প্রভু বুঝাইল ॥
এ আদেশ যদি মম হয় হে হেলন।
আমার শরীরে ভাই না রবে জীবন ॥
হরির ইচ্ছাতে হয় ভাবি বলবান।
তোমাদের সদা ভ্রাতঃ হউক কল্যাণ ॥
লক্ষ্মণ আদেশ মম করহ পালন।
সীতারে লইয়া সঙ্গে তুমি যাও বন ॥
প্রভুর আদেশ শুনি অতীব কঠোর।
কহিলা ভরত করি যুগকর যোড় ॥
বটে সত্য আমি নাথ হই অল্পমতি।
তথাপি সর্ব্বজ্ঞ মম শুনহ মিনতি ॥
ভুবন বিখ্যাত রবি কুলে অবতার।
পিতা দশরথ, মাতা কৌশল্যা তোমার ॥
তুমি হে ব্রহ্মাণ্ডপতি জগজন জানে।
গাইতেছে তব যশ নিগম পুরাণে ॥
অবতীর্ণা মহাদেবী তোমার শকতি।
নারে তত্ত্ব নিরূপিতে দেব অহিপতি ॥

সৌন্দর্য্যনিলয়া সর্ব্ব-লোক-প্রসবিনী।
সর্ব্ব শুভপ্রদায়িনী অশিব নাশিনী॥
যার ছায়া ধরি হয় পতিব্রতা নারী।
কেমনে রহিবে প্রাণ তাঁর পতি ছাড়ি॥
রহে কি সলিল বিনা মীনের জীবন।
ঘনমালা বিনা শস্য বাঁচে কি কখন॥
তোমার বিরহে তথা ক্ষণ তরে সীতা।
বাঁচিবে কি জ্ঞানময়ী নিপুণা বিনীতা॥
শুনি প্রীতিময় বাণী কহে রঘুবর।
তব নীতিবাক্য ভাই শ্রুতি সুখকর॥
তথাপি শুনহ তুমি ভরত সুজন।
নৃপতি কর্ত্তব্য শোক করিয়া বর্জ্জন॥
রাজনীতি গৃহধর্ম্ম বহুধা পালন।
প্রিয়বাক্য উচ্চারণ শুচি আচরণ॥
দূত অপযশ কথা আসি শুনাইল।
দারুণ কলঙ্ক কুলে তাহাতে হইল॥
রবিকুলে জনমিলা নৃপতি অনেক।
আছিলা প্রত্যেক জন নিপুণ বিবেক॥
মনু রবিসুত আদি রঘু নৃপবর।
শ্রীসগর ভগীরথ খ্যাতি চরাচর॥
মোদের জনক দশরথ আচরণ।
দেখেছ রাখিলা সত্য ত্যজিয়া জীবন॥

তাঁহাদের শিরোপরে আরোপি কলঙ্ক।
যে রহে জীবিত সেই অধম অশঙ্ক॥
কহিলা ভরত শুন প্রভু অঘহারি।
কলঙ্ক-রহিতা নিত্য বিদেহ-কুমারী॥
বিধি হরি হর সুর স্বচক্ষে দেখিলা।
অনল পরীক্ষা যবে শ্রীজানকী দিলা॥
স্বপনেও নাগ নর সুর মুনিগণ।
এ হেন চরিত নাহি হেরিলা কখন॥
জানকীর সে চরিত করি বিলোকন।
হইল পরম হর্ষ মগ্ন ত্রিভুবন॥
সীতাশুদ্ধ সুচরিতে কলঙ্ক যে দিবে।
কোটি কল্প কাল সেই নরকে মজিবে॥
শত কল্প রোগবশ হইয়া রহিবে।
অবশ্য বিলাস ভোগে বঞ্চিত হইবে॥
প্রভুর ক্রোধের ভাব ভরত দেখিয়া।
দাঁড়াইলা লক্ষণের পশ্চাতে আসিয়া॥
কহে রাম ছাড়ি শোক সুমিত্রানন্দন।
শুন ভাল মন্দ যাহা কহিব বচন॥
এ আদেশ পরে যদি দাও হে উত্তর।
জন্মভরি মম শোকে দহিবে অন্তর॥
জনক সুতারে শীঘ্র রথে চড়াইয়া।
সুরধনী তীরে তুমি আসিবে রাখিয়া॥

যথা নাহি কেহ অতি গহন কানন।
ত্যজিতে তাহারে ভাই করিবে যতন॥
লক্ষ্মণ প্রভুর শুনি বচন উদাস।
হইয়া মরণাপন্ন চলিলা নিরাশ॥
জানকী কনক রথে করি আরোহণ।
ধরিলা তাহাতে দিব্য বসন ভূষণ॥
পক্বান্ন সুধার সম পুরিয়া ভাজনে।
যে কিছু বাঞ্ছিত দ্রব্য করিয়া গ্রহণে॥
জনকনন্দিনী আজি হরষিত মনে।
রাঘবের প্রাণপ্রিয়া চলিলা কাননে॥
লক্ষ্মণে বিবর্ণ সীতা করি নিরীক্ষণ।
অতি শোকভরে তাঁর অভিভূত মন॥
প্রকাশিতে মনোভাব না ছিল শকতি।
মণিহীনা ফণী যথা ব্যাকুলা তেমতি॥
হইয়া জাহ্নবী পার লক্ষ্মণের সনে।
অতি ভয় হেরি পায় দুর্গম কাননে॥
কারণ অস্তব্ধ ভাবি মহাভয় ভীতা।
কহিলা বচন মৃদু মনোহর সীতা॥
হেথা নাহি হেরি মুনিগণের ভবন।
কোথা লয়ে যাও মোরে দেবর লক্ষ্মণ॥
খগ মৃগ বৃষ বাঘ বিষধর ব্যাল।
বরাহ ভালুক করী কেশরী করাল॥

নাহি কোন জনে হেরি আসিতে যাইতে।
বুঝি মম প্রাণ যায় শরীর হইতে ॥
সীতারে ব্যাকুলা তবে নিরখি অহীশ।
কহে কি করিলা বিধি শ্রীহরি গৌরীশ ॥
মূর্চ্ছিত হইয়া রথ হইতে পড়িলা।
ভূমিতলে পড়ি পুন সামালি উঠিলা ॥
সীতারে বিলোকি মনে ধৈরজ ধরিলা।
জল বিনা পিপাসায় কাতর হইলা ॥
মূর্চ্ছিতা ধরণীসুতা নাহি বাহ্যজ্ঞান।
লক্ষ্মণ বুঝিয়া তাঁর কণ্ঠাগত প্রাণ ॥
আপন শরীরে চাহে করিতে বর্জ্জন।
কহে ধিক্ ধিক্ মোর এ ছার জীবন ॥
লক্ষ্মণ উদ্যত যবে ত্যজিতে শরীর।
গগন বচন তবে শুনিলা গম্ভীর ॥
শুনহ সৌমিত্রি যাও সীতারে ত্যজিয়া।
ভাগ্যবতী শ্রীজানকী রহিবে বাঁচিয়া ॥
ব্রহ্মবাণী শুনি চিতে ধৈরয ধরিলা।
যুড়িকর প্রদক্ষিণ সীতারে করিলা ॥
ফিরাইলা রথ করি চরণ বন্দন।
চলিলা অযোধ্যাপুর সুমিত্রানন্দন ॥
লভি সংজ্ঞা করে সীতা দিক নিরীক্ষণ।
নাহি অশ্ব নাহি রথ কিম্বা শ্রীলক্ষ্মণ ॥

কহিলা প্রথমে দুখ সহি মম প্রাণ।
রহিল করিতে চাহে এখন প্রয়াণ॥
বিলাপ বিপিনে পড়ি করিতে লাগিলা।
হেনকালে বনচারী বাল্মীকি আইলা॥
জ্ঞানী মুনি কহে পুত্রি কহ বিবরণ।
করিলে কি হেতু তুমি বনে আগমন॥
কহিলা জানকী আমি জনক নন্দিনী।
কোশল নৃপতিসুত রাম সীমন্তিনী॥
কিছু মাত্র নাহি জানি বর্জ্জন কারণ।
বিধিলিপি বলবতী শুন তপোধন॥
বনে রাখি গেল মোরে লক্ষণ দেবর।
সব তত্ত্ব মুনিবর তোমার গোচর॥
মুনি কহে মম বাক্য শুন এবে সীতা।
বিধিমত শিষ্য মম হয় তব পিতা॥
চিন্তা নাহি কর আর মনে গো কুমারি।
মিলিবে তোমার সনে সুরহিতকারী॥
সমাদরে পর্ণশালে সীতারে আনিয়া॥
বসিতে আসন দিলা যতন করিয়া॥
বিবিধ প্রকারে মুনি শিক্ষা তারে দিল।
দেবী তবে গঙ্গাজলে স্নান সমাপিল॥
রাম মূর্ত্তি সীতাদেবী করিয়া স্মরণ।
মুনি দত্ত ফল মূল করিলা ভোজন॥

বিবিধ প্রসঙ্গ কহে মুনি তপোধন।
বিমুগ্ধ অন্তরে সীতা করয়ে শ্রবণ ॥
মুনি তবে দিব্যজ্ঞান তারে শিক্ষা দিলা।
এ দিকে অযোধ্যাপুরে লক্ষ্মণ আইলা ॥

অথ লক্ষ্মণের অযোধ্যায় পুনরায় আগমন।

ত্রিপদী।

জানকীরে রাখি বনে, লক্ষ্মণ ব্যাকুল মনে,
আসি পশে আপন ভবন।
শুনি বন বিবরণ, কান্দিল জননীগণ,
সীতা শোক হৃদয় দহন ॥
যথা ফণি মণিহীন, হয় সংজ্ঞাশূণ্য দীন,
সবাকার সে দশা হইল !
ব্যাকুল কোশলপতি, শুনি প্রিয়া বন গতি,
বড় দুখ অন্তরে পাইল ॥
অযোধ্যার পুর জন, শোক ভারাক্রান্ত মন,
হারাইল ধৃতির শকতি।
কেহ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে, কেহ বা বিলাপ করে,
অসহ্য এ দারুণ বিপতি ॥
শুনি ঘোর কলরব, সলক্ষ্মণ শ্রীরাঘব,
প্রবেশিলা আপন ভবন।

মাতৃগণে দিয়া জ্ঞান, বুঝাইলা ভগবান,
ঘুচিল অজ্ঞান আবরণ ॥
তখন জননীগণ, কহে রামে এ বচন,
জগদীশ করহ শ্রবণ।
দেহ প্রভু কৃপাকরি, তব ভক্তি সুধাবারি,
যাহে নাশে ভবের বন্ধন ॥
যার তত্ত্বে যোগীজন, যতি মুনি তপোধন,
নিরন্তরে করিছে সাধন।
সিদ্ধি প্রাপ্তি হয় যবে, লভে ভক্তিধন তবে,
অবিচল ভক্তির ভাজন ॥
যে যে বর মাতৃগণ, চাহে করে বিতরণ,
দিনকর কুলের ভূষণ।
তাঁরা শুদ্ধ করি মনে, নিজযোগ হুতাশনে,
কৈলা সবে প্রাণ বিসর্জ্জন ॥

অথ কৌশল্যার স্বর্গারোহণ।

শরীর করিয়া ভস্ম যোগের অনলে।
করিলা পতির ধাম গমন সকলে ॥
শ্রীরাম ভরত আর শত্রুঘ্ন লক্ষণ।
হইলা জননী শোকে অভিভূত মন ॥

শ্রুতি বিধিমত শ্রাদ্ধ গুরু আজ্ঞা দিলা।
রাঘব সাদরে তাহা সম্পন্ন করিলা॥
মাতৃ শ্রাদ্ধে দিলা দান অসঙ্খ্য প্রকারে।
কেবা আছে হেন তাহা বর্ণিবারে পারে॥
মুকুতা কনক মণি বিবিধ রতন।
হীরক তুরগ গজ গাভী সুবসন॥
পুনরায় পরলোক হেতু ধন ধাম।
করিলা যাচক দান পরিপূর্ণ কাম॥
দরিদ্র যাচক বলি নাম না রহিল।
সবে যেন ধনীদের পদবী পাইল॥
বেদ পাঠ করি বিপ্র দিতেছে আশীষ।
হও চিরজীবি রাম অযোধ্যার ঈশ॥
সবে দান দিয়া রাম সন্তুষ্ট করিলা।
করিয়া অতুল শ্রাদ্ধ নিবৃত্ত হইলা॥
যাচক ব্রাহ্মণ সব গেল নিজ ধাম।
অশেষ প্রকারে সুখ পাইলা শ্রীরাম॥
সন্তুষ্ট হইল দণ্ডী তাপস ব্রাহ্মণে।
সুরেন্দ্রনগরে বাস দিলা মাতৃগণে॥
অন্তরে ভাবিলা তবে শ্রীরঘুনন্দন।
কর্ত্তব্য আমার অশ্বমেধ আচরণ॥
কলুষ সন্তাপ সব যাহাতে হরণ।
নিশ্চয় হইবে তাহা করিলে সাধন॥

অথ শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার অভিলাষ প্রকাশ ।

একবার কোশলেশ গুরুর ভবন ।
অনুজ সচিব সনে করিলা গমন ॥
নমি শির দণ্ডবত বন্দিলা চরণ ।
সাদরে লইলা কোলে গুরু জ্ঞানধন ॥
সস্নেহ বচনে গুরু কুশল পুছিলা ।
পাদপদ্ম হেরি শুভ রাঘব কহিলা ॥
গুরুপদ বন্দি পুন নমি দ্বিজগণে ।
আশীষ লভিয়া রাম বসিলা আসনে ॥
কহিছে পুরাণ গুরু নব ইতিহাস ।
শুনিতেছে কৃপানিধি হৃদয়ে উল্লাস ॥
অনুজ সকলে বহু হৃদে সুখ দিলা ।
মুনি তবে প্রেম চিহ্ন রামে নেহারিলা ॥
সচ্চিৎ আনন্দ ঘন যুড়ি দুই কর ।
কহিলা বচন ভানুকুল সুধাকর ॥
তব পদ-সরসিজ প্রসাদে আমার ।
জানিল মর্য্যাদা এবে সকল সংসার ॥
সময় বুঝিয়া তবে কৃপানিকেতন ।
কহিলা গুরুরে পুন মধুর বচন ॥

অন্তর্যামি প্রভু তুমি তপস্যা আধার।
মনের বাসনা পূর্ণ করহ আমার॥
নাথ হে অনেক যজ্ঞ কৃপাতে তোমার।
একের অধিক এক কৈনু বহুবার॥
অযোধ্যানগর জন করিয়াছে মন।
করিবারে অশ্বমেধ যজ্ঞ দরশন॥
করিতে যে আজ্ঞা তুমি দিবে আয়োজন।
করিব সে সব নাথ বন্দিয়া চরণ॥
তনু পুলকিত গুরু কহে হেরি প্রীতি।
তুমি না কহিলে কেবা কহে হেন নীতি॥
মনের বাসনা তব হইবে পূরণ।
ভরত যাইয়া গৃহে কর আয়োজন॥
ভরত সচিব আর শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ।
মুনি বাক্য শুনি গৃহে কৈলা আগমন॥
বিবিধ প্রকারে করি চরণ সেবন।
লইলা ভরত সঙ্গে যতেক ব্রাহ্মণ॥
সেবক সচিব আর যত পুরজন।
ত্বরিত সবারে করি পুরে আনয়ন॥
আজ্ঞা দিলা সাজাইতে বিবিধ রচনে।
হাট বাট পুর দ্বার যতেক ভবনে॥
শিরে ধরি প্রভু আজ্ঞা সেবক চলিল।
যজ্ঞের সম্বাদ শুনি আনন্দ পাইল॥

বিবিধ রচনে রচে নেত্র মনোহর।
পুর শোভা হেরি বিধি বিষণ্ণ অন্তর ॥
হয় গজ রথ রব করিয়া শ্রবণ।
করে সুখে মগ্ন সুর দুন্দুভি বাদন ॥
সচিব সকলে তবে ভরত ডাকিলা।
জয়জীব কহি তাঁরা মস্তক নমিলা ॥
করি শীঘ্র মুনিগণ আশ্রমে গমন।
সবারে করিবে যত্নে যজ্ঞে নিমন্ত্রণ ॥
এদিকে গুরুর গৃহে কমল লোচন।
কহে কিবা আজ্ঞা হবে করিতে পালন

অথ যজ্ঞ আয়োজন, সর্ব্বত্রে নিমন্ত্রণ দান ও মিথিলা নগরে দূত প্রেরণ।

প্রভুর মনের ভাব বুঝি তপোধন।
কহিলা সচিবে মৃদু সস্নেহ বচন ॥
মিথিলা নগরে দূত করহ প্রেরণ।
সসমাজ অনিবারে জনক রাজন ॥
গুরু কহে শুন রঘুবংশ-বিভূষণ।
পুরের সকল জাতি কর নিমন্ত্রণ ॥
কুবের বরুণ মৃত্যুপতি পুরন্দরে।
জ্ঞাতি শিষ্যসহ আর যত মুনিবরে ॥

গুরুর সহিত প্রভু অযোধ্যা আইলা।
হেরি পুর সুরচনা আনন্দ লভিলা॥
মিথিলা নগরে দূত শীঘ্র পাঠাইলা।
প্রতি দেশে নৃপকুলে নিমন্ত্রণ দিলা॥
আইলা সকলে যথা রাঘব কৃপাল।
কুবের বরুণ ইন্দ্র যত দিকপাল।
গাহিছে বিমানে চড়ি সুরনারী গীত।
সুমধুর রবে কল-কণ্ঠ বিলজ্জিত॥
আইলা সযূথ যত মুনি বনবাস।
দিলা কৃপানিধি সবে সুন্দর আবাস॥
হরহরি রবিশশী বিধি চতুর্মুখ।
আইলা সুরেশ আদি হৃদে মহাসুখ॥
আইলা শ্রীবিশ্বামিত্র মুনির প্রবর।
লইয়া হাজার সাত ঋষি ইচ্ছাচর॥
আইলা অঙ্গিরা ভৃগু নারদ অগস্ত্য।
ব্যাসাদি যূথপ মুনি দেবর্ষি পুলস্ত্য॥
বিবিধ রচনা যুক্ত যজ্ঞ আয়তন।
সকলে পাইলা সুখ করি দরশন॥
গিয়াছিল যেই দূত মিথিলা নগর।
তারে দেখি পুরবাসী সানন্দ অন্তর॥
দ্বারপাল গিয়া নৃপে সুসম্বাদ দিল।
অযোধ্যা নগর হ'তে পত্রিকা আইল॥

করিলা বিদেহ শুনি সত্বর গমন।
পুলকিত কলেবর সজল নয়ন ॥
সেকালে নৃপতি মনে যে সুখ হইল।
শারদা অনন্ত তাহা কহিতে নারিল ॥
সর্ব্বাঙ্গ শিথিল প্রেমে দ্বারেতে আইল
দশা হেরি দূত অতি আনন্দ পাইল ॥
আছেত কুশলে রাম সহিত সোদর।
এত কহি গদগদ কথা নৃপবর ॥
সে সময়ে ভূপে প্রেম হইল যেমতি।
বরণিতে ধীর মতি না ধরে শকতি ॥
তুলসী হইয়া অতি আনন্দিত মন।
করিতেছে জয় জয় রব উচ্চারণ ॥
পত্রিকা পড়িয়া প্রীতি হৃদে না ধরিল।
ডাকি চরবরে হাসি নৃপতি কহিল ॥
সাজিল নগর পুর সুমঙ্গল সাজে।
নানাবিধ শুভ বাদ্য চারিদিকে বাজে ॥
সচিবে ডাকিয়া পত্র পড়িবারে দিল।
উঠি মন্ত্রী কর জুড়ি সবিনয়ে নিল ॥
হইল পত্রিকা পড়ি প্রেমেতে মগন।
করিয়া কোশল পুরবাসীরে স্মরণ ॥
ক্ষণ মাঝে এ সম্বাদ নগরে ব্যাপিল।
মঙ্গল কলস সবে দ্বারে সাজাইল ॥

উথলিল যে আনন্দ কে করে বাখান।
করে তবে ভূপবর নানাবিধ দান॥
ধরি বহু নভোবাসী নর কলেবর।
আইল আনন্দময় মিথিলা নগর॥
তারা সবে কহে নৃপে এহিত বচন।
ছাড়ি সব কার্য্য চল অযোধ্যা ভুবন॥
সাদরে কহিয়া বাক্য রচিয়া বিমান।
গগন বিহারী গেল নিজ নিজ স্থান॥
নৃপতি মুকুট মণি জনক রাজন।
রাম পাদপদ্ম স্মরি করিলা স্তবন॥
অহে রঘুকুল চন্দ্র কৃপা নিকেতন।
স্মরি দশরথ সুত তোমার চরণ॥
অনুজ কমলা সনে হৃদয় ভিতর।
সুস্থির হইয়া বাস কর নিরন্তর॥
কমল নয়ন তব সুবিশাল ভাল।
অযোধ্যা নগর রাজ-কুমার কৃপাল॥
শতকোটি কাম জিনি সুন্দর বদন।
অনুপম বলধর অবনী মণ্ডল॥
ধৃত শুভ কটিতূণ কর শরাসন।
কপট কুরঙ্গকুল গরব গঞ্জন॥
তুমি হে করুণাময় কৃপা নিকেতন।
জন সুখপ্রদ জনহৃদয়রঞ্জন॥

অনুজ সহিত তুমি লইয়া সীতারে।
সদা বাস কর মম হৃদয় মাঝারে॥
কহিলা ভুশুণ্ড শুন বিহগ প্রবর।
প্রভুর মহিমা নহে জ্ঞানের গোচর॥
সে হেতু ত্যজিয়া সব বৃষভ বাহন।
ভজে খর দূষণাদি রক্ষো নিকহন॥
যে অন্ধ পামর নর কামবশ মন।
শ্রীরঘুনন্দনে সেই না করে ভজন॥
শ্রীরাম ললিত লীলা অন্তরে যাহার।
বসে হয় মহীধর হৃদয় তাহার॥
সেহেতু তুলসীদাস দৃঢ় করি মন।
লয়েছে একান্তভাবে রাঘব শরণ॥
সুখলাভ করে মন শ্রীরাম ভজনে।
অন্য চিন্তা নাহি করে কখন স্বপনে॥
সাদরে মহীপ দূতে কুশল পুছিল।
বিমল আনন্দে তার হৃদয় ছাইল॥
মনে সুখ লভি তেঁই ব্রাহ্মণে আনিয়া।
করে তুষ্ট বহু দান বিধিমত দিয়া॥
গজ বাজি ভূমি আদি বিবিধ ভূষণ।
বহু বস্তু দিলা ভূপ কে করে গণন॥
দ্বার খুলি দিলা নৃপ যাচকের গণে।
সে দানের সংখ্যা কবি করিবে কেমনে

নানা মতে করি দূতে আদর পূজন।
গেলা ভূপ শিরোমণি গুরুর ভবন॥
গুরুরে সকল কথা কহি শুনাইলা।
মুনিবর শুনি সুখ অতুল পাইলা॥

অথ জনক রাজের যজ্ঞদর্শনে আগমন।

গুরু কহে সসমাজে চলহ রাজন।
করিতে রাঘব অশ্বমেধ দরশন॥
আইলা আলয়ে নৃপ লইয়া বিদায়।
পড়িয়া পত্রিকা তবে সবারে শুনায়॥
অন্তঃপুরজন শুনি আনন্দ লভিলা।
মহী-দেবগণে ডাকি বহুদান দিলা॥
কৈলা অযাচক তাঁরা যাচক সকলে।
অন্তঃপুরে ডাকাইলা সে চর যুগলে॥
জনে জনে নারীসব চরে জিজ্ঞাসিলা।
পূর্ণকাম রাম কথা সকলে শুনিলা॥
রামের সকল কাম হইল পূরণ।
শুনি বাজাইল সবে বিপুল রাজন॥
রাখিয়াপ্রক্ষকে পুর রক্ষার কারণ।
সাজিতে আদেশ নৃপ দিলা সৈন্যগণ॥

বারণ হাজার দশ রথ ষষ্টি শত।
আছিল বাজির সঙ্খ্যা বরণিব কত॥
সুবিশাল সুখপাল যুগল সাজিল।
তদুপরে গুরুসনে নৃপ আরোহিল॥
ঝকমক করে মণি-বিজড়িত জিন।
সৌন্দর্য্য বর্ণিতে কবি মতি গতিহীন॥
প্রবল প্রবীন বীর ঘোটক উপরে।
আরোহি চলিছে সুখে অযোধ্যা নগরে॥
কাঁপিল ধরণী অহি কমঠ ভূধরে।
মিথিলার অগণিত বল পদ ভরে॥
রথ যূথ পদচর ছিল অগণন।
কেবা কবি মূর্খ হেন করিবে বর্ণন॥
মুনিগণসহ ভূপ করিছে প্রয়ান।
উড়িয়া যাইছে সঙ্গে অসঙ্খ্য নিশান॥
পুর ছাড়ি যেই দিন বাহির হইলা।
সেদিন তৃতীয় যামে অযোধ্যা আইলা॥
পবিত্র সরযূতীর পুরের বাহির।
মিথিলা-পতিরে বাস দিলা রঘুবীর॥
সঁপিয়া অনুজ করে আপন সমাজ।
আইলা রাঘব যথা নৃপমণি রাজ॥
রামে মিলি নরপতি পাশে বসাইলা।
গদগদ কণ্ঠ মৃদু বচন কহিলা॥

নিরখি কোমল অঙ্গ শশাঙ্ক বদন।
না ধরে হৃদয়ে সুখ হইলা মগন॥
বিনয় আদর প্রভু সবারে করিলা।
ভরত সচিবে পুন ডাকি আনাইলা॥
ভরত আসিয়া ভূপশয্যা বিরচিলা।
শুন খগপতি যাহা খরারি করিলা॥
যজ্ঞ আয়তনে আসি গুরুরে বন্দিলা।
মনোমত আশির্ব্বাদ গুরু তারে দিলা॥
পুন প্রভু দেবগণ চরণ বন্দিয়া।
সুখী হয় অভিমত আশীষ লভিয়া॥

অথ জানকীর কনকমূর্ত্তি নির্ম্মাণ ও শ্রীরামের যজ্ঞদীক্ষা গ্রহণ।

বৎসর হাজার দশ অতিক্রান্ত প্রায়।
হইল হে তুমি রাম সর্ব্ব সুখালয়॥
কহিলা বশিষ্ঠদেব মধুর বচন।
আমার মন্ত্রণা রাম করহ শ্রবণ॥
ধরমের তত্ত্ব যাহা বেদ ব্যাখ্যা করে।
যতেক পুরাণ আর কহে সাধু নরে॥
পত্নী বিনা যজ্ঞ ফল না হয় কখন।
মিথিলেশ কুমারীর এবে প্রয়োজন॥

গুরু বাক্য শুনি প্রভু মৌন ধরি রহে ।
ভাল মন্দ কোন কথা প্রকাশি না কহে ॥
গুরুর নির্ব্বন্ধ হেরি কহে রঘুবর ।
যাহাতে সুকৃত রহে সেই দয়া কর ॥
নারদ সনক আদি গুরু দুইজন ।
বিচারি কহিলা শুন অনাদি নিধান ॥
করহ জানকীমূর্ত্তি কনকে গঠন ।
সুভূষিতা কর দিয়া রত্ন বিভূষণ ॥
গুরু আজ্ঞা অনুসারে জানকী মুরতি ।
কনকে নির্ম্মাণ কৈল দেব রঘুপতি ।
প্রতি অঙ্গে নানাবিধ অলঙ্কার রাজে ।
সেরূপ মাধুরী হেরি কোটী রতি লাজে ॥
সহসা হেরিয়া কেহ বুঝিবারে নারে ।
সীতার অদ্ভুতরূপ সকলে নেহারে ॥
কিবা অপরূপ শোভা সেই অবসরে ।
পারে বরণিতে তাহা কোন্ কবিবরে ॥
কৃপাময় প্রভু রাম জগত আধার ।
লোক নিস্তারিতে করে চরিত্র অপার ॥
জড়িত কনক রত্নে দিব্য মৃগছাল ।
সে আসনে সমাসীন রাঘব কৃপাল ॥
হেরি সুরকুল রাজমান সীতাসনে ।
প্রণতি করয়ে সদা সুখদ চরণে ॥

অপার জনতা তবে করি দরশন।
ঋদ্ধি সিদ্ধিগণে প্রভু করিলা স্মরণ॥
কহিলা সবারে কর উচিত সম্মান।
যেবা যাহা চাহে তাহা করহ প্রদান॥
আজ্ঞা শুনি অভিপ্রায় প্রভুর বুঝিয়া।
রচিল তাহারা বহু মন্দির যাইয়া॥
সুর ধেনু সুর তরু সম্পদ বিতান।
না পারে শারদা আদি করিতে বাখান॥
অট্টালিকা পুর গলি বাহির আলয়।
করিল সকল স্থান সুখের নিলয়॥
রহিল তথায় পুর-পালক অনেক।
যাহারা পরম অর্থ নিপুণ বিবেক॥
পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞান বিবেক পাবন।
রাখিল সঞ্চয় করি ভরত সুজন॥
প্রশংসে আপন ভাগ্য দরশকগণ।
ধনদ পদবী তারা করিছে নিন্দন॥
সুরাসুর নাগনর ত্রিলোকে যে ছিলা।
অপরূপ যজ্ঞস্থলে সকলে আইলা॥
করিলা সবারে প্রভু স্নেহ সম্ভাষণ।
কেহ নহি এড়াইল রাঘব নয়ন॥
বয়সে সহস্র যুগ যে যে বিপ্রবর।
সর্ব্বগুণ নিকেতন পরম সুন্দর॥

সুনিপুণ যারা শ্রুতি সিদ্ধান্ত নিকরে।
রহিলা তাঁহারা যজ্ঞ রাখিবার তরে॥
শীত ঋতু মাঘ মাস অতি সুখকর।
যজ্ঞের মণ্ডপে বসে দেব রঘুবর॥

অথ যজ্ঞাশ্ব মোচন।

সুমধুর বাক্য গুরু কহিলা তখন।
বেদ নিয়মিত অশ্ব কর আনয়ন॥
লক্ষ্মণ শুনিয়া আজ্ঞা পরম আনন্দে।
পুনঃপুনঃ গুরুপদ-সরসিজ বন্দে॥
আপনি করিলা হয়শালে আগমন।
পরাইলা অশ্বে বহুবিধ আভরণ॥
শুচিরূপ মনোহর সুশ্বেত বরণ।
রবি বাজি নিন্দি গতি মনোজমোহন।
মণিময় সাজ বিভা না হয় বর্ণন।
যেন রবি রথে চড়ি করে আগমন॥
শিরে স্কৌড় পার্শ্বে মণি পরম ভাস্বর।
গগনে নক্ষত্র যেন দেবজ্যোতে কর॥
চারু পট রজ্জু করে সেবক ধরেছে।
দামিনী দমন যেন নাচি আসিতেছে॥
ছ হাজার দশবীর সহিত লক্ষ্মণ।
আনে রাম পাশে তারে করিয়া বেষ্টন

পূজিলা ঘোটকে প্রভু জগজ্জয় হেতু।
যেমত কহিলা গুরু গাধিকুলকেতু॥
দিলা বহুবিধ দান যাচকে অনেক।
লিখিলা লিখন অশ্বে করি অভিষেক॥
কোশল ভূপতি একমাত্র বীরবর।
সুরেন্দ্র সদৃশ রিপুকুল দর্প হর॥
বল গর্ব্ব আছে যার সে অশ্বে ধরিবে।
নতুবা যাইবে বন কিংবা কর দিবে॥
অশ্বের ললাটে লিপি করিলা বন্ধন।
তাহা শুনি বনচারী কৈলা আগমন॥
আইলা ভার্গব আদি বহু মুনি সঙ্গ।
তথা যথা রঘুকুল কমল শ্রীঅঙ্গ॥
লবণ অসুর কথা করিলা বর্ণন।
যার ভয়ে বনবাসী ঋষি ভীতমন॥
শুনিয়া সলিল-পূর্ণ প্রভুর নয়ন।
কহিলা করিতে নিজ তূণ আনয়ন॥
নিকটে ডাকিয়া তবে রিপু নিসূদনে।
অমোঘ করাল বাণ করিলা অর্পণে॥
মন্ত্রপূত অস্ত্রে করি অসুরে নিধন।
অনন্তর পরাজয় কর রাজগণ॥
পরে বিভীষণে প্রভু নিকটে ডাকিলা।
সবিনয়ে আসি তেঁহ মস্তক নমিলা॥

জিজ্ঞাসিলা তাঁরে রঘুবংশবিভূষণ।
লবণ অসুর জন্ম আদি বিবরণ॥
নিশাচর পতি কহে জুড়ি যুগ কর।
কহি সত্য এবে শুন দেব রঘুবর॥
বিমানচারিণী এক ভগিনী আমার।
কুম্ভনিশা নাম যার জানে ত্রিসংসার
মধু দানবের করে রাবণ অর্পণ।
করিলা তাহারে কহি বিনয় বচন॥
লবণ অসুর হয় তাহার নন্দন।
সমাদরে করিল সে শঙ্কর সেবন॥
তাহার দারুণ তপে তুষ্ট মহেশ্বর।
ত্রিশূল তাহারে দিলা কৃপার সাগর॥
যে করিবে সেই অস্ত্র করেতে ধারণ।
পারিবে জিনিতে সেই এ চৌদ্দভুবন।
লবণ সে অস্ত্রবলে না করে গণন।
অমর দনুজ কিংবা নরনাগগণ॥
তার ভয়ে ভীত লোক নিরন্তর রয়।
সবারে আনিল বশে করি পরাজয়॥
চতুর অঙ্গিনী সেনা সজ্জিত হইল।
সহিত যুগল সুত শত্রুঘ্ন চলিল।

অথ লবণ বধ।

রামের আদেশ তবে শ্রবণ করিয়া।
ত্রিসহস্র রণবাদ্য উঠিল বাজিয়া॥
কাঁপিছে বসুধা বহু কুঞ্জর গাজিছে।
স্যন্দন হাজার দশ সাজিয়া চলিছে॥
সাজিয়া চলিছে সঙ্গে যত সখাগণে।
বাজিছে অমিত দেব-দুন্দুভি গগনে॥
নগর বাহির বল সকল হইল।
কুমার যুগলে হেরি আনন্দ পাইল॥
দ্বাদশ রজনী পথে করিয়া যাপন।
উত্তরিলা যমানুজা তীরে শত্রুঘ্ন॥
প্রতি দিন দেয় দান যাচক সকলে।
দিবানিশি পূজে প্রভু চরণ কমলে॥
রবি তনয়ার পদ করিয়া বন্দন।
ভক্তি ভাবে পঞ্চাননে করিলা পূজন॥
স্মরণ করিয়া প্রভু খর নিসূদনে।
চলিলা শত্রুঘ্ন অরি বিনাশ কারণে॥
বাহির হইল রণে সুভট জুঝার।
লবণ অসুর স্থানে সৈনিক অপার॥
হয় গজ রথ রব বীরের গর্জ্জন।
শুনিয়া পাইল সুখ দানব লবণ॥

মার ধর খাও নৃপে করহ বন্ধন।
যাহে রণ জয় হয় করহ সাধন॥
এত কহি রিপু আগে সৈন্য চালাইল।
কজ্জল পর্ব্বতে যেন তম আবরিল॥
মার ধর রব আর বীরের গর্জ্জন।
বিপুল বাদন ধ্বনি পশিছে শ্রবণ॥
নিজ নিজ প্রভু জয় করি উচ্চারণ।
ভিরিল উভয় পক্ষ আনন্দিত মন॥
প্রবল প্রবীণ বীর সাহসের ভরে।
অতিবল রিপু সনে অসি যুদ্ধ করে॥
কেহ করে মল্লযুদ্ধ রোধ কোনজন।
কেহ কার কর ছাড়ি করে পলায়ন॥
তোমর পরশু শূল আদি নানা শর।
ছাড়িতেছে প্রতিদ্বন্দী যোধ পরস্পর।
মৃতের চরণ কর্ব শির, তীর ধরে।
অতএব তাহা নাহি ভূমিতলে পড়ে॥
ধরণীতে পড়ি কেহ উঠিয়া ভিরিছে।
মায়াবী আপন মায়া বিস্তার করিছে॥
রণে প্রবেশিয়া তবে প্রভুর নন্দন।
বহু নিশাচর সেনা করিলা নিধন॥
সমর কৌতুক কেহ করিছে দর্শন।
কেহ রণে পশি কার বধিছে জীবন॥

কোটি কোটি সুর রথে করি আরোহণ।
গগনে থাকিয়া করে কুসুম বর্ষণ॥
বিচলিত নিজবল করি বিলোকন।
লবণ যুগল সুত পশে রণাঙ্গনা॥
প্রভু জ্যেষ্ঠ সুতবীর সুবাহু বিশাল।
মাতঙ্গ অসুর পুত্র মূর্ত্তিমানকাল॥
দারুণ কোপের ভরে ভিরি পরস্পার।
করিতে লাগিল দোঁহে তুমুল সমর॥
জুঝিতেছে যূপকেতু কেতু দৈত্য সনে।
কেহ আপনারে হীন নাহি মানে মনে॥
ভয় পায় দেবগণ হেরিয়া সে রণ।
জিজ্ঞাসিল গুরুদেব স্থানে বিবরণ॥
বৃহস্পতি কহে ভয় নাহি সুরেশ্বর।
রামের প্রতাপ তুমি হৃদিমাঝে ধর॥
অতি ক্রোধভরে তবে যূপকেতু বীর।
কাটিয়া পাড়িলা ভূমে দৈত্য কেতু শির॥
সুবাহু মতঙ্গকর চরণ ছেদিয়া।
বধিলা জীবন তার ভূতলে ফেলিয়া॥
ছিন্ন পদ কর শির মাতঙ্গ পড়িল।
সুবাহু সমর ভুমি শরে আচ্ছাদিল॥
রঘুবংশ অবতংশ দুই রণশূর।
শোভিতেছে রণাঙ্গনে বিক্রম প্রচুর॥

যুগল সুতের মৃত্যু শুনি নিশাচর।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে ভূমির উপর॥
সংজ্ঞা লভি করি পুন ত্রিশূল ধারণ।
আইলা প্রভুর সনে করিবারে রণ॥
প্রবল প্রতাপ দুই রাঘব নন্দন।
দুইদিকে রিপুসেনা করিছে নিধন॥
মৃত কর পদ শির গগনে উড়িছে।
হেরিয়া যোগিনীগণ আনন্দ লভিছে।
করিতেছে শোণিতের নদীতে মজ্জন।
গলে কর শিরমালা করিছে ধারণ॥
করিয়া রুধির পান সানন্দ অন্তরে।
খেচর বণিকা গান করে তার সনে॥
মৃদঙ্গ সঙ্খের ধ্বনি করিয়া শ্রবণ।
হতেছে দেবতাকুল হর্ষ বিবর্দ্ধন॥
প্রেতের রমণী সব আনন্দে নাচিছে।
গলে দৈত্য কর-শির-মালিকা ধরিছে॥
প্রচুর শোণিত পান করিছে শাকিনী।
বহু মেদ মাংস করে ভোজন ডাকিনী॥
রঘুবর করে বহু রক্ষ প্রাণ দিল।
মহারবে ধীর বীর সমরে পড়িল॥
ক্ষণমাঝে নিশাচর সেনার নিধন।
হেরিয়া অদৃশ্য তবে হইল লবণ॥

মায়া বলে করি সৃষ্টি বিবিধ বরুথ।
লয়ে অস্ত্রশস্ত্র করে এল সুরযূথ॥
সনকাদি সহ আসে বিরিঞ্চি শঙ্কর।
শ্রুতির কথিত সুর আইলা বিস্তর॥
ধরি শক্তি শূল অসি চর্ম্ম মনোহর।
ধনুক পরশুবান মুষল মুদ্‌গর॥
ধর ধর মার মার রব সুর করে।
স্তব্ধ নৃপতির বল বিস্ময় অন্তরে॥
দানবে প্রবল হেরি রাঘব নন্দন।
কোপ বশে করে করে কচালে তখন॥
কটকে ব্যাকুল দেখি নারদ আইলা।
সব সমাচার কহি তাঁরে বুঝাইলা॥
রিপু নিসূদন তবে বিশিখ লইয়া।
ধনুক সন্ধান করে শঙ্করে স্মরিয়া॥
মন্ত্রপূত কোটি শর রাঘব ছাড়িলা।
হেরি মায়াসুর সব গগনে পশিলা॥
যেন নভ মাঝে ঘোর জলদ নিচয়।
প্রবল মারুত বেগে ছিন্ন ভিন্ন হয়॥
অমর সকলে আর দেখা নাহি গেল।
সুবাহু লবণসনে সমরে ভিড়িল॥
অরে খল এবে তুমি রাখ আপনারে।
কহি গদাঘাত করে হৃদয় মাঝারে॥

সহিতে না পারি সেই দারুণ প্রহার।
পড়িল ভূতলে দৈত্য করিয়া চীৎকার ॥
পতিরে কাতর দেখি দৈত্য সেনাগণ।
ধাইল সমরে ধরি নানা প্রহরণ ॥
দানব কৈটভ নাম বীরের প্রধান।
মূর্চ্ছিত লবণাসুর করি অনুমান ॥
ত্রিসহস্র রণশূর রাক্ষস লইয়া।
প্রভুর সম্মুখ ধায় বাহু পসারিয়া ॥
কটুবাক্য কহি বাণ ছাড়িল প্রচণ্ড।
করিলা কৃপাণে কাটি প্রভু খণ্ড খণ্ড ॥
তবে ক্রোধ ভরে করি ত্রিশূল ধারণ।
যূপকেতু আগে দৈত্য কৈল আগমন।
করিল সে শূলাঘাত যূপকেতু পরে
মূর্চ্ছিত রাঘব সুত ভূমিতলে পড়ে ॥
কহিল পতন কালে এবাক্য বালক।
কোথা রাম দিনকর কুলের তিলক ॥
সোদরে মূর্চ্ছিত করি সুবাহু দর্শন।
না পারে করিতে অতি ক্রোধ সম্বরণ ॥
সন্ধানি করালে বাণ মহা কোপভরে।
একবারে ত্রিসহস্র ছাড়ে রিপু পরে।
ভ্রাতার হৃদয় বিদ্ধ ত্রিশূল হেরিয়া।
ভূমিতলে রথহতে পড়ে লম্ফ দিয়া।

শরীর হইতে শূল বাহিরে আনিলা।
রামনাম মহৌষধ প্রয়োগ করিলা॥
লইয়া অনুজে সঙ্গে উঠি রথোপর।
ধারণ করিলা পুনঃ করে ধনুঃশর॥
পশিয়া সমর ভূমে করিলা গর্জ্জন।
অসঙ্খ্য ত্রিদশ অরি করিলা নিধন॥
অনুজেরে অবসন্ন করি বিলোকন।
ভাবিলা কর্ত্তব্য এবে শিবিরে গমন॥
রাখিয়া স্যন্দন পরে করিয়া যতন।
পাঠাইলা সহোদরে নির্ব্বিঘ্নে ভবন॥
পুনরপি সিংহনাদ করি রণাঙ্গন।
পশিলা লইয়া সঙ্গে মহাবীরগণ॥
মূর্চ্ছা ত্যজি উঠি রক্ষ দেখিল সমর।
প্রেরিল আনিতে দূত আপন সোদর॥
কালের সমান সেই মহাবলধর।
হারিল যাহার করে যতেক অমর॥
সমরে অজেয় বীর জাম্যক আইল।
রণে পৃষ্ঠদেশ যে না কভু দেখাইল॥
আসিয়া লবণ পদ করিয়া বন্দন।
কহিল আমারে কেন ডাকিলে এখন॥
দৈত্য কহে রাবণারি লঘু সহোদর।
তাহার তনয় তেজ বিক্রম সাগর॥

কোটি কোটি শূরে আমি করিনু হনন।
নৃপতি বালক করে সে দর্প চূরণ॥
অরির বিক্রম শুনি তাহারে হেরিয়া।
যেন মোহ নাহি ঘটে রণে প্রবেশিয়া॥
আমার যুগল সুতে আর সৈন্যগণে।
সানুজ যমুনা জলে করেছে ক্ষেপণে॥
করি বিচলিত বল ধরি গদা করে।
ঘিরিয়া রাখিল অরি সব নিশাচরে॥
চতুর সারথি মোরে রথে চড়াইয়া।
রণভূমি ছাড়ি হেথা এল পলাইয়া॥
সমরে শত্রুর বধ করিয়া সাধন।
যমুনার জলে চমূ করি নিক্ষেপণ॥
সসুত নৃপতি শির কর আনয়ন।
তবে সে দারুণ শোক হবে নিবারণ॥
রণ মদে মাতি তুই পিশিত অশন।
সমরে অচিরে পশি করিল গর্জ্জন॥
এদিকে সুবাহু যূপকেতু ভ্রাতৃদ্বয়।
ধনুঃশর কর দ্রুত অগ্রসর হয়॥
নিজ নিজ প্রভু জয় করি উচ্চারণ।
প্রতিদ্বন্দ্বী সনে করে রণ আরম্ভন॥
পরস্পর রিপু কর মস্তক চরণ।
বাণাঘাতে ভূমে ফেলে করিয়া কর্ত্তন॥

উদর পূরিয়া করি রুধির ভোজন।
বায়স জম্বুক গৃধ্র আনন্দিত মন॥
বিধিরে মানায় যেঁহ দিল হেন দান।
করিয়া ভৈরব রব করিতেছে গান॥
ভয়ঙ্করী রণভূমি করি দরশন।
বীরের হৃদয়ে হয় হর্ষ বিবর্দ্ধন॥
সমর কাতর যত কাপুরুষ জন।
সে দৃশ্য হেরিতে নারি করে পলায়ন॥
স্বপক্ষ সাহায্য কেহ করিবারে গিয়া।
তিষ্ঠিতে না পারি লাজে আসে পলাইয়া॥
যতেক সুভট করে ভয়ঙ্কর রণ।
কার সাধ্য করে সেই যুদ্ধের বর্ণন॥
রণবীর করিতেছে বাণ বিসর্জ্জন।
বর্ষাকালে যেন ঝরে জলদ বর্ষণ॥
করে অশ্ব পদ ধূলি নভ আচ্ছাদন।
অকালে প্রদোষ যেন কৈল আগমন॥
হেরিয়া তনয় বল বিপুল বিশাল।
হরষিত শত্রু হন সুর নর ব্যাল॥
প্রকাশি অসীম বল প্রবল সমরে।
প্রভুর সমীপে সুত আইল সাদরে॥
যাতুধান বল বুদ্ধি বিনাশ করিয়া।
গেল নিজ পুরে রাজ কীরতি লভিয়া॥

নিশাকালে নিশাচর মন্ত্র বিচারিয়া।
আইল প্রভাতে পুন সৈন্য সাজাইয়া॥
সাজিল ঘোটক গজ অসংখ্য বাহন।
বাজিতেছে গহ গহ বিবিধ বাদন॥
প্রবেশিল কোপভরে সমর অঙ্গন।
সুরাসুর জয়ী বীর দানব লবণ॥
ধরিল ত্রিশূল করি শঙ্করে স্মরণ।
আক্রমিল রিপুবল যেমন শমন॥
ক্ষণ মাঝে বহু যোধে সংহার করিল।
সকোপ শত্রুঘ্ন হেরি সমরে পশিল॥
দানব ত্রিশূলাঘাত কৈল বক্ষঃস্থলে।
ঘূর্ণিত হইয়া প্রভু পড়িলা ভূতলে॥
অসুর লইয়া খড়্গ সত্বরে ধাইল।
নিরখি সুবাহু কোপে অধীর হইল॥
গদাঘাতে দৈত্য রথ ভাঙ্গিয়া ফেলিল।
সারথিরে বধি অরি ক্ষয়ে মন দিল॥
বিরথি ব্যাকুল দৈত্য হইল অন্তরে।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে ভূমির উপরে॥
পুনরপি উঠি কোপে করিল গর্জ্জন।
সামালিয়া অস্ত্রবর করিল ধারণ॥
মূর্চ্ছা ত্যজি তবে উঠি রিপু নিসূদন।
কহিলা সবার সনে মধুর বচন॥

বিস্মিত ব্যাকুল সবে করি দরশন।
ধরি রাম বাণ করে করিলা পূজন॥
অযোধ্যাপতির স্মরি চরণ কমল।
ছাড়িলা শত্রুর পরে নারাচ যুগল॥
ছেদিতে অরির শির অব্যর্থ সে তীর।
পড়িল অবণীতলে রক্ষকুল বীর॥
শুনিয়া অমরগণ তাহার মরণ।
আইল বিমান পরে করি আরোহণ॥
করিছে দুন্দুভি ধ্বনি বরষিছে ফুল
কহি নাথ আজি গেল হৃদয়ের শূল॥
প্রয়োগ করিছে বহু আশীষ বচন।
জয়তি জয়তি মন্ত্র করি উচ্চারণ॥
রথী হীন রথ তবে করি দরশন।
হইল কৈটভ জাম্য কোপে নিমগন॥
করিয়া আইল ঘোর গভীর গর্জ্জন।
বাহুবলে কৈল এক ভূধর ক্ষেপন॥
সুবাহু সন্ধানি শর শৈল নিবারিল।
কাটিয়া অরির ভুজ ভূতলে ফেলিল॥
ছিন্নকর নিশাচর পশারি বদন।
করিল সুবাহু আগে বেগে আগমন।
শ্রবণ পর্য্যন্ত গুণ করি আকর্ষণ।
সুবাহু করাল শর করিলা যোজন॥

সেই বাণে রিপু শির ছেদন করিলা।
দ্রুতগতি সুরপতি তখন আইলা॥
জুড়িয়া যুগল কর অতি অনুরাগে।
প্রেমরস পক্ক বাক্য কহিবারে লাগে॥
সনাথ করিলে তুমি সুরে মম সনে।
আমি যোগ্য নহি তাত তোমার স্তবনে॥
রামানুজে হেরি তবে দেব সুরপতি।
ভূমি তলে লুঠি শির করিলা প্রণতি॥
করিয়া বিনয় স্তব ত্রিদিব ঈশ্বর।
বহু আশীর্ব্বাদ দিলা প্রসন্ন অন্তর॥
তথা হতে সুরেশ্বর সুরকুল সনে।
আইলা অযোধ্যাপুর যজ্ঞের ভবনে॥
কহিলা সভার মাঝে যুদ্ধ বিবরণ।
সকল যোদ্ধার নাম করিয়া গ্রহণ॥
শত্রুঘ্ন করিলা দুই নগর স্থাপন।
রাজ্যভার সুত দ্বয়ে করিলা অ ণ॥
মথুরা একের নাম জানে ত্রিভুবন।
ভিন্ন বিশ্ব বলি যারে বেদের বর্ণন॥
প্রথম তনয় রূপে বুদ্ধিতে বিশাল।
সুবাহু যাহার নাম খ্যাত মহীপাল॥
স্থাপিয়া পশ্চিমে এক পুরী মনোহর।
রাজ্যভার দিলা লঘু সুতের উপর॥

উভয় তনয়ে রাজনীতি বুঝাইলা।
আপনার সঙ্গে যূপকেতুরে লইলা॥
আশীর্ব্বাদ দিয়া করি রাজ্য সমর্পণ।
নৃপমণি গেলা তবে বিজয় কারণ॥

অথ লব কুশের সহিত শত্রুঘ্নের যুদ্ধ।

ঘোটক দক্ষিণ দিকে করিল গমন।
বাজাইল নানা বাদ্য বাদ্যকারগণ॥
ভূপতি আদেশে রহে মন্ত্রীসুত সঙ্গে।
উত্তরিল সব বল যমুনা তরঙ্গে॥
রবিতনয়ার পদে করি প্রণিপাত।
চলিল রাঘব চমূ ঘোটক পশ্চাত॥
হইল সকল সুর আনন্দিত মন।
চতুর অঙ্গিনী সেনা করি বিলোকন॥
আইলা বাল্মিকী বনে সুমিত্রা নন্দন।
নিবিড় কানন মুনিবর নিকেতন॥
অসীম বিক্রম সীতা-কুমার যুগল।
যাদের প্রচণ্ড সূর্য্য সম বাহুবল॥
মহাবল দুই বীর ঘোটক দেখিল।
তাহার ললাট বদ্ধ পত্রিকা পড়িল॥

কটিতে কষিয়া তূণ করে ধনু তীর।
বসিল যুদ্ধের হেতু দুই মহাবীর॥
সহিত হাজার ষাট শূরের অগ্রণী।
আইলা তথায় রঘু-কুল শিরোমণি॥
তরু শাখাবদ্ধ অশ্বে করি বিলোকন।
বালক জানিয়া কোপ কৈলা সম্বরণ॥
কহিলা ঘোটকে ছাড়ি করহ গমন।
ধন্য পিতা মাতা যার এহেন নন্দন॥
শত্রুঘ্নের বাক্য তবে করিয়া শ্রবন।
ধরাসুতা সুত হাসি কহিল বচন॥
আরোহি সমরে ভিক্ষা কেনহে মাগিলা।
বিমল ক্ষত্রিয় কুলে কলঙ্ক রাখিলা॥
কাপুরুষ মত রণ করিয়া বর্জ্জন।
করিলা ক্ষত্রিয় কুলে কলঙ্ক লেপন॥
নাহি বল তবে কেন তুরঙ্গে ছাড়িলে।
নির্ব্বীর ভূতল কিসে হইল জানিলে॥
কটুক কঠোর বাক্য শুনিয়া তখন।
দণ্ডিতে শিশুরে করে সেনানী প্রেরণ॥
হাস্য করি ছাড়ে লব একবারে শর।
সেনানী সৈনার সনে হইল জর্জ্জর॥
অনেক ভূতলে পড়ে ত্যজিয়া জীবন।
রহিল সমরে লিপ্ত কোন কোন জন॥

কেহ আসি বিবরণ কহে শত্রু ঘ্নে।
পরাজিত তব বল রণে শিশু সনে ॥
রহিয়াছে রণস্থলে জিনিয়া সংগ্রাম।
ধরিয়া বাজিরে শিশু-যুগ বলধাম ॥
হইলা শত্রুঘ্ন শুনি কুপিত অন্তরে।
নিজসেনা সহ গেলা অরি বধ তরে ॥
আসিয়া হেরিলা দুই শিশু মনোহর।
রাজিতেছে রণরঙ্গে সমর ভিতর ॥
শিশুবধ লাগি কোপ করিলা অপার।
লজ্জা আসি কোপ স্থান কৈল অধিকার ॥
কহিলা বালকে তবে মধুর বচন।
বালক মরালযুগ করহ শ্রবন ॥
উত্থিত দারুণ কোপ এখন ত্যজিয়া।
আমাদের যজ্ঞ অশ্ব দাওগো ছাড়িয়া ॥
যজ্ঞ দেখিবারে চল মোদের ভবন।
করিবে সফল জন্ম শ্রীরঘু নন্দন ॥
শিশু কহে কিবা নাম কোথা নিকেতন।
সসৈন্যে বিপিনে কেন করিছ ভ্রমন ॥
ছাড়িব ঘোটকে মোরা কিসের কারণ।
নাহি ভয় কেন পত্র করিলে বন্ধন ॥
নাহিক পৌরুষ কিম্বা বিক্রম শরীরে।
খুলি দেহ জয়-পত্র ত্যজিব বাজিরে ॥

শুনিয়া সে বাক্য কটু অতি লজ্জাকর।
কহিলা শত্রুঘ্ন শিশু এবে অস্ত্র ধর॥
শিশু কহে নৃপ কিবা দেখাইছ ভয়।
কেশরী কি ক্ষুদ্র মৃগ রবে ভীত হয়॥
এত কহি ধনুঃশর গ্রহণ করিল।
সবিনয়ে মুনিপদে উদ্দেশে বন্দিল॥
ভাঙ্গি রথ করে বধ সারথি তুরঙ্গে।
প্রহারে অশঙ্খশর রিপু সর্ব্ব অঙ্গে॥
মূর্চ্ছিত করিয়া ভূপে কটকে বধিল।
গৃধ্রগণ আসি মাংস খাইতে লাগিল॥
একে একে সব যোধে করিল বিনাশ
লবকুশ দুইভাই রিপুকুল ত্রাস॥

ভগ্নদূত কর্ত্তৃক শ্রীরাম সমীপে শত্রুঘ্নের পরাজয় বৃত্তান্ত কথন ও যুদ্ধার্থ লক্ষ্মণের গমন।

ভগ্নদূত আসি তবে অযোধ্যা নগর।
দাঁড়াইল যথা ছিল দেব রঘুবর॥
পুছিলা বৃত্তান্ত ভানুকুলের নন্দন।
রিপু গুণগ্রাম দূত করিল বর্ণন॥

দুই শিশু মুনি-সুত কটকে বধিল।
শত্রুঘন আদি বীর সকল পড়িল॥
শুনি রাম দুই শিশু মুনির কুমার।
ব্যথিত অন্তর করে আদেশ প্রচার॥
সত্বর লক্ষণ এবে করহ গমন।
করিবারে শত্রুজয় অশ্ব বিমোচন॥
না করিবে মুনি-সুত নিধন সাধন।
কিম্বা নাহি করিবে হে তাদেরে বন্ধন॥
বিপ্রের বন্ধন নহে শাস্ত্রের লিখন।
করিবে তাদেরে ধরি পুরে আনয়ন॥
চলিলা লক্ষণ সঙ্গে সৈন্য অগণন।
সত্বর পশিলা বনে সমর অঙ্গন॥
কহে যাহ লয়ে প্রাণ মুণির বালক।
দিনকর বংশ দেব দ্বিজের পালক॥
শীঘ্র হও তাত মম আঁখির অন্তর।
তোমাদেরে হেরি কোপে জ্বলে কলেবর॥
লক্ষ্মণের বাক্য শুনি হাসে কুশ বীর।
হইল কুপিত অতি লব রণধীর॥
অনুজে বিলোকি বাক্য শ্রবন করিয়া।
ধনুকে সন্ধানে বাণ করেতে ধরিয়া॥
বেশ হেরি মুনি-শিশু জানিলা লক্ষ্মণ।
বুঝি আপনার কুল দোলায়িত মন॥

বিচারি দেখিলা আর নাহিক উপায়।
বধিব তোদেরে বলি বাণে নভ ছায়॥
শাণিত শায়ক কুশ করিল সন্ধান।
হইলা ব্যাকুলা মহী শেষ কম্পবান॥
ছুটিল বিশিখ সব আচ্ছাদি গগন।
দশ দিক অন্ধকার হইল তখন॥
রিপুরে প্রবল দেখি সকোপ লক্ষণ।
কুশের সম্মুখে রথ করিলা স্থাপন॥
বাণে বাণ কাটাকাটি হইতে লাগিল।
খগরাজ রণে নানা কৌতুক হইল॥
ঝপটি লক্ষণ গদা কুশে প্রহারিল।
মূর্চ্ছিত হইয়া কুশ ভূতলে পড়িল॥
অগ্রজে মূর্চ্ছিত তবে করি দরশন।
ধাইয়া আইল লব করিয়া গর্জ্জন॥
লক্ষণ মারিলা শর তার বক্ষঃস্থলে।
বলের আধিক্য হেতু না পড়ে ভূতলে॥
মল্ল যুদ্ধে দুই বীর প্রবৃত্ত হইল।
তুল্য যুদ্ধ করে কেহ হার না মানিল॥
বিবিধ কৌশল করে পরাজয় তরে।
ভূমিতলে পড়ি পুন উঠি যুদ্ধ করে॥
বিপুল শত্রুর বল করি বিলোকন।
খরারি কোশলাধিপে করিয়া স্মরণ॥

রামানুজ লবে বাণ করিলা প্রহার।
পড়িল ভূতলে লব করিয়া চীৎকার॥
জননী প্রভাবে আর মুনি দত্ত বরে।
সংজ্ঞা লভি কুশবীর উঠিল সত্বরে
অনুজে কাতর অতি জানিয়া তখন।
গ্লানিযুত মনে চলে উদ্ধার কারণ॥
যায় বীরবর হেরি সুমিত্রা নন্দন
আইলা সম্মুখে করি ধনুক ধারণ॥
যেই শরে মেঘনাদে বধিলা লক্ষণ।
কাটিয়া বালক তাহা করে নিবারণ॥
হইলা লক্ষ্মণ বীর বিস্মিত বিকল।
নিরখি বালক-অরি অজেয় সবল॥
সীতাত্যাগ হেতু শোক হৃদে উথলিল।
কিমতে ত্যজিবে প্রাণ তাহাই ভাবিল॥
মুনিদত্ত শর কুশ করিয়া গ্রহণ।
মন্ত্রপূত করি তাহা করিল প্রেরণ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল এ তিন ভুবনে।
যার লাগে সেই শর না রহে জীবনে॥
বিখ্যাত মোহন অস্ত্র সুন্দর বিধানে।
বিরিঞ্চি শঙ্কর বিষ্ণু যাথে যার মানে॥
লক্ষণ হৃদয়ে কুশ করিল প্রহার।
পড়িলা লক্ষণ ভূমে সংজ্ঞা নাহি আর॥

অথ শ্রীরামের সমীপে দূত কর্ত্তৃক লক্ষণের পতন সংবাদ কথন ও যুদ্ধার্থ ভরতের গমন।

হত অবশেষ সৈন্য করি পলায়ন।
অযোধ্যা নগরে, গিয়া কহে বিবরণ॥
সমর বৃত্তান্ত সব করিল বর্ণন।
যেমতে ভূমিতে পড়ে সুমিত্রা-নন্দন॥
যেমতে হইল সব কটক নিধন।
বিস্তারিয়া ভগ্ন-দূত করিল কীর্ত্তন॥
বয়সে কিশোর দুই শিশু মনোহর।
তব প্রতিবিম্ব যেন অমর প্রবর॥
রচি কাক-পক্ষ শিরে করেছে ধারণ।
সৌন্দর্য্য কহিতে নারি কমললোচন॥
ভরত জুড়িয়া কর, কহিলা তখন।
সময় উচিত অর্থ-বহুল বচন॥
সীতা ত্যাগ ফল দিল বিধাতা এখন।
কর দরশন প্রভু অদৃষ্ট লিখন॥
অনুজ পতনে তুমি বিষণ্ণ হৃদয়।
আজ্ঞা দেহ সাজিবারে রথ গজ হয়॥
হেথায় রহুক যজ্ঞ করি গিয়া রণ।
দশানন দর্পহারি বালক দুজন॥

ভরতের তীব্র বাক্য শুনি লজ্জাকর।
আদর করিলা তাঁরে প্রভু রঘুবর॥
প্রথমত সখাগণে ডাকিয়া লইলা।
হনুমান অঙ্গাদাদি সকলে আইলা॥
জাম্ববান কপিরাজ নল বিভীষণ।
মহাবল কপি নীল ভূষণ সগণ॥
কহিলা ভরতে রাম করহ গমন।
অরি জিনি রণে আন শত্রুঘ্ন লক্ষণ॥
বিশাল কটক সহ ভরত চলিল।
যাইবার কালে হৃদে জ্বালা উপজিল॥
শোণিতের নদী হেরি গিয়া রণাঙ্গন।
ভীত বীর জয় আশা করিল বর্জ্জন॥
হেন কালে সীতাসুত দুই বীরবর।
ধনুঃ শর করে পশে সৈন্যের ভিতর॥
তাদেখে ভল্লুক কপি হেরি পায় ভয়।
কহিল তখন বাক্য মারুত তনয়॥
তোমাদের মাতা পিতা ধন্য অতিশয়।
ভবনে গমন কর শুন শিশুদ্বয়॥
যদি রণভূমি ছাড়ি না কর প্রয়াণ।
ছেদন করিবে শির ভরত কৃপাণ॥
শুনি লব কহে যাও নিজ নিকেতন।
সমর-কাতরে মোরা না করি নিধন॥

কহিলা ভরত করি সে বাক্য শ্রবণ।
বালক প্রস্তুত হও যুদ্ধের কারণ॥
দন্ত কড় মড়ি কপি ভালুকের গণ।
লইল প্রকাণ্ড তরু করি উৎপাটন॥
একবারে অরি পরে সকলে ছাড়িল।
তিলতিল কাটি লব ভূতলে ফেলিল॥
নিমেষে রিপুর শর করিলা বিফল।
রণস্থলে ব্যর্থ হ'ল বিক্রম সকল॥
ক্রোধ ভরে করি লব বাণ সুসন্ধান।
বীরে মারে, গজে পাড়ে, বধিয়া পরাণ॥
পড়ে গজ বাজি বীর ভূমির উপর।
বহিল রুধির নদী বেগ খরতর॥
আকর্ণ করিয়া লব ধনু আকর্ষণ।
রিপু ঘোর জলনিধি করিল মন্থন॥
অব্যর্থ লবের শর যাহারে লাগিল।
চীৎকার করিয়া সেই পরাণ ত্যজিল॥
কোথাও কুঞ্জর পুঞ্জ ভূতলে পড়িয়া।
ছটফট করে রক্ত পড়িছে বহিয়া॥
শরাঘাতে পলায়িত বীর মরিতেছে।
নাহি যাও স্থির রহ রব উঠিতেছে॥
যূথপ বানর-বল সেনানী সহিত।
পড়িতেছে ভূমিতলে হয়ে দ্বিখণ্ডিত॥

বিপুল শোণিত নদী উথলে তখন।
খর ধারে মৃত দেহ করিয়া বহন॥
যোগিনী পিশাচ ভূত করিছে নর্ত্তন।
মাংসভোজী পাখী মাংস করিছে ভে জন
করাল কঙ্কের পাল সহ গৃধ্রগণ।
খায় মেদ মাংস রক্ত প্রমুদিত মন॥
তথা সিদ্ধ প্রেত আদি সমাজ শোভিছে।
ঘন ঘন অট্ট হাস্য করিয়া নাচিছে॥
ডাকিনী সাঁকিনী আদি সানন্দ অন্তরে।
লভিয়া প্রচুর ভোজ্য পুরিছে উদরে॥
দুই করে শব শির ধরিয়া কালিকা।
শোভিতেছে প্রেতসহ নৃমুণ্ডমালিকা॥
লয়ে যত অন্ত্র কণ্ঠে করিছে ধারণ।
করিছে শোণিত দ্বারা উদর পূরণ॥
লইয়া গজের চর্ম্ম করি পরিধান।
করিছে শিবের ভূত শিব যশ গান॥
এক করে করী কর অপরে কপাল।
নাচিছে ধারণ করি করাল বেতাল॥
হাসিতেছে করি পান রুধির প্রবাহ।
হরে, হরে, কিবা এই বীভৎস উৎসাহ॥
পরস্পর রঘুকুল করিতেছে রণ।
দারুণ যুদ্ধের বাঞ্ছা করিয়া পূরণ॥

কুঞ্জর তুরগ নর ভালুক বানর।
পড়িতেছে হেথা সেথা ভূমির উপর॥
সোদর যুগল করি বিষম সংগ্রাম।
জিনিলা রাঘব বল মহাবল ধাম॥
জানিয়া বিধিরে বাম নৃপ সৈন্যগণ।
আইল ভরত পাশে করি পলায়ন॥
আহত জীবিত যত ভালুক বানর।
লব কুশ বাণ ভয়ে ত্রাসিত অন্তর॥
জাম্ববান কপিরাজ সেনানী ডাকিল।
হনুমান অঙ্গদাদি শুনিয়া আইল॥
বিভীষণ সনে সবে মন্ত্রণা করিল।
উভয় ভূপতি সেনা একত্র হইল॥
সকল ভালুক কপি আসিয়া জুটিল।
প্রভুর মহিমা তারা কিছু না জানিল॥
কুশ কহে শুন অহে বালির কুমার।
তব পরিচয় জানে এ তিন সংসার॥
পিতৃবধ সাক্ষি পরে দিলে জননীরে।
সঘনে হানিলে বাজ মাথায় লাজেরে॥
সমর মাঝারে আজি যে ফল লভিবে।
কলঙ্ক সমাজ ছাড়ি অন্যত্র যাইবে॥
শুনিয়া অঙ্গদ হৃদে কোপ উপজিল।
লইয়া পর্ব্বত এক কুশে প্রহারিল॥

আসিছে প্রচণ্ড গিরি করি নিরীক্ষণ।
বাণাঘাতে কুশ তারে করিল ছেদন॥
অঙ্গদ হৃদয়ে গর্ব্ব অপার আছিল।
দর্পহারী প্রভু তাহা বিচূর্ণ করিল॥
পুনরপি কুশবীর বাণ চালাইল।
সনীল অঙ্গদ তবে আকাশে উঠিল॥
যূথে যূথে পুন কপি আসিতে লাগিল।
হেরি বাছি বাছি বাণ কুশ প্রহারিল॥
চতুর্দ্দিক শর বাধা নারে পলাইতে।
বায়ু বেগে পত্র যথা অস্থির ভূমিতে॥
কখন ভূমির পর কখন গগনে।
পড়িয়া বিপাকে ডাকে বিপদ ভঞ্জনে॥
কহে ছিল গর্ব্ব হৃদে কৃপায় নিধান।
তুমি দর্পহারী প্রভু নাহি ছিল জ্ঞান॥
সনীল অঙ্গদে কুশ বিদ্ধ করি বাণে।
কাতর দেখিয়া হাসি না মারিল প্রাণে॥
ভরত সম্মুখে আসি উভয়ে পড়িল।
সে দশা হেরিয়া প্রভু বিকল হইল॥
জাম্ববান হনুমান সুগ্রীব কপীশ।
গিরিতরু ধরে করে সঙ্গে বহু কীশ॥
হাস্য করে কুশ কপি ভালুকে দেখিয়া।
অগ্রজেরে কহে তবে কথা বুঝাইয়া॥

সমরে জিনিব আজি ভরতে নিশ্চয়।
ভালুক বানরে অগ্রে করি পরাজয়॥
যে কার্য্য করিল দুই রাঘব নন্দন।
নিগম শারদা শেষ অসাধ্য বর্ণন॥
নগেন্দ্রনন্দিনি শুন সেই আচরণ।
সমরে পড়িল কপি-শূর অগণন॥
বিরাজে বালক যুবা সমর অঙ্গনে।
নিরখি ভালুক কপি বিলজ্জিত মনে
হেরিয়া ভরত সব চমূর সংহার।
লবের হৃদয়ে বাণ করিল প্রহার॥
পড়িল মূর্চ্ছিত লব ভূমির উপর।
সংজ্ঞা মাত্র নাহি তার নিতান্ত কাতর
তাহা দেখি কুশ অতি কুপিত হইল।
চাপে গুণ দিয়া বাণ সংহার এড়িল॥
শ্রবণ পর্য্যন্ত টানি ধনুক প্রবীর।
ভরত হৃদয়ে মারে একশত তীর॥
ঘটিল তখন যুদ্ধ বিবিধ প্রকার।
সমর কুশল দোঁহে বিক্রমে অপার॥
ভরত করিল রণ-ভূমিতে শয়ন।
করিল লবেরে কুশ হৃদয়ে ধারণ॥
স্মরিল জননী গুরু দেবের চরণ।
মূর্চ্ছা ত্যজি লব বীর উঠিল তখন

সম্বাদ লইতে দূত আসিয়া ত্বরিত।
দেখিল ভরত সৈন্য সমরে শায়িত॥
বহিছে শোণিত নদী দেখি লাগে ভয়।
ভাসিয়া যাইছে তাহে রথ গজ হয়॥
খর স্রোতস্বতী সেই অতি ভয়ঙ্করী।
করাল দশনা শুন উরগের অরি॥
ভাসি উঠি মৃত কেহ পুন ডুবিতেছে।
চর্ম্ম হেরি মনে হয় কচ্ছপ ভাসিছে॥
মকর কুম্ভীর সম অশ্ব গজ যায়।
দূর হতে হেরি মন যাইতে না চায়॥
লহরে লহরে বীর যাইছে ভাসিয়া।
আহত সৈনিক আছে তীরে লপটিয়া॥

অথ ভরতের পরাজয় সংবাদ লইয়া দূতের অযোধ্যায় আগমন ও শ্রীরামচন্দ্রের যুদ্ধে গমন।

কোশল নগরে দূত ফিরিয়া আইল।
সব সমাচার তবে রামে শুনাইল॥
শুনিয়া চরের বাক্য প্রভু দুখ পায়।
ত্যজি যজ্ঞ আপনার কটকেরে লয়॥

চলিলা সকোপ রাম কৃপাল উদার।
পহুছিলা তথা যথা সেনার সংহার॥
মুনির বালকে হেরি পরম সুন্দর।
ডাকিলা নিকটে শির নমি রঘুবর॥
পুছিলা তাদেরে কহ পিতৃ মাতৃ নাম।
কোন্ দেশে গ্রামে বাস জিনিলা সংগ্রাম।
মুনি সুত কহে অস্ত্র করহ ধারণ।
সুজনের মত প্রশ্ন কর কি কারণ॥
যুদ্ধ করিবারে আসি হইলে কাতর।
বর্জ্জন করিয়া শোক করহ সমর॥
তাহাদের কটুবাক্য করিয়া শ্রবণ।
কহিলা মধুর স্বরে কমললোচন॥
কোন্ বংশে জাত তাত কিবা নাম ধর।
না জানি সুন্দর দেহে না মারিব শর॥
কুশ কহে শ্রীজানকী আমাদের মাত।
পালক বাল্মিকী ঋষি অসময় ত্রাত॥
অদ্যাপিও পিতৃকুল নহে অবগতি।
ধরি লব কুশ নাম শুন রঘুপতি॥
শুনি কথা মনে রাম রাখিলা গোপন।
কহে ভাল নহে কভু শিশুর নিধন।
সুভট সমূহ মম আসিবে এখন।
তোমাদের সনে তারা করিবেক রণ॥

এত কহি প্রভু নীল অঙ্গদে উঠায়।
জাম্ববান সুগ্রীবেরে চেতন করায়॥

ত্রিপদী।

কপিরাজ জাম্ববানে, বালি বীর সুসন্তানে,
বিভীষণ রাক্ষস প্রধানে।
দ্বিবিদ ময়ন্দ নীলে, হনুমান শুভশীলে,
আর যত কপি বলবানে॥
পরশিয়া পদ্ম করে, সবে গত-পীড় করে,
কহে হাসি শ্রীরঘুনন্দন।
ভরতাদি সেনাগণ পড়ে সহ শ্রীলক্ষ্মণ,
যাঁরা খল মদের গঞ্জন॥
রাবণাদি নিশাচরে, যাহারা সংহার করে,
শৌর্য্য বীর্য্যে অবনী মণ্ডন।
তাপস বালক সনে, প্রবেশিয়া মহারণে,
ভূমিতলে করিল শয়ন॥
রাঘবের বাক্য শুনি, ধায় কপি বীরমণি,
গিরিতরু করিয়া ধারণ।
পর্ব্বত নিক্ষেপ করি, দুই মুনি সুতোপরি,
পুনরায় আরম্ভিল রণ॥

সাবধানে ধনুর্ব্বাণ, ধরি লব বলবান,
প্রবেশিল সমর অঙ্গনে।
দারুণ কোপের বশ, কহে বাক্য সুকর্কশ,
নিশাচর পতি বিভীষণে॥
এক পিতা হ'তে দুই বন্ধু জনমিলে।
ভ্রাতারে বিপদ্‌কালে ত্যজিয়া আইলে॥
মিলিয়া অরির সনে গুপ্ত বিবরণ।
কহি করাইলে তুমি বন্ধুর নিধন॥
বৃথা তব গর্ভ বাস তুমি পাপাচার।
একমাত্র সেবনীয় কলুষ তোমার॥
সাগর মাঝারে গিয়া মরহে ডুবিয়া।
কিংবা ত্যজ পাপ-তনু গরল খাইয়া॥
আমার সম্মুখে আসি সমর ভূমিতে।
নাহি লজ্জা হয় তব গাল বাজাইতে॥
অবিলম্বে হও তুমি আঁখির অন্তর।
নতুবা নিকট মৃত্যু জান নিশাচর॥
শুনি কোপে গদা করে ধরে বিভীষণ।
খণ্ড খণ্ড করে লব করিয়া ছেদন॥
কোপে, সাত বাণ মারে তাহার উপর।
নিবারিতে নারে রক্ষ কাঁপে কলেবর॥
পতনের কালে এক শূল চালাইলা।
তড়িল্লতা সম লব শরীরে পশিলা॥

শূল দূর করি তবে দুই সহোদর।
ঋক্ষ কপি লক্ষ্য করি দর্পে ছাড়ে শর॥
কপিরাজ জাম্ববান মূর্চ্ছিত হইল।
বিলাপ অঙ্গদ হেরি করিতে লাগিল॥
যেই গিরি তরু রণে কপি ছাড়িতেছে।
রজ সম করি লব কুশ কাটিতেছে॥
বাণাঘাতে ঋক্ষ কপি জর্জ্জর করিল।
যাহারে উচিত যথা তথা ফল দিল॥
রঘুপতি প্রতি তবে হল ধাবমান।
বীরের অগ্রণী সীতা সুত বলবান॥
মাঝেতে অঙ্গদ বীর করি দরশন।
আগুলিল গিরি তরু করি উৎপাটন॥
ছাড়িল পর্ব্বত দুই প্রবীর বানর।
যথা বীর-রস মত্ত মাতঙ্গ প্রবর॥
কিছু মাত্র পীড়া লব কুশের নহিল।
গজের উপরে যেন মশক চড়িল॥
বাণাঘাতে গিরি তরু ভূতলে পাড়িয়া।
ঋক্ষ কপি পতি আগে আইল ধাইয়া॥
হেরি জাম্ববানে কহে সুগ্রীব তখন।
কপিরাজ মম বাক্য করহ শ্রবণ॥
জিনিয়াছি এ শরীরে কত শত রণ।
বধিয়াছি অগণিত অরির জীবন॥

ত্রিভুবন জয়ী এই যুগল কুমার।
এদেরে জিনিবে রণে হেন সাধ্য কার॥
চলহ ত্যজিব প্রাণ এ ঘোর সমরে।
অজেয় নাহিক কেহ জগত ভিতরে॥
আইল বিবিধ বলী ভালুক বানর।
হেরিয়া সন্ধান লব করে চাপে শর॥
সুগ্রীব হৃদয়ে গিয়া লাগিল শায়ক।
হটিল যোজন শত কপির নায়ক॥
কোপভরে কুশ বীর অগ্রসরি রণে।
আরম্ভিলা মল্লযুদ্ধ জাম্ববান সনে॥
নিজ বলে জাম্ববানে ভূমে পছাড়িয়া।
বান্ধিল তাহারে দুই করেতে ধরিয়া॥
মারুতি অঙ্গদে পরে যাইয়া বান্ধিল।
লইয়া অশ্বের পাশে তাদেরে রাখিল॥
তাদের রক্ষার তরে লবেরে রাখিয়া।
প্রভুর উদ্দেশে বাণ দিল চালাইয়া॥
দেখিলা রথের পরে শ্রীপতি শয়ান।
লজ্জিত হইয়া বীর আইল স্বস্থান॥
নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র সুপট ভূষণ।
সঙ্গে লয় অশ্ব ঋক্ষ পবন-নন্দন॥

অথ বন্ধন দশাপ্রাপ্ত সুগ্রীবাদির দর্শনে জানকী দেবীর বিলাপ ও শ্রীবাল্মীকির রঘুনাথ সমীপে গমন, প্রভুর মূর্চ্ছাত্যাগ ও সীতা দেবীর পাতালে প্রবেশ।

ত্রিপদী।

অস্ত্র শস্ত্র হয় পট, লক্ষে ঋক্ষ সুমর্কট,
লবকুশ গেল নিকেতনে।
জননী চরণে শির, নমি রণজয়ী বীর,
দিল ভেট যত সুভূষণ॥
ভালুক বানরে জানি, অলঙ্কারে অনুমানি,
ভূসুতা পড়িলা ভূমিপরে।
হেনকালে তপোধন, আসি দিয়া দরশন,
প্রবোধিলা বিনয় আদরে॥
ত্বরা করি হনুমানে, মুক্ত করি জাম্ববানে,
সীতা দেবী কহিতে লাগিলা।
সলক্ষ্মণ শত্রুঘনে, শ্রীভরতে সেনা সনে,
রঘুপতি রণে পাঠাইলা॥

সুতকর্ম্ম প্রতিকূল, কৈল কলঙ্কিত কুল,
সুখী বিধি বিধবা করিয়া।
সবে ত্যাগ কর শোক, যাব আমি পতিলোক,
প্রভু সনে অনলে জ্বলিয়া॥
জানকী বিলাপ বাণী, শুনি মুনি মহাজ্ঞানী,
লব কুশ সহ চলে বন।
শিশুদ্বয় রণাঙ্গন, সবিস্ময় বিলোকন,
করি হাসে দোলায়িত মন॥
করি রথ নিরীক্ষণ, চিনি কৃপানিকেতন,
গুরু পদে বালক পড়িল।
তবে মুনি রঘুবরে, বসাইলা রথ পরে,
সুতযুগ অগ্রে দাঁড়াইল॥
মন্ত্র সুধা বিতরণ, করে মুনি তপোধন,
জাগে রায় ভয়-নিবারণ।
হাসি করে উন্মীলন, পদ্মায়ত দ্বিলোচন,
করে ঋষি হৃদয়ে ধারণ॥
অতি সুখ পায় মুনি প্রভুরে হেরিয়া।
পুনঃ পুনঃ নিজ ভাগ্য কহে বাখানিয়া॥
যেমতে আনিলা বনে সীতারে লক্ষ্মণ।
সে প্রসঙ্গ মুনিরাজ করিলা বর্ণন॥
জানাইলা লব কুশ জন্ম বিবরণ।
সাক্ষী করি রবি শশী শিব পদ্মাসন॥

তবে প্রভু দুই সুতে হৃদয়ে লইলা।
সুধা বৃষ্টি স্মর করি সেনা জিয়াইলা॥
ভরত আদিক সবে জাগিয়া উঠিল।
লক্ষ্মণ জানকী পাশে যাইতে চাহিল॥
তাঁরে ডাকি কহে রাম রাজীব লোচন।
আমার আদেশ ভাই করহ শ্রবণ॥
সীতা সনে মম এবে না হবে মিলন।
একথা তাঁহারে তুমি করহ জ্ঞাপন॥
শুনিয়া লক্ষ্মণ গিয়া সীতারে বন্দিলা।
রামের কুশল কহি বহু বুঝাইলা॥
হরি ইচ্ছা সীতা মনে এ ভাব হইল।
অনন্ত সহস্র শির আসি দেখা দিল॥
রতনে নির্ম্মিত দিব্য সিংহাসন পরে।
বসাইয়া ত্রিভুবন রমারে সাদরে॥
ঝটিতি পাতাল তলে করিলা গমন।
কার সাধ্য এ মহিমা করিবে বর্ণন॥
দাঁড়াইয়া এ চরিত লক্ষ্মণ হেরিল।
দর বিগলিত ধারা নয়নে বহিল॥
এ বৃত্তান্ত শুনি প্রভু হৃদে বিচারিলা।
আমার মনের ভাব জানকী বুঝিলা॥

অথ শ্রীভগবানের অযোধ্যায় পুনরাগমন ও যজ্ঞ সমাপন।

সুত সহ পুরে প্রভু করি আগমন।
সম্পূর্ণ করিতে যজ্ঞ নিবেশিলা মন॥
ব্যবস্থা করয়ে সুর যজ্ঞে যে যে বিধি।
কোটি কোটি মতে তাহা করে কৃপানিধি॥
কোটি কোটি ধেনু ধান ধরণী রতন।
দিলা প্রভু সঙ্খ্যা তার করে কোন জন॥
বিদায় করিলা তবে যত মুনিগণ।
করাইয়া নানা দ্রব্য তাঁদেরে ভোজন॥
জনকে বিদায় দিলা করিয়া পূজন।
গুরু পূজি পাদোদক করিলা গ্রহণ॥
শতানন্দ জনকের করি অনুগতি।
আসিয়া বসিলা প্রভু ব্রাহ্মণ সংহতি॥
লক্ষ লক্ষ বর ধেনু পূজিয়া ব্রাহ্মণে।
প্রদান করিলা দেব আনন্দিত মনে॥
করিলা তাপস সাধু ভবনে প্রয়াণ।
তাঁদেরে অমিত সুখ দিলা ভগবান॥

অথ ব্রহ্মার আদেশে যমরাজের মুনিবেশে অযোধ্যায় আগমন, শ্রীরাম যম সংবাদ, দুর্ব্বাসার আগমন।

আসিয়া নগরবাসী রাজ নিকেতন।
আনন্দে করয়ে সবে পুরাণ শ্রবন॥
স্থাবর জঙ্গম জীব যত চরাচর।
যাদের বসতি ছিল অযোধ্যা নগর॥
রাঘব প্রসাদে তারা যেই সুখ পায়।
সামান্য স্বর্গের সুখ তার তুলনায়॥
নন্দন কানন সুখ ছাড়ি সুরগণ।
ভুঞ্জিতে অযোধ্যা সুখ করে আগমন॥
হেন মতে গত করি অনেক বৎসর।
স্বধাম যাইতে ইচ্ছা করিলা ঈশ্বর॥
হইল আসন্ন কাল জানি পদ্মাসন।
নারদে ডাকিয়া তবে কহিলা বচন॥
আসিবে আপন ধাম খর-নিসূদন।
আনহ শমনে তুমি আমার ভবন॥
ধর্ম্মরাজে গিয়া মুনি সম্বাদ আনিলা।
বিরিঞ্চি রাঘব ধামে তাঁরে পাঠাইলা॥
তাপসের বেশ যম করিয়া ধারণ।
করিলা সত্বর রাম পুরে আগমন॥

তেজঃ পুঞ্জ কলেবর পরম সুন্দর।
কটিতটে মৃগ ছাল রূপ মনোহর॥
দ্বারের রক্ষক ছিলা আপনি লক্ষ্মণ।
নিজ অভিপ্রায় যম করিলা জ্ঞাপন॥
প্রভুরে অনন্ত গিয়া সম্বাদ কহিলা।
শ্রীরাম শুনিবামাত্র তথায় আইলা॥
মুনিরে নিরখি প্রভু করিলা প্রণাম।
সময় উচিত বাক্য কহি গুণধাম॥
অর্ঘ্য দান করি দিলা বসিতে আসন।
সুমধুর বাক্য মুনি করে উচ্চারণ॥
শুনহ সর্ব্বজ্ঞ কৃপাময় কোশলেশ।
আমি আসিয়াছি ধরি তাপসের বেশ॥
যে কথা হইবে রাম তব মম সনে।
সে পাবে বিনাশ যদি শুনে অন্যজনে॥
তারে শাপ দিব যেবা শুনিবে শ্রবণে।
যদি আসে হরিহর বিরিঞ্চি আপনে॥
সাবধানে কহে প্রভু লক্ষ্মণে তখন।
রাখ দ্বার যেন কেহ না আসে ভবন॥
কর সাবধানে মম আদেশ পালন।
যদি কেহ আসে তার নিশ্চয় মরণ॥
তাপস কহিল তবে মধুর বচন।
শুন শুন রঘুমণি দীনের শরণ॥

বিরিঞ্চি সম্বাদ সব করিয়া কীর্ত্তন।
পুনরপি শির নামি বন্দিলা চরণ॥
প্রভুর ইচ্ছায় ভাবী না হয় খণ্ডন।
আইলা দুর্ব্বাসা দ্বারে স্বভাব কোপন॥
লক্ষ্মণ তাঁহারে হেরি হয়ে অগ্রসর।
অনুরাগ সহকারে বিনয় বিস্তর॥
জিজ্ঞাসিলা মুনি কোথা রঘুকুল ঈশ।
যাইব তাঁহার পাশে শুনহ অহীশ॥
যদ্যপি ইহাতে কর বিঘ্ন উৎপাদন।
করিব সকল ভস্ম রাজ্য পুরজন॥
বজ্র সম মুনি বাণী শুনিয়া লক্ষ্মণ।
প্রভু পাশে জানি চলে আপন মরণ॥
দুই কর করি জোড় করে নিবেদন।
দুর্ব্বাসা আসিতে হেথা চাহে তপোধন॥
কহে রাম কেন ভাই অকার্য্য করিলে।
কাল কর্ম্মগতি কেন তুমি না বুঝিলে॥
রাখিলা বচন দিনকরকুলকেতু।
শুন খগপতি অন্য প্রসঙ্গের হেতু॥

অথ দুর্ব্বাসার ভোজন ও লক্ষ্মণের স্বধামে গমন।

ত্রিপদী।

কৃপার নিধান শুনি, আসিয়াছে মহামুনি,
কহে আন মম সন্নিধানে।
লক্ষ্মণ সত্বর গিয়া, কহে পদে প্রণমিয়া,
চল দেখিবারে ভগবানে॥
তেজোময় তপোধন, করি প্রভু বিলোকন,
রতন আসনে বসাইলা।
করি জল আনয়ন, প্রক্ষালিলা শ্রীচরণ,
পাদোদক ধারণ করিলা॥
কহে রাম নারায়ণ, জানি মোরে নিজ জন,
কর আজ্ঞা করিব পালন।
মুনি কহে রঘুপতি; আমি হে ক্ষুধার্ত্ত অতি,
বহুদিন না হ'ল ভোজন॥
নানা দ্রব্য তৃপ্তিকর, আনি দেব রঘুবর,
মুনিরে ভোজন করাইলা।
তুষ্ট হয়ে মুনি তবে ধরিয়া বিনয় স্তবে,
শুভ আশীর্ব্বাদ রামে দিলা॥

মুনিরে বিদায় করি, হেরিলা রাঘব হরি,
অতিশয় বিষাদ লক্ষণে।
শত্রুঘ্ন ভরত সনে, আর যত পুরজনে,
গেলা রাম দর্শন কারণে॥
নমি শির অনুরাগে, দাঁড়াইল প্রভু আগে,
কাঁপে হিয়া হেরিয়া বদন।
ভরতেরে বিবরণ, কহে তবে শ্রীরমণ,
বারিপূর্ণ পঙ্কজ নয়ন॥
গুরুর ভবনে গিয়া, মম নতি জানাইয়া,
আন হেথা তাঁহারে সাদরে।
প্রভু আজ্ঞা শিরে ধরি, রামানুজ রথে চড়ি,
গুরুদেবে আনিলা সত্বরে॥
গুরুদেব আগমন, রঘুবর দরশন,
করি উঠি পড়িলা চরণে।
সকল সম্বাদ শুনি, কাল জানি মহামুনি,
কহে কর বর্জ্জন লক্ষণে॥
লক্ষণ বিচারি মনে, কহে ধিক এ জীবনে,
রাম বিনা কিবা প্রয়োজন।
নমি পাদপদ্মে শির, আসি সরযুর তীর,
শ্যামজল করিলা দর্শন॥
জলে কটি ডুবাইয়া, নেত্র মুদি দাঁড়াইয়া,
কার ধ্যান চৈতন্য অখণ্ড।

জগত জীবন রাম, কহি জয় জয় রাম,
ভেদিলা আপনি ব্রহ্ম অণ্ড ॥
রামের চতুর্থ ভাগ ঠাকুর লক্ষণ।
সত্বরে রামের ধামে করিলা গমন ॥

অথ শ্রীভগবানের স্বধামে গমন।

শ্রীরাম ভরত শুনি ব্যাকুল হইল।
তাঁহাদের অনুরাগ সকল মিটিল ॥
প্রভু কহে যদি নাহি ত্যজি এ জীবন।
প্রাণাধিক অনুজের না পাব দর্শন ॥
করহ ভরত এবে সেই সুযতন।
যাহাতে করিতে পারি এ প্রাণ বর্জ্জন ॥
ভ্রাত তুমি কর সুখী রাজ্য পুরজন।
ভরত ভূতলে পড়ে করিয়া শ্রবণ ॥
যাইতে চাহিছে প্রাণ এদেহ হইতে।
লক্ষণ বিচ্ছেদে নাহি পারিছে রহিতে ॥
প্রভু কহে সুতগণে কর আনয়ন।
করিব তাদের অভিষেক সম্পাদন ॥
ভরত তনয় শীলচর যাঁর নাম।
তক্ষক নগর তাঁরে দিলা গুণধাম ॥
পুষ্কর দ্বিতীয় সুত গুণের নিধান।
পুষ্পবতীপুর তাঁরে করিলা প্রদান ॥

করেছিল আদি দৈত্য সে পুর স্থাপন ।
ভরতের পুত্রে দিল কৃপা নিকেতন ॥
লাক্ষণি অঙ্গাদ চিত্রকেতু বল ধীর ।
রূপ গুণধর উভে সুবোধ গম্ভীর ॥
দক্ষিণ দিকেতে বহু পিশাচ আছিল ।
তাদের বধিয়া রণে যে রাজ্য লইল ॥
লক্ষণ তনয়ে প্রভু সেই রাজ্য দিলা ।
তাঁহার বিভিন্ন নাম করণ করিলা ॥
অযোধ্যা ভূপতি রাম কুশেরে করিলা ।
শ্রুতির কথিত নীতি কহি শিক্ষা দিলা ॥
ভ্রাতৃসুত পরে দয়া রাম প্রকাশিলা ।
রাজনীতি হৃদিমাঝে স্থান নাহি দিলা ॥
নগর উত্তর হ'তে অধিক উত্তরে ।
যথা পরিপূর্ণ সুখ ঐশ্বর্য্য নিকরে ॥
তথা লব কুশ পুর হইল স্থাপন ।
প্রমত্ত মাতঙ্গ রথ অশ্ব অগণন ॥
নত হয় ঐরাবত করি দরশন ।
প্রভু বলি মানে যত দিকপালগণ ॥
নেহারি কুবের ইন্দ্র হয় সঙ্কুচিত ।
সে রাজ্য মহিমা কবি কহিতে শঙ্কিত ॥
সকল সন্তানি পরে দয়া প্রকাশিলা ।
প্রচুর ঐশ্বর্য্য প্রভু সবাকারে দিলা ॥

ভাণ্ডারে অমিত ধন সঞ্চিত আছিল।
যথাযোগ্য ভাগ করি সবারে অর্পিল॥
সব সুতে পরিতুষ্ট করি রঘুরায়।
নিজ নিজ অধিকারে করিলা বিদায়॥
ব্রাহ্মণ সকল আর যাচকের গণ।
দাতৃ-শিরোমণি রাম করি আনয়ন॥
রতন বসন ভূমি ধেনু ধন ধাম।
করিলা ব্রাহ্মণে দিয়া পরিপূর্ণ কাম॥
কহিল যাচক বৃদ্ধ অযোধ্যানিবাসী।
শুন প্রভু রঘুনাথ অজ অবিনাশি॥
জন্মভরি মোরা তব পদ অনুরাগী।
অন্তকালে যেন নাথ না হই অভাগী॥
মোদেরে লইয়া প্রভু যদি যাও সাথ।
হইব হে কৃপানিধি সকলে সনাথ॥
তাদের সপ্রেম বাণী করিয়া শ্রবণ।
কহে প্রভু অভিলাষ করিব পূরণ॥
সুগ্রীব সময় জানি আইলা তখন।
বালিসুতে রাজ্যভার করিয়া অর্পণ
ঋক্ষপতি জাম্ববান রক্ষ বিভীষণ।
নল নীল দ্বিবিদাদি রামগত মন॥
কোটী কোটী কীশ যারা দেব অবতার।
আইল তথায় যথা কৃপা পারাবার॥

সঙ্কেতে সম্বোধি প্রভু কহিলা তখন।
শত কল্প ভরি রাজ্য করহ শাসন॥
আমার এ সত্য বাণী করহ পালন॥
অমর নগর অন্তে করিবে গমন॥
জাম্ববানে কহে তবে কমললোচন।
দ্বাপর পর্য্যন্ত তুমি ধরহ জীবন॥
কৃষ্ণ রূপ ধরি আমি মিলিব তোমারে।
সমর ভূমিতে তুমি জানিবে আমারে॥
এত কহি তাহাদের মনে ধৈর্য্য দিলা।
আপনি সরযূতীরে গমন করিলা॥
দক্ষিণে ভরত বামে রিপু নিসূদন।
পশ্চাতে চলিল যত নাগরিক জন॥
গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দ বেদ হুতাশন।
নিজ নিজ রূপ ধরি চলে সুরগণ॥
মনোহর কলেবর সুপীত অম্বর।
নিজ পুর চরাচর জীব সুখকর॥
মোহন মুরতি ধরি করি আগমন।
যে কার্য্য করিলা শুন বিনতানন্দন॥
আইলা সময় জানি পবনকুমার।
কহিলা এ বাক্য তারে কৃপার আধার॥
যত দিন রবি শশী উদিবে গগনে।
ধর চিরদিন সুত তুমি এ জীবনে॥

যে জন করিবে বাছা তোমার সেবন।
তাহার অশেষ ক্লেশ হইবে খণ্ডন॥
ব্রহ্মারে কহিলা গিয়া সূর্য্যের নন্দন।
সরযূর তীরে জগন্নাথ আগমন।
শুনি চলে অজভব সনকাদি সনে॥
আর যত সত্যলোকবাসী মুনিগণে॥
আইলা বিবিধ যানে করি আরোহণ।
আকাশ অরুণ বর্ণ হইল তখন॥
জয় জয় জয় ধ্বনি গগনে উঠিল।
যে সুর যে বর মাগে সে তাহা পাইল॥
অসংখ্য বিমান তবে গগন ছাইল।
যেন গিরি ক্রমে উঠি নভ আচ্ছাদিলা॥
সুর চরাচরে করি দেবতনুধারী।
নিজে চতুর্ভুজ রূপ ধরিলা খরারি॥
সকলে বিমানে চড়ি প্রভু ধামে গেল।
গতি হেরি সুরপতি লজ্জিত হইল।
আকাশ হইতে হয় কুসুম বর্ষণ।
বিরিঞ্চি নারদ করে বেদ উচ্চারণ॥
উচ্চরিত বেদ মূর্ত্তি ভরত ধরিলা।
সমাদরে পূজা সবে তাহারে করিলা॥
পরশি সরযূ জল রিপু নিসূদন।
পদ্মবন-পতি রূপ করিলা ধারণ॥

ভালুক বানর হৃদে প্রভুরে রাখিয়া।
নিজ নিজ গৃহে গেল সকলে চলিয়া॥
বারংবার প্রভু পদ করিয়া বন্দন।
মার্ত্তণ্ডমণ্ডলে করে সুগ্রীব গমন॥
সুরকুল সহ রবিবংশ বিভুষণ।
আশ্রয় সরযূ জলে করিলা তখন।
ব্রহ্মা আদি দেবগণে করি সম্বোধন।
কহিলা শ্রীরঘুনাথ পতিতপাবন।
এক মাস রহ করি এ জল আশ্রয়।
কৃমিকীট পতঙ্গাদি জীব-সমুদয়॥
এ সলিল সহ যার সঙ্গতি হইবে।
যতনে তাঁহারে মম ধামে পাঠাইবে॥
সরযূ বিমল জলা কলুষনাশিনী।
যে করিবে স্পর্শ তারে মুক্তিপ্রদায়িনী॥
অতি প্রীতি সহ যেবা করিবে মজ্জনে।
তার মতি উপজিবে আমার চরণে॥
নিস্তার পাইয়া মম নগরে গমন।
করিবে সাদরে শুন আমার বচন॥
অদৃশ্য এতেক কহি কমল লোচন।
দামিনী জলদ মাঝে লুকায় যেমন॥
নম নম জয় জয় জয়তি জয়তি।
কহে বৃন্দারকবৃন্দ আনন্দিত অতি॥

হেন মতে গেলা চলি রঘুকুলপতি।
সুর চরাচর সহ আপন বসতি॥
তোমারে কহিনু আমি সব বিবরণ।
হৃদে রাখি কৃপাময় কৌশলানন্দন॥
নাহি লাভ উমে সাধু সঙ্গের সমান।
করে গান চতুর্ব্বেদ সমগ্র পুরাণ॥
বিনা হরি-কৃপা সাধু সঙ্গ নাহি হয়।
তোমারে কহিনু এই সিদ্ধান্ত নিশ্চয়।
এ সব সংবাদ শুনি বিহগ প্রবর।
পুলকিত তনুরুহ মুদিত অন্তর॥
পুনঃ পুনঃ নমি শির চরণে পড়িল।
প্রভু রঘুবীর দাস বায়সে কহিল॥
ভক্তিরসপূর্ণ প্রভু গুণের কীর্ত্তন।
কৃতার্থ হইনু আমি করিয়া শ্রবণ॥
রাঘব চরণে উপজিল নব রতি।
বিবিধ বিধানে সুখ দিলে মোরে অতি॥
নারিব করিতে আমি প্রতি উপকার।
তব পদ সরসিজে নমি বারংবার॥
অনুরাগী পূর্ণকাম রাম রঘুবরে।
তব সম নাহি কেহ হেন ভাগ্য ধরে॥
বিনা হরি কৃপা সাধু সঙ্গ নাহি হয়।
তোমারে কহিনু এই সিদ্ধান্ত নিশ্চয়॥

এ সব সম্বাদ শুনি বিহগপ্রবর।
পুলকিত তনুরুহ মুদিত অন্তর॥
পুনঃ পুনঃ নমি শির চরণে পড়িল।
প্রভু রঘুবীর দাস বায়সে জানিল।
ভক্তিরস পূর্ণ প্রভু গুণের কীর্ত্তন।
কৃতার্থ হইনু কহে করিয়া শ্রবন॥
রাঘব চরণে উপজিল নব রতি।
বিবিধ বিধানে সুখ দিলে মোরে অতি॥
নারিব করিতে আমি প্রতি উপকার।
তব পদ সরসিজে নমি বারংবার॥
অনুরাগী পূর্ণ কাম রাম রঘুবরে।
তব সম নাহি কেহ হেন ভাগ্য ধরে।
ডুবিয়া আছিনু মোহ জলধি মাঝার।
হইয়া অর্ণব-যান করিলে উদ্ধার॥
জ্ঞানের প্রদীপ সম হৃদয়ে জ্বালিয়া।
সংসার তিমির তুমি দিলে বিনাশিয়া॥
ধরণী বিটপী নদী গিরি সাধুজন।
একমাত্র পরহিত করয়ে সাধন॥
নবনীত সম হয়ে সাধুর হৃদয়।
না বুঝিয়া এ তুলনা দেয় কবিচয়॥
আপনার পরিতাপে দ্রবে নবনীত।
পর দুখ তাপে দ্রবে সাধুজন চিত॥

জীবন জনম মম হইল সফল।
দেবতা দুর্ল্লভ সুখ লভিনু বিমল॥
আমারে জানিবে সদা আপন কিঙ্কর
পুনঃ পুনঃ কহে উমে বিহঙ্গম বর॥
বায়স চরণে পুন করিয়া প্রণাম।
রাখিয়া হৃদয় মাঝে রাঘব শ্রীরাম॥
প্রেমের সহিত তবে হরির বহন।
ধীর মতি গেল চলি বৈকুণ্ঠ ভবন॥

ত্রিপদী।

রাম অশ্বমেধ কথা, লব কুশ যুদ্ধ তথা,
এই কাণ্ডে শ্রীতুলসী দাস।
ললিত ছন্দের বন্দে, বিরচিলা এ প্রবন্ধে,
যাহে হয় ভব-ভয় নাশ॥
সর্ব্ব দোষ বিরহিত, রাম লীলা প্রপূরিত,
কার্য্য কর্ণ মন তৃপ্তিকর।
শ্রদ্ধা সহ যেই জন, করে ইহা আস্বাদন,
লভে শান্তি তাহার অন্তর॥
দীন হরি নারায়ণ, নিজ চিত্ত বিনোদন,
কহে করিবারে ভাষান্তরে।

শুন বলি ভ্রাতৃগণ, কর দ্বিধা বিসর্জ্জন,
রাম যশ সর্ব্ব পাপ হরে ॥
নাহিক মার্জ্জিত বুদ্ধি, অথবা মনের শুদ্ধি,
বুঝিতে শ্রীগোস্বামী বচন।
শুধু প্রভু পদে নতি, করি এই পাপমতি,
করিয়াছে লেখনী ধারণ ॥
কৃপা করি সাধুজন, ক্ষম দোষ অগণন,
জানি মোরে মুরখ অজ্ঞান।
করি আমি এ মিনতি, রাম পাদপদ্মে রতি,
লভি আশীর্ব্বাদ কর দান ॥

ইতি রামাশ্বমেধ সমাপ্ত।

শ্রীসীতারাম চন্দ্রাভ্যাং নমঃ

শ্রীগণেশায় নমঃ।

শ্রীজানকী মঙ্গল।

(১)

গুরুদেব শ্রীচরণে, স্মরণ করিয়া মনে,
বন্দি দেব বিঘ্ন বিনাশনে।
বাক্য দেবী সরস্বতী, পাদপদ্মে করি নতি,
কহিতেছি রাম গুণগানে॥

(২)

অপার বারিধি সম, প্রভু লীলা মনোরম,
কার সাধ্য কহে বিরচিয়া।
বুদ্ধি গতি যথা যার, তথা গম্য হয় তার,
রাখি যত্নে হৃদয়ে ধরিয়া॥

(৩)

বিশ্বামিত্র তপোধন, স্থির করি নিজ মন,
যায় দশরথ নিকেতনে।
হরিতে ভূমির ভার, জগদীশ অবতার,
রাম রূপে অযোধ্যা ভুবনে ॥
যত রক্ষ কুলাধম, যজ্ঞ নষ্ট করে মম,
পর্ব্ব কালে করি আগমন।
তাদের বধের তরে, আনিব শ্রীরঘুবরে,
প্রভু আশা করিবে পূরণ ॥

(৪)

মনে হেন বিচারিয়া, মুনি অযোধ্যায় গিয়া,
সরযূতে স্নান সমাপিলা।
গেল ভূপ নিকেতন, নৃপ করে সুপূজন,
সিংহাসন দিয়া বসাইলা ॥

(৫)

বিশ্বামিত্র কহে তবে শুন নরনাথ।
শ্রীরাম লক্ষণ সুতে দেহ মম সাথ ॥
তাহারা করিবে মম যজ্ঞ সম্পূরণ।
মুনি যজ্ঞ রক্ষা যশ করিবে লভন ॥

(৬)

ঋষির কঠিন বাক্য করিয়া শ্রবন।
ভাবে শোক-অভিভূত কোশল রাজন॥
যদি নাহি রাখি বাক্য মুনির কথিত।
হইবে অধর্ম্ম বড় কুলের অহিত॥
যদি রক্ষা করি বাক্য যাইবে জীবন।
দুদিক রাখিতে কিবা উপায় এখন॥

(৭)

বশিষ্ঠ কহিলা তবে শুন নরবর।
সুতদ্বয়ে পাঠাইতে দ্বিধা নাহি কর॥
পূর্ণ ব্রহ্ম অবতার রাম চন্দ্রানন।
যাউক ঋষির যজ্ঞ রক্ষার কারণ॥

(৮)

শুনি নৃপ দুই সুতে হৃদয়ে ধারণ।
করিয়া করিলা অতি প্রেমের বর্দ্ধন॥
মহামুনি ভেট লাগি তাঁহারে অর্পণ।
করিলা যুগল সুত শ্রীরাম লক্ষণ॥

(৯)

বিবিধ রতন স্বর্ণ জড়িত বসন।
পরিধান করি করে ধনুক গ্রহণ॥
জনক জননী পদে করিয়া প্রণাম।
বিশ্বামিত্র সহ চলে লক্ষণ শ্রীরাম॥

(১০)

জনক জননী নেত্র সলিলে পূরিল।
মুনি সনে করজোড়ে কহিতে লাগিল॥
মুনিবর আঁমাদের শুন নিবেদন।
রাখিবে যুগল সুতে করিয়া যতন॥

(১১)

আগে চলে মুনিবর, পাছে রাম ধনুর্দ্ধর,
তাহার পশ্চাতে শ্রীলক্ষণ।
শ্যামল সুন্দর তনু, নবীন নীরদ জনু,
সর্ব্ব কাম পূরণ কারণ॥

(১২)

শারদ পূর্ণিমা চন্দ্র, সম রাম মুখচন্দ্র
বাঁকা দৃষ্টি বঙ্কিম নয়ন।
নাসিকার উচ্চতায়, শুক চঞ্চু লাজ পায়
কিবা রূপ মদন মোহন॥

(১৩)

শুভ গুণ সমুদয়, রামচন্দ্রে পূর্ণোদয়,
হইয়া রয়েছে প্রকাশিত।
শ্যাম গৌর দুই ভ্রাতা, ধেনু সুর সাধু ত্রাতা,
যায় করিবারে মুনি হিত॥

(১৪)

পথ মাঝে নিশাচরী, সে তাড়কা ভয়ঙ্করী,
এল রামে করি দরশন।
তেজোময় এক বাণ, প্রভু করি সুসন্ধান,
করে তার নিধন সাধন॥

(১৫)

মুনি যজ্ঞ রক্ষা তরে, রাক্ষসীরে বধ করে,
কৃপাময় দৈত্য নিসূদন।
যার ভয়ে দেবগণ, সদাই শঙ্কিত মন,
মানবেরে কে করে গণন॥

বৈকুণ্ঠ বিহারী রাম, হেরি পূর্ণ মনস্কাম,
করে মনে শ্রীরামে চিন্তন।
রাম রূপ চিন্তা করি, পাপীয়সী নিশাচরী,
সুর-পুরে করিল গমন॥

(১৬)

প্রভু ব্রহ্ম অস্ত্র ধরি, ধনুকে সন্ধান করি,
মারীচ রাক্ষসে প্রহারিল।
বাণাঘাতে ক্ষত বক্ষ, জলনিধি তীরে রক্ষ,
মুরছিত নিঃসংজ্ঞ পড়িল॥
ত্যজে মূর্চ্ছা ক্ষণপরে, কিছু নাহি স্মুঝে ডরে,
রামময় হেরিল সংসার।
সে দিন হইতে মনে, চিন্তে রাম চন্দ্রাননে,
ভাগ্যবান তাড়কা কুমার॥

(১৭)

পুন সুবাহুরে মারি, শ্রীরাঘব দনুজারি,
নিরাপদ কৈলা তপোবন।
বিমানে দেবতাগণ, করি জয় উচ্চারণ
হর্ষে করে কুসুম বর্ষণ॥

(১৮)

কহে তবে তপোধন, চল রাম চন্দ্রানন,
দেখিবারে সীতা স্বয়ম্বর।
অনেক নৃপতি সুত, আসিয়াছে বলযুত,
সবে মিলি হের চাপ বর॥

ঋষি বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীভগবান কহিতেছেন।

(১৯)

ভাল কহিয়াছ নাথ, যাব মোরা তব সাথ,
শ্রীজনক ভূপতি ভবন।
ভয়ঙ্কর অতি ঘোর, হর ধনু সুকঠোর
আমাদেরে করাবে দর্শন॥

জনকপুর গমনকালে পথে অহল্যা উদ্ধার।

(২০)

রাম পদ রজ লভি অহল্যা পাষাণী।
ধরিলা অতুল ছবি গেল শাপ গ্লানি॥
অঞ্জলি বন্ধন করি দাঁড়াইলা সুখে।
স্তুতি পাঠ করে দেবী প্রভুর সম্মুখে॥

(২১)

কুলের উদ্ধার করি পরশি চরণ।
ত্বরিত অহল্যা গেল পতির সদন॥
এ কৌতুক হেরি নিজে কৈবর্ত্ত তখন।
নৌকা লয়ে দুর জলে কৈল পলায়ন॥

নাবিককে নৌকা লইয়া পলাইতে দেখিয়া শ্রীরাম কহিতেছেন।

(২২)

নাবিকের ভয় দেখি রাঘব নন্দন।
মৃদু হাস্য করি কহে মধুর বচন॥
শুনহে নাবিক তুমি না জানি কারণ।
কেন নৌকা লয়ে দূরে কর পলায়ন॥
লইয়া নিকটে নৌকা আনহ সত্বর।
মোরা পরপারে যাব নাহি তব ডর॥

নাবিকের উত্তর।

(২৩)

নাবিক কহিল তবে শুন রঘুবর।
করিব তোমারে পার রাখি বাহুপর॥
পাষাণীর মত যদি নৌকা উড়ি যায়।
কুটুম্ব পালিতে মম কি হবে উপায়॥

(২৪)

পরশি চরণ রজ আমার তরণী।
যদ্যপি চলিয়া যায় হইয়া রমণী ॥
হইবে নূতন নৌকা করিতে গঠন।
কেমনে দ্বিগুণ ব্যয় হবে সঙ্কুলন ॥
অতএব ধৌত পদে নৌকার উপরে।
আরোহণ কর কিংবা মম বাহুপরে ॥

শ্রীভগবানের গঙ্গা পার।

(২৫)

পাইয়া রাঘব আজ্ঞা কৈবর্ত্ত তখন।
গঙ্গাজলে প্রভু পদ করি প্রক্ষালন ॥
রামে বসাইয়া নৌকা দিল চালাইয়া।
ক্ষণ মাঝে পরপারে উত্তরিল গিয়া ॥

(২৬)

করুণাসাগর প্রভু রাম দয়াময়।
নিজ দাস করি দিলা নাবিকে আশ্রয় ॥
যোগী সুর সুদুর্লভ পরম সুগতি।
কৈবর্ত্তে হইয়া তুষ্ট দিলা জগৎপতি ॥

(২৬)

হইয়া জাহ্নবী পার নৌকা উত্তরিল।
অবতরি রঘুনাথ মিথিলা চলিল।
পথে সুলক্ষণ সব করিছে সূচন।
শিবের ধনুক রাম করিবে ভঞ্জন॥

(২৮)

যাইয়া মিথিলা প্রভু হেরিলা নয়নে।
বিবিধ বিচিত্র পথ আর উপবনে॥
সুন্দর সুরম্য হর্ম্ম বহু নিরমিত।
বিচিত্র কনক রত্ন অপূর্ব্ব খচিত॥

(২৯)

সহজে জনক-পুর অতি মনোহর।
উত্তরিল তথা আসি বহু নৃপবর॥
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর হয় মিথিলার জন।
যাদেরে হেরিয়া মোহে মদনের মন॥

(৩০)

জনক সভাতে ছিল যত ভূপগণ।
শ্রীরাম লক্ষণ রূপ করিছে দর্শন॥

হল প্রেমানন্দ মুগ্ধ তাঁহাদের মন।
নাহি অন্য চেষ্টা মুখে না সরে বচন ॥
মন্ত্রমুগ্ধ রহে যথা বিষধর ফণি।
স্তব্ধ হয়ে রহে সবে হেরি রঘুমণি ॥

(৩১)

বিশ্বামিত্রে জিজ্ঞাসিল জনক রাজন।
এ দুটী কাহার সুত কহ তপোধন ॥
সম্পূর্ণ সৌভাগ্য তার হইল উদয়।
এ হেন সুন্দর যার যুগল তনয় ॥

(৩২)

বিশ্বামিত্র কহে শুন মিথিলা নায়ক।
সর্ব্ব গুণ বিভূষিত এ দুটী বালক ॥
মহাবীর রণধীর অরি নিসূদন।
রঘুকুল ভূপ দশরথের নন্দন ॥

(৩৩)

নরনারী কহে এই যুগল কিশোর।
কেমনে ভাঙ্গিবে হর ধনুক কঠোর ॥

(৩৪)

কেহ কহে হবে যাহা লিখিয়াছে বিধি।
সুযোগ না ছাড় সুখে হের রূপনিধি॥
জিনি কোটি কাম ছবি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর।
নেত্র-পাত্র ভরি রূপসুধা পান কর॥

(৩৫)

করি অষ্ট শত বীর অতীব যতন।
সভামাঝে হর ধনু কৈল আনয়ন॥
ত্রিভুবন খ্যাতিমান রাক্ষস রাবণ।
বীর মধ্যে আর যত নৃপের গণন॥
কেহ নারে করিবারে গুণ সংযোজন।
কে করিবে আর অব ধনুক ভঞ্জন॥

(৩৬)

জানকী কহিলা তাত করহ শ্রবণ।
ধনুক ভঞ্জন পণ কর বিসর্জ্জন॥
দশরথ সুত এই শ্যামল সুন্দর।
বিধি বিরচিত মম হয় যে গ্যবর॥
করিব ইঁহারে আমি পতিত্বে বরণ।
নতুবা নিশ্চয় কহি ত্যজিব জীবন॥

(৩৭)

অন্তর্যামী রাম হরি করুণা সাগর।
হৃদি জানি শ্রীজানকী অন্তর কাতর॥
কটি তটে পীতাম্বরে করিয়া বন্ধন।
ধনু যথা ছিল তথা করিলা গমন॥
অনায়াসে তুলি করে করিয়া ধারণ।
আরোপন করি গুণ করিলা ভঞ্জন॥

(৩৮)

জয় জয় ত্রিভুবন করে উচ্চারণ।
সবিষাদ মন যত দুষ্ট রাজগণ॥
সীতা, রামচন্দ্র মুখ করি নিরীক্ষণ।
প্রভু গলে জয়মালা করিলা অর্পণ॥

অযোধ্যাপুরে জনকের দূত প্রেরণ।

(৩৯)

লগ্ন-পত্রী তবে লিখি জনক রাজন।
অযোধ্যায় দূতবর করিলা প্রেরণ॥

দশরথ সে সংবাদ করিয়া শ্রবণ।
সসমাজ বরযাত্র করিয়া সাজন॥
সত্বত মিথিলাপুর আইলা ত্বরিত।
নিরখিতে রাম মুখে অন্তর তৃষিত॥

(৪০)

শ্রীরামের নহছুর* হইবেক আজি।
ওগো সখি চল দেখি বারে সবে সাজি॥
যূথে যূথে মিলি সবে জনক ভবন।
করিতে করিতে গান করিল গমন॥
সীতারাম পদে রতি প্রেমের কারণ।
পাইতে বৈকুণ্ঠ বাস যোগ্য নারীগণ॥

(৪১)

বেশ ভূষা কার্য্যে পটু অতি গুণবতী।
নাপিত রমণী এক সুন্দরী যুবতী॥
জনক মহিষী তারে করি আনয়ন।
পরাইলা সীতারামে বসন ভূষণ॥
ভূষিত হইয়া দিব্য রত্ন আভরণে।
বসিলা পীঠের পর রাম সীতাসনে॥

* বিবাহের পূর্ব্ব সন্ধ্যাতে বরকন্যার ক্ষৌর কর্ম্মের নাম নহছুর।

(৪২)

নরুণে লোহার ধার কনক গঠিত।
বিবিধ বরণ রত্ন তাহাতে খচিত॥
গৌরাঙ্গিনী নাপিতানী করিয়া গ্রহণ।
হাসিতেছে রাম মুখ করি দরশন॥

(৪৩)

রাম পদ-কর-নখ করিয়া খণ্ডন।
সে করিল নানাবিধ সুচিত্র অঙ্কন।
জনক কোশল্যা নাম করিয়া গ্রহণ।
সুমধুর স্বরে করে গারির* কীর্ত্তন॥

(৪৪)

অহে রাম কেন শ্যাম তোমার বরণ।
কেন স্বর্ণ বর্ণ তব অনুজ লক্ষণ॥

(৪৫)

যদি রাম তুমি দশরথের নন্দন।
নহে তাঁর সুত তব অনুজ লক্ষণ॥

* উপহাসসূচক গান।

(৪৬)

ধন্য নাপিতানী ভাগ্য না হয় বর্ণন।
ছুঁইল যে নিজ করে রাঘব চরণ॥

(৪৭)

নাপিতানী কর জোড়ে কহিছে তখন
মোর পর কৃপা কর রাঘব নন্দন॥
আছে তব জননীর হৃদে লম্ববান।
যে হার সেহার মোরে করহ প্রদান।

(৪৮.)

শুনি হাসি কহে হরি হার অযোধ্যায়
হেথা বল দিব আমি কেমনে তোমা
যদি থাকে লইবারের ইচ্ছা তব মনে।
চল হার দিব আমি অযোধ্যা ভুবনে

(৪৯)

শোভিতেছে সীতারাম মণ্ডপ ভিতর
শিরে হেম মৌর মঞ্জু মুক্তার ঝালর
আহা কি সুন্দর হের কপোল অমল
তার পর মৌর মুক্তা করে ঝলমল॥
আহা কিবা মনোহর নয়ন চঞ্চল।
পাইতেছে শোভা যেন প্রভাত কমল

ত্রিপদী।

(৫০)

জানকী চুনরী তট, সনে রাম পীত পট,
মিলি কিবা শোভা বিছুরিছে।
অরুণ জলদে যেন, হেরি মনে লয় হেন,
শ্যামল চপলা খেলিতেছে॥

(৫১)

সীতা অঙ্গ অলঙ্কার, কেয়ূর বলয় হার,
কঙ্কন কুণ্ডল সুগঠন।
প্রতিবিম্ব তাহাদের, পড়ি অঙ্গে শ্রীরামের
করিয়াছে সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন॥

(৫২)

সুনীল যামুন জলে, যেন দিব্য দীপ জ্বলে,
মরি কিবা নয়ন রঞ্জন।
ধ্যান যোগ্য সেইরূপ, রাঘবের অপরূপ,
করি আমি হৃদয়ে ধারণ॥

(৫৩)

নীলমণি শ্যাম রাম-করের সহিত।
স্বর্ণ বর্ণ সীতা-কর হইয়া মিলিত॥
মরকত মণি সনে কাঞ্চন যেমন।
খচিত হইয়া শোভে শোভিছে তেমন

(৫৪)

অতি প্রেমভরে সীতা রামের মূরতি।
ধ্যান করে জানকীরে তথা রঘুপতি॥
তন্ময়ত্ব হেতু রাম কনক বরণ।
শ্যামা কায়া শ্রীজানকী হইলা তখন॥
বাক্‌দেবী বীণাপাণি দেবী সরস্বতী।
তুলনা করিতে নারে হেরি জড়মতি॥

(৫৫)

জলদ শ্যামল রাম মণ্ডপ গগনে।
বিরাজিছে সৌদামিনী শ্রীজানকী সনে
তাপস ময়ুর নারী চকোরীর গণ।
বাহ্য জ্ঞান শূন্য হেন করিছে দর্শন॥

(৫৬)

হতেছে কুসুম ধারা বারি বরিষণ।
শুভ ফল অন্ন তৃণ বৃদ্ধির কারণ॥
লভিয়া সে অন্ন তৃণ সমগ্র ভুবন।
ধরিয়াছে সুখময় হরিত বরণ॥

(৫৭)

শুভ লগ্নে সীতা সনে শ্রীরঘুনন্দন।
অগ্নি প্রদক্ষিণ আর গ্রন্থির বন্ধন॥
করিয়া বিবাহ কার্য্য কৈলা সম্পাদন।
আনন্দে নগর লোক করে দরশন॥

(৫৮)

জনক নন্দিনী সনে, উপবিষ্ট একাসনে,
সে রূপ শঙ্কর করে ধ্যান।
ভক্তি ভরে পদ্মাসন, করে পূজা নিরীক্ষণ,
সহ সুরপতি মঘবান॥

(৫৯)

সুর নর মুনিগণ, সুখ সিন্ধু নিমগন,
করিতেছে কুসুম বর্ষণ।
সম্ভূত কমলাসন. ব্রহ্মানন্দ পূর্ণ মন,
জয় জয় করে উচ্চারণ॥

(৬০)

তুলসি, কিশোরী রামে, সর্ব্ব নেত্র অতি রামে,
হৃদি মাঝে করহ ধারণ।
যে না ভজে রঘুরায়, তার জন্ম বৃথা যায়,
ইহা যেন থাকে হে স্মরণ॥

গ্রন্থকারের উক্তি।

গোস্বামী তুলসী দাস, রাঘবের প্রিয় দাস,
সর্ব্ব শাস্ত্র গত করতল।
কর্ণ মন তৃপ্তি কর, সুমধুর কাব্যবর,
বিরচিলা জানকী মঙ্গল॥
হরি নারায়ণ দ্বিজ, তাঁর পদ সরসিজ,
ভূমে লুঠি করিয়া বন্দন।
বঙ্গবাসী ভ্রাতৃগণে, করাইতে আস্বাদনে,
ভাষান্তরে করিল বর্ণন॥
শুন প্রভু নিবেদন, আমি অতি অভাজন,
নাহি জানি ভজন সাধন।
নাহি রাম পদে রতি, কি বিরতি কি ভকতি,
কিম্বা জ্ঞান কর্ম্ম হুতাশন॥

ভাবি অনর্থেরে অর্থ, ভুলিলাম পরমার্থ,
পরমেশে না কৈনু সেবন।
পড়িয়া মায়ার বশে, না মজিনু রাম যশে,
বৃথা কাল করিনু যাপন॥
ভব পারাবার আগে, হেরি মহাভয় লাগে,
কি সম্বলে হব আমি পার।
তুমি প্রভু মহাজন, বিতরি ভকতি ধন,
কৃপা করি করহ উদ্ধার॥

ইতি শ্রীজানকী মঙ্গল সমাপ্ত।

শ্রীরামজানকীভ্যাং নমঃ

শ্রীগণেশায় নমঃ।

শ্রীতুলসীদাস গোস্বামিনে নমঃ

তুলসীদাসের জীবনী

যমুনার তীর রাজাপুর নামে গ্রাম।
তুলসী করিত বাস তথা গুণধাম ॥ ১
পাঠ করি সর্ব্বশাস্ত্র হইলা পণ্ডিত।
চরিত্র কলঙ্কহীন পবিত্র বিনীত ॥ ২
প্রথম যৌবনে যবে কৈলা পদার্পণ।
বিবাহ করিয়া নারী কৈলা আনয়ন ॥ ৩
রমণী উপরে অতি স্নেহ উপজিল।
আঁখির অন্তর তারে করিতে নারিল ॥ ৪
একদিন রমণীরে লইবার তরে।
শ্যালক তুলসী গৃহে আগমন করে ॥ ৫
তুলসী নারীরে যবে নাদিল বিদায়।
তাহার শ্যালক তবে চিন্তিল উপায় ॥ ৬

বাজারে তুলসী গেল দ্রব্যের কারণ।
ভ্রাতা ভগিনীরে লয়ে করিল গমন ॥ ৭
ফিরিয়া আইল যবে তুলসী ভবন।
প্রিয়াশূন্য হেরি গৃহ বিচলিত মন ॥ ৮
সন্ধ্যাকালে অতি বৃষ্টি হইতে লাগিল।
যমুনার দুই কুল প্লাবিত হইল ॥ ৯
হইল রজনী যবে ঘোর অন্ধকার।
করের ভিতর নাহি সুঝে আপনার ॥ ১০
তুলসীর নিদ্রা নাহি রমণী বিরহে।
যামিনীর অর্দ্ধভাগ জাগি তেঁই রহে ॥ ১১
কামের কুহকে তাঁর আস্থির অন্তর।
যাইতে প্রবল ইচ্ছা শ্বশুরের ঘর ॥ ১২
পড়িছে যমুনা নদী জুলার সমান।
পারের উপায় নাহি নৌকা আদি যান ॥ ১৩
তথাপি তুলসী নাহি আইলা ফিরিয়া।
সাঁতারাইয়া নদী পারে উত্তরিল গিয়া ॥ ১৪
অর্দ্ধ নিশা গতে গেল শ্বশুর সদন।
কবাট আবদ্ধ দ্বার সকল তখন ॥ ১৫
প্রাচীর লঙ্ঘিয়া যবে পশিতে চিন্তিল।
লম্বিত ভুজগ এক দেখিতে পাইল ॥ ১৬
প্রাচীর উপর উঠে তাহারে ধরিয়া।
ভিতরে পরিল তবে লম্ফ প্রদানিয়া ॥ ১৭

নারী গৃহদ্বারে পরে গমন করিল।
বিবিধ সঙ্কেত করি তারে জাগাইল ॥ ১৮
চিনিয়া পতির স্বর রমণী তখন।
ঘরের বাহিরে আসি দিল দরশন ॥ ১৯
বাণের সমান বাক্য করি উচ্চারণ।
পতি মর্ম্মস্থল তেঁহ করিল ছেদন ॥ ২০
ধিক ধিক প্রাণপতি পুনরাপ ধিক।
অস্থি-চর্ম্মময় দেহ আসক্ত অধিক ॥ ২১
এরূপ লাগিত যদি রামে তব মন।
অবশ্য হইত তব সিদ্ধি লভন ॥ ২২
শরসম নারী বাক্য শ্রবণ করিয়া।
তুলসীর পূর্ব্ব পুণ্য উঠিল জাগিয়া ॥ ২৩
কহিল তুলসীদাস মানি অতি গ্লানি।
সত্য হয় সত্য হয় প্রিয়ে তব বাণী ॥ ২৪
এই কথা বলি প্রভু বাহিরে আইলা।
ভবন ত্যজিয়া কাশীপুরে প্রবেশিলা ॥ ২৫
বিশ্বনাথ পাশে গিয়া করিলা বিনয়।
রাম ভক্তি দেহ মোরে তুমি কৃপাময় ॥ ২৬
বরাহ ক্ষেত্রেতে পুন করিয়া গমন।
আনন্দে করিলা তথা গুরু নির্ব্বাচন ॥ ২৭
ভক্তিভরে গুরুপদ করিয়া সেবন।
পাইল অধ্যাত্ম নামে এক রামায়ণ ॥ ২৮

পুনরপি বারাণসী করি আগমন।
করিতে লাগিলা রঘুনাথের ভজন ॥ ২৯
ভজিতে ভজিতে তথা গেল বহুকাল।
প্রসন্ন হইল তাঁর পরে শশীভাল ॥ ৩০
শুনিবারে যায় যথা হয় রামায়ণ।
নাহি রহে তথা কথা হলে সমাপন ॥ ৩১
যাইত অধিক দূরে মল ত্যাগ তরে।
জলপূর্ণ কমণ্ডলু ধরি নিজ করে ॥ ৩২
শৌচ শেষ পর জল যা কিছু থাকিত।
বদর তরুর পরে তুলসী ঢালিত ॥ ৩৩
বসিত তরুতে এক প্রেত পুরাতন।
সে অশুচি জলে তৃপ্ত করিত লভন ॥ ৩৪
হইল এরূপে গত যবে কিছুকাল।
কহিল তাহারে তবে সে প্রেত করাল ॥ ৩৫
প্রসন্ন হইনু আমি তোমার উপর।
মম পাশে মাগ তুমি মনোমত বর ॥ ৩৬
তুলসী কহিল শুন মম নিবেদন।
দেহ পরিচয় মোরে তুমি কোন জন ॥ ৩৭
তবে প্রেত কহে দিয়া নিজ পরিচয়।
এ বদর তরু মোর নিকেতন হয় ॥ ৩৮
যে সলিল ঢাল তুমি এই তরু পরে।
অতিশয় তৃপ্তি দান তাহা মোরে করে ॥ ৩৯

সেহেতু হইয়া তুষ্ট তোমার উপর।
চাহি দিতে আমি তব মনোমত বর॥ ৪০
তুলসী কহিল তবে করিয়া বিচার।
মনের বাসনা প্রেত শুনহ আমার॥ ৪১
আমি চাহি রাঘবের পাইতে দর্শন।
ইহার উপায় এবে করহ বর্ণন॥ ৪২
তব কৃপাবলে হ'লে রাম দরশন।
আমরণ তব যশ করিব ঘোষণ॥ ৪৩
অন্য অভিলাষ নাহি রাখে মম মন।
অতএব অন্য বরে নাহি প্রয়োজন॥ ৪৪
শুনি তুলসীর বাণী সে প্রেত তখন।
করিল আনন্দে তবে বাক্য উচ্চারণ॥ ৪৫
করাইতে মোর সাধ্য রাম দরশন।
নাহিক উপায় তবে করিব বর্ণন॥ ৪৬
তুমি যথা রামায়ণ করিতে শ্রবণ।
প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে করহ গমন॥ ৪৭
সবার পশ্চাতে তথা রহে একজন।
অতি দীন দুঃখী বেশ অতীব নিধন॥ ৪৮
অতি কৃশ কলেবর নয়নবিহীন।
নাহি বস্ত্র কটিতটে কৌপীন মলিন॥ ৪৯
হইলে প্রসঙ্গ ভঙ্গ যত শ্রোতৃগণ।
কথা স্থান ত্যজি যবে করে হে গমন॥ ৫০

সকলের শেষে উঠি যায় যেই জন।
জানিবে তাহারে সত্য পবন-নন্দন ॥ ৫১
করে হনুমান এই নিয়ম পালন।
যথা হয় শুনে তথা নিত্য রামায়ণ ॥ ৫২
যদি হয় তব সনে তাঁহার মিলন।
পাইবারে পার তবে রাম দরশন ॥ ৫৩
হনুমান হয় যদি তোমার সহায়।
অবশ্য হইবে রাম দর্শন উপায় ॥ ৫৪
তুলসী শুনিয়া তবে প্রেতের বচন।
পুলকিত কলেবর আনন্দিত মন ॥ ৫৫
গুরু বলি প্রেত বরে মানিয়া তখন।
সমাপন করি স্নান পশিলা ভবন ॥ ৫৬
সন্ধ্যাকালে শুনিবারে রাঘব কীর্ত্তন।
অবিলম্বে গঙ্গাতীরে করিলা গমন ॥ ৫৭
কথা শুনে চারিদিক করে নিরীক্ষণ।
জানিবারে কোথা আছে পবন নন্দন ॥ ৫৮
দেখিতে পাইল এক অতীব প্রাচীন।
নিতান্ত কুরূপ তনু মলিন কৌপীন ॥ ৫৯
সবার পশ্চাতে বসি আছে অন্ধকারে।
যে রূপ লক্ষণ প্রেত কহিলা তাহারে ॥ ৬০
রাঘব প্রসঙ্গ যবে হল সমাপন।
নিজ নিজ বাসে গেল যত শ্রোতৃগণ ॥ ৬১

তুলসী অপেক্ষা করি বসিয়া রহিল।
জড় মূক মত তবে মারুতি উঠিল ॥ ৬২
ধাইয়া তুলসীদাস চরণ ধরিল।
নাহি ছোঁও মোরে ছাড় প্রাচীন কহিল ॥ ৬৩
কহিল তুলসী নাহি ছাড়িব চরণ।
ত্যজিব পরাণ যদি না দিবে দর্শন ॥ ৬৪
প্রসন্ন হইয়া কহে পবন নন্দন।
কি বর প্রার্থনা তব মাগহ ব্রাহ্মণ ॥ ৬৫
তুলসী বিনয় করি কহিল বচন।
মনের মানস মম করহ পূরণ ॥ ৬৬
প্রকট করিয়া রূপ দেহ দরশন।
কর-পদ্ম মম শিরে করহ অর্পণ ॥ ৬৭
হইবারে চাহি আমি রঘুবীর দাস।
রাঘবে হেরিব মনে এই অভিলাষ। ৬৮
অন্য কোন আশা মম নাহিক অন্তরে।
সত্য করি কহিলাম তোমার গোচরে ॥ ৬৯
তুমিহে সমর্থ প্রভু কপির প্রধান।
দেখাইতে পার রামে ইথে নাহি আন ॥ ৭০
কৃপা করি হনু তবে প্রকটি স্বরূপ।
দেখাইল তুলসীরে আপনার রূপ ॥ ৭১
কনক ভূধর সম উজ্জ্বল বরণ।
প্রকাণ্ড শরীর শির পরশে গগন ॥ ৭২

তেজঃপুঞ্জ কলেবর গুন বলধাম।
হেরিয়া তুলসীদাস হয় পূর্ণকাম ॥ ৭৩
রোমাঞ্চিত তনুরুহ সজল লোচন।
ভক্তি গদগদ স্বরে করিল স্তবন ॥ ৭৪
জয় জয় মহাবীর পবননন্দন।
জয় কপিবর রক্ষকুল হুতাশন ॥ ৭৫
অপ্রমেয়-বল-গুণ-নীতির নাগর।
সমরে অজেয় জয় বুদ্ধির সাগর ॥ ৭৬
জয় জিতেন্দ্রিয় জয় ব্রহ্মচারীবর।
রাঘবের প্রিয় দূত জ্ঞানীর প্রবর ॥ ৭৭
জয় রাম নাম রত জয় রাম দাস।
জয় রামগত প্রাণ অভক্তের ত্রাস ॥ ৭৮
জয় জ্ঞানময় জয় জয় জয় জ্ঞানধাম।
রামে দেখাইয়া মোর পূর মনস্কাম ॥ ৭৯
এই বর ভিন্ন নাহি চাহি কোন বর।
কৃপাকরি দেহ মোরে কপির ঈশ্বর ॥ ৮০
তুষ্ট হয়ে কপি তবে কহিলা বচন।
গিরি চিত্রকূটে তুমি করহ গমন ॥ ৮১
হইবে তথায় তব রাম দরশন।
এত কহি নিজরূপ করে সম্বরণ ॥ ৮২
স্বস্থানে প্রস্থান তবে মারুতী করিল।
গোস্বামী তুলসী দাস আশ্রমে আইল ॥ ৮৩

কিছুদিন পরে প্রভু মনে বিচারিল।
শিব দরশন মম আজিও নহিল ॥ ৮৪
শঙ্কর যদ্যপি হয় মোর অনুকূল।
অবশ্য লভিব রাম সর্ব্ব শুভ মূল ॥ ৮৫
এত ভাবি গেল প্রভু শিব নিকেতন।
শশাঙ্কশেখর নাহি দিল দরশন ॥ ৮৬
তবে শ্রীতুলসী দাস অতি শোকভরে।
যাইবারে চিত্রকূট বিচারে অন্তরে ॥ ৮৭
ছাড়ি বারাণসীপুরী বাহিরে আইল।
এক বিপ্র সনে পথে মিলন হইল ॥ ৮৮
কাশী ছাড়ি কেন তুমি যাও অন্যস্থান।
ত্যজিলে এ স্থান তব না হবে কল্যাণ ॥ ৮৯
শঙ্কর সেবিনু ক'হে শ্রীতুলসী দাস।
দেখা নাহি দিল তবু দেব কৃত্তিবাস। ৯০
বিপ্র কহে আমি শিব কর দরশন।
এত কহি নিজ রূপ করিল ধারণ ॥ ৯১
তুলসী হেরিয়া রূপ চরণে পড়িল।
জুড়ি করযুগ স্তব করিতে লাগিল ॥ ৯২
জয় জয় মহাদেব অনাদি নিদান।
জয় ভক্ত প্রিয় ভক্ত অরাতি ভঞ্জন ॥ ৯৩
জয় চন্দ্রচূড় জয় জয় ত্রিলোচন।
ভুজঙ্গভূষণ জয় মনোজনাশন ॥ ৯৪

বারানসী পুরীশ্বর জয় উমাপতি।
জয় বিশ্বনাথ জয় অগতির গতি ॥ ৯৫
জয় জয় সৃষ্টি স্থিতি বিলয় কারণ।
জয় দিগম্বর জয় দেব পঞ্চানন ॥ ৯৬
নাজানি ভজন তব আমি অভাজন।
সংসারনিরত কলি কলুষিত মন ॥ ৯৭
নিজ গুণে কৃপা মোরে করিলে শঙ্কর।
হইনু কৃতার্থ হেরি রূপ অগোচর ॥ ৯৮
জলদ গম্ভীর স্বরে শঙ্কর তখন।
কহিলা তুলসী দাস করহ শ্রবণ ॥ ৯৯
গিরি চিত্রকূটে এবে করহ গমন।
না হবে অন্যথা প্রভু মারুতি বচন ॥ ১০০
রাম দরশন তুমি পাইবে নিশ্চয়।
কহিলাম সত্য মনে না কর সংশয় ॥ ১০১
রচিবে আমার বরে কাব্য রামায়ণ।
নিস্তার পাইবে শুনি জগতের জন ॥ ১০২
এত কহি মহাদেব অদৃশ্য হইলা।
আনন্দে তুলসী তবে চিত্রকুটে গেলা ॥ ১০৩
বসিয়া রহিল গিয়া শিলার উপরে।
হেরিতে লালসা রাম লক্ষ্মণে অন্তরে ॥ ১০৪
সেকালে আইলা তথা যুগল সোয়ার।
শিকারীর বেশে দুই রাজার কুমার ॥ ১০৫

এক শ্যাম এক গৌর এক পীতাম্বর।
এক নীলাম্বর করে শোভে ধনুঃশর॥ ১০৬
চাপে গুণ দিয়া শর করিয়া সন্ধান।
মৃগবধি বীরযুগ করিল প্রস্থান॥ ১০৭
জানিয়া শিকারী দুই রাজার নন্দন।
করিলা তুলসী রাম নাম উচ্চারণ॥ ১০৮
হেরিয়া যুগলরূপ নয়নরঞ্জন।
রাখিলা হৃদয়ে পূরি মুদিয়া নয়ন॥ ১০৯
অন্তর্ধান করে যবে যুগল সোয়ার।
আইলা তুলসী পাশে পবনকুমার॥ ১১০
জিজ্ঞাসিলা পাইলে ত রামদরশন।
এসেছিলা দুই ভাই শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥ ১১১
তুলসী কহিলা আমি শিকারী জানিয়া।
করিনু দর্শন মর্ত্তি নয়ন মেলিয়া॥ ১১২
মনের মানস মম নহিল পূরণ।
কৃপা করি পুনরপি করাও দর্শন॥ ১১৩
শুনি হনুমান তবে কহিলা বচন।
কালি প্রাতে-রাম ঘাটে করিবে গমন॥ ১১৪
রাম নাম জপি রাত্রি যাপন করিলা।
নিশি শেষে রাম ঘাটে আসি উত্তরিলা॥ ১১৫
স্নান করি নিত্য ক্রিয়া করি সমাপন।
করিতে লাগিলা বসি ঘর্ষণ চন্দন॥ ১১৬

হেন কালে দশরথ যুগল নন্দন।
আসি উপনীত তথা ভুবনমোহন ॥ ১১৬
কহিলা মোদেরে তাত দাও গো চন্দন।
আমরা করিব উহা অঙ্গের ভূষণ ॥ ১১৭
তুলসী কহিলা অঙ্গে চরচি চন্দন।
দিতেছি তোমরা কিগো শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥ ১১৮
কহিলা বালক যুগ যত সাধু জন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ মূর্ত্তি জানিবে ব্রাহ্মণ ॥ ১১৯
এতেক কহিয়া করি চন্দন গ্রহণ।
অদৃশ্য বালক যুগ হইলা তখন ॥ ১২০
হেন কালে আসি কহে পবন কুমার।
হইল লক্ষ্মণ রাম দর্শন তোমার ॥ ১২১
এ বাক্য তুলসী তবে করে উচ্চারণ।
তব কৃপা বলে হ'ল রাঘব দর্শন ॥ ১২২
বহু সাধু চিত্রকূটে একত্র হইল।
তুলসী বসিয়া ঘাটে চন্দন ঘসিল ॥ ১২৩
আসিয়া তথায় দুই রাঘব নন্দন।
করিল ললাট মাঝে তিলক ধারণ ॥ ১২৪
পুনরপি কহে জোড় করি দুই কর।
আমার মিনতি রাখ প্রভু কপিবর ॥ ১২৫
হেরিতে বাসনা চারি ভায়ে একবার।
রাজবেশে সহ সেনা নৃপতি সম্ভার ॥ ১২৬

এ কথা শুনিয়া কহে পবন তনয়।
হেন দরশন কলি যুগে নাহি হয়॥ ১২৭
কহিলা তুলসী দাস কৃপাতে তোমার।
অসম্ভব বলে বোধ না হয় আমার॥ ১২৮
মারুতি কহিলা তবে বিচারি তখন।
প্রভাতে করিবে তুমি হেথা আগমন॥ ১২৯
বসিবে কামনা রামে করি সমর্পণ।
হৃদে ধরি অজ ঈশ সেবিত চরণ॥ ১৩০
হেন উপদেশ করি তুলসীরে দান।
অদৃশ্য হইলা বীর ভকত প্রধান॥ ১৩১
প্রভাতে তুলসী তথা গমন করিল।
দ্বিপ্রহর বসি রাম চরণ চিন্তিল॥ ১৩২
সসৈন্য সানুজ তবে সীতাকান্ত রাম।
আইলা করিতে নিজ দাসে পূর্ণ কাম॥ ১৩৩
হইল উত্তর দিক ধূলি ধূসরিত।
দশ দিক সুপ্রকাশ হইল ত্বরিত॥ ১৩৪
অগণিত হয় গজ রথ পদচর।
হইতেছে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে অগ্রসর॥ ১৩৫
সূত বন্দী মানবাদি স্তাবকের গণ।
রাঘব বিমল যশ করিছে কীর্ত্তন॥ ১৩৬
চারি ভাই রথোপরে করি আরোহণ।
করিতেছে মহারাজ বেগে আগমন॥ ১৩৭

করিছে মারুত-সুত চরণ সেবন।
হেরিলা তুলসী দাস ভরিয়া নয়ন ॥ ১৩৮
দণ্ডবৎ হয়ে করি প্রভুরে প্রণাম।
প্রদক্ষিণ করে আর কহে জয় রাম ॥ ১৩৯
করি প্রদক্ষিণ প্রেমে বিহ্বল হইল।
শ্রীকর কমল রাম মস্তকে ধরিলা ॥ ১৪০
এ মতে কৃতার্থ করি দাসে ভগবান।
হইলা সপরিবারে প্রভু অন্তর্ধান ॥ ১৪১
তুলসী রাঘবে হেরি বিগত সংশয়।
তিরোহিত ভেদ জ্ঞান সদানন্দময় ॥ ১৪২
হেন মতে কৃপা করি পবন নন্দন।
করাইলা তুলসীরে রাঘব দর্শন ॥ ১৪৩
ইষ্ট সিদ্ধি করি লাভ বিমল কীরতি।
আইলা শ্রীকাশীপুরে তুলসী সুমতি ॥ ১৪৪
অতীব নির্ম্মল চিত রঘুবর দাস।
সদা নাশ করে জগজনগণ ত্রাস ॥ ১৪৫
তুলসী ফিরিয়া বারাণসীতে বসিল।
প্রতিদিন জনাগম হইতে লাগিল ॥ ১৪৬
রহিল চরণে পড়ি অনেক নৃপতি।
আইল লভিতে জ্ঞান বহু শুদ্ধমতি ॥ ১৪৭
কিছু দিন ছাড়ি তবে কাশীপুর বাস।
অযোধ্যা পুরীতে গেলা শ্রীতুলসীদাস ॥ ১৪৮

করিলা তথায় রহি বহু সাধু সঙ্গ।
নিশি দিন কহে শুনে রাম লীলা রঙ্গ ॥ ১৪৯
শ্রীরাম নবমী যবে নিকট হইল।
পরম আনন্দ হৃদে তুলসী পাইল ॥ ১৫০
সংবত ষোড়শ শত আর একত্রিশ।
সাদরে স্মরণ করি ভানুকুল ঈশ ॥ ১৫১
পবিত্র নবমী তিথি মঙ্গল বাসরে।
মধু মাস মীন রাশি গত দিবাকরে ॥ ১৫২
তুলসী রামের জন্ম দিনে কবিবর।
আরম্ভিলা রামায়ণ সর্ব্ব সুধাকর ॥ ১৫৩
অযোধ্যায় বালকাণ্ড করি সমাপন।
বারাণসী ধামে পুন কৈলা আগমন ॥ ১৫৪
গীতাবলী আদি গ্রন্থ করিয়া রচন।
করিলা তুলসী ভক্তি-তত্ত্ব নিরূপন ॥ ১৫৫
দিবা নিশি করে প্রভু রাঘব ভজন।
নবধা ভক্তি আদি করিয়া পালন ॥ ১৫৬
প্রবল পণ্ডিত এক আইল তখন।
জিনিবারে কাশীপুর করিয়া মনন ॥ ১৫৭
শুনি কাশীপতি তবে করি নিমন্ত্রণ।
আনাইলা কাশীপুরবাসী বুধজন ॥ ১৫৮
সভা করি সুপণ্ডিত সকলে বসিল।
আগন্তুক বুধ তবে কহিতে লাগিল ॥ ১৫৯

শুনহ পণ্ডিতগণ আমার বচন।
তোমাদের মধ্যে মুখ্য কর একজন ॥ ১৬০
তাঁহার সহিত আমি করিব বিচার।
জয় পরাজয় শিরে রাখহ তাঁহার ॥ ১৬১
কাশীবাসী বিপ্র তবে করিয়া যুকতি
কহে কল্য হেন কার্য্য হইবে সুমতি ॥ ১৬২
তবে সভা ভঙ্গ করি যতেক ব্রাহ্মণ।
নিজ নিজ গৃহে সবে করিলা গমন ॥ ১৬৩
সন্ধ্যাকালে গিয়া বিশ্বনাথের ভবন।
হত্যা দিলা কহি মান রক্ষ ত্রিনয়ন ॥ ১৬৪
নিশি শেষে স্বপ্নাদেশ কহে ভগবান।
অজেয় তুলসী দাস পণ্ডিত প্রধান ॥ ১৬৫
তারে মুখ্য পাত্র কর সে রাখিবে মান।
আমার আদেশ ইহা না হইবে আন ॥ ১৬৬
শিব বাক্য শুনি সবে আনন্দ পাইয়া।
প্রভাতে নৃপতি পাশে উত্তরিল গিয়া ॥ ১৬৭
বিজয়ী পণ্ডিতে কহে শুনহ ব্রাহ্মণ।
গোস্বামী তুলসী দাস শ্রেষ্ঠ বুধজন ॥ ১৬৮
তাঁরে মুখ্য পাত্র মোরা করিনু নির্ণয়।
রাখিনু তাঁহার শিরে জয় পরাজয় ॥ ১৬৯
ভূপ কহে হেথা তাঁরে কেমনে আনিব।
সবে মিলি চল তাঁর আশ্রমে যাইব ॥ ১৭০

এত কহি সঙ্গে লয়ে পণ্ডিত সমাজ।
আইলা তুলসী গৃহে কাশীপুর রাজ॥ ১৭১
যথা যোগ্য পূজা সব পণ্ডিতে করিয়া।
এক শিষ্যে প্রভু তবে কহিলা ডাকিয়া॥ ১৭২
লইয়া তাম্বুল পঞ্চ করহ গমন।
সব বুধে কর এক একটী অর্পণ॥ ১৭৩
তাম্বুলের সংখ্যা পঞ্চ অসংখ্য পণ্ডিত।
এক এক পায় সবে হেরি চমকিত॥ ১৭৪
এ প্রভুতা হেরি সেই বিজয়ী ব্রাহ্মণ।
তর্ক বিচারের আশা করিল বর্জ্জন॥ ১৭৫
সে পণ্ডিতে ডাকি কহে তুলসী তখন।
এই রামায়ণ তুমি করহ গ্রহণ॥ ১৭৬
যে যে পূর্ব্ব পক্ষ আসিয়াছ করিবারে।
তাহার সিদ্ধান্ত দেখ ইহার মাঝারে॥ ১৭৭
যদি তুমি নাহি পাও করিতে দর্শন।
করিতে আসিবে তর্ক আমার সদন॥ ১৭৮
পণ্ডিত লইয়া চলি গেল রামায়ণ।
গৃহে গিয়া পাঠ কার্য্য কৈল সমাপন॥ ১৭৯
সমগ্র পুরাণ শাস্ত্র সিদ্ধান্ত নিচয়।
আছে রামায়ণ মধ্যে হইয়া নির্ণয়॥ ১৮০
যে যে প্রশ্ন মনোমাঝে রচি রেখেছিল।
তাহার মীমাংসা গ্রন্থে দেখিতে পাইল॥ ১৮১

গ্রন্থারম্ভে প্রভু যেই কবিতা রচিল।
তার সমাধান গ্রন্থে হইয়া আছিল ॥ ১৮২

শ্লোক। নানা পুরাণ নিগমাগম সম্মতং
যদ্রামায়ণে নিগদিতং ক্বচিদন্যতোপি।
স্বান্তঃ সুখায় তুলসী রঘুনাথ গাথা
ভাষা নিবন্ধ মতি মঞ্জুল মাতনোতি ॥ ১৮৩

তুলসী আশ্রমে তবে পণ্ডিত আইল।
চরণে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল ॥ ১৮৪
কাশীবাসী বুধ জনে করি নিমন্ত্রণ।
সভা করি এই শ্লোক করিল পঠন ॥ ১৮৫
আনন্দ কাননে কোপি জঙ্গম তুলসী তরুঃ।
যৎ কাব্য মঞ্জরী ভাবাদ্রাম ভ্রমর ভূষিতঃ ॥ ১৮৬
হইয়া তুলসী শিষ্য সে পণ্ডিতবর।
সমর্পিল বহু দ্রব্য চরণ উপর ॥ ১৮৭
গুরু স্থানে লভি রাম ভক্তি উপদেশ।
গর্ব্ব ত্যজি গেল চলি অযোধ্যা প্রদেশ ॥ ১৮৮
কিছু দিন পরে এক েটকা আইল।
মন্ত্রবলে সে যক্ষিনী সুসিদ্ধ হইল ॥ ১৮৯
করিছে সকল লোক তার সমাদর।
মহত্ব পাইল কাশী নগর ভিতর ॥ ১৯০
সকাম বৈরাগী এক তার পাশে গেল।
আপন ভবনে সিদ্ধ তাহারে রাখিল ॥ ১৯১

সিদ্ধ নারী সনে তার মিত্রতা হইল।
বৈরাগী লইয়া হরি তারে পলাইল॥ ১৯২
গৃহে নারী নাহি যবে চেটকী হেরিল।
যক্ষিনীরে ডাক দিয়া তখন কহিল॥ ১৯৩
ভূপেরে ধরিয়া তুমি আনহ এখন।
নারী লয়ে সাধু মম কৈল পলায়ন॥ ১৯৪
শুনিয়া এ আজ্ঞা দ্রুত যক্ষিনী ধাইল।
চেটকী নিকটে ভূপে ধরিয়া আনিল॥ ১৯৫
চেটকী আদেশে কহে যক্ষিনী বচন।
না রহে কাশীতে যেন সাধু কোনজন॥ ১৯৬
সবার ছিঁড়িয়া মালা তিলক মুছিয়া।
আঁধার কূপেতে দেহ সে সব ফেলিয়া॥ ১৯৭
ভূপতি না কর যদি হেন আচরণ।
নিশ্চয় যাইবে তুমি যমের সদন॥ ১৯৮
ভূপ কহে দেহ মোরে যাইতে ভবন।
দিবা গতে তব আজ্ঞা করিব পালন॥ ১৯৯
যক্ষিনী ভূপেরে তবে গৃহে পাঠাইল।
পর দিন ভূপ আজ্ঞা প্রচার হইল॥ ২০০
সাধুগণ গল কণ্ঠী দিবে হে ছিঁড়িয়া।
ললাট তিলক দিবে সবার মুছিয়া॥ ২০১
রাজ ভৃত্য করে সাধু কণ্ঠির ছেদন।
সিদ্ধ কুণ্ড মাঝে করে সকল ক্ষেপন॥ ২০২

হাহাকার কাশীবাসী করিতে লাগিল।
যত সাধু জন সব ব্যাকুল হইল ॥ ২০৩
এক ধূর্ত্ত চেটকীরে কহিল যাইয়া।
তুলসীরকণ্ঠী কেন না দিলে ছিড়িয়া ॥ ২০৪
শুনি চেটকীর সৈন্য চলিল সাজিয়া।
দর্প করি বহুবিধ বাদ্য বাজাইয়া ॥ ২০৫
নগরের সব লোক দেখিতে চলিল।
গোস্বামীরে এক সাধু সে সংবাদ দিল ॥ ২০৬
করিবারে আপনার কণ্ঠীর ছেদন।
করিতেছে চেটকীর সৈন্য আগমন ॥ ২০৭
শুনিয়া তুলসী দাস কহিলা হাসিয়া।
এ কণ্ঠী যাহার তিনি দিবেন রাখিয়া ॥ ২০৮
চেটকীর সৈন্য যবে নিকট হইল।
সুতুমুল ঝড় তবে বহিতে লাগিল ॥ ২০৯
ঝড়বেগে গঙ্গা মাঝে পড়ে সৈন্যগণ।
চেটকী পড়িয়া জলে হয় অচেতন ॥ ২১০
দৈবের ইচ্ছায় ক্রমে কিনারা পাইল।
সংজ্ঞা লভি গোস্বামীর আশ্রমে যাইল ॥ ২১১
ত্রাহি ত্রাহি কহি ধরে প্রভুর চরণ।
আমি হে অজ্ঞান কর কৃপা বিতরণ ॥ ২১২
ক্ষম অপরাধ প্রভু তুমি হে আমার।
গোস্বামী তুলসী দাস কৃপা পারাবার ॥ ২১৩

হাসিয়া গোস্বামী তবে কহিলা বচন।
লঘু জন মত কর সাধুর সেবন॥ ২১৪
বর্ষ ভরি কর সাধু উৎসৃষ্ট গ্রহণ।
হইবে চেটকী তবে এ পাপ ক্ষালন॥ ২১৫
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা চেটকী তখন।
করে নিত্য সাধু সেবা প্রসাদ ভোজন॥ ২১৬
করিয়া চেটকী নিত্য হেন আচরণ।
হয় রামদাস রামভক্তি-পরায়ণ॥ ২১৭
রাঘব জনম দিনে কোন একবার।
তুলসী আশ্রমে এল সাধুর সম্ভার॥ ২১৮
জনম উৎসবে মাতি সহ সাধুজন।
করিছেন সবে রাম নাম সঙ্কীর্ত্তন॥ ২১৯
সাধুর জনতা-ক্রমে বাড়িতে লাগিল।
এক মাত্র রাম নাম ছাইয়া রহিল॥ ২২০
অযোধ্যা নগরবাসী ডোম একজন।
আইল তুলসীদাসে করিতে দর্শন॥ ২২১
অতি নীচ জাতি হেতু জনতা কারণ।
করিতে আশ্রমে নারে প্রবেশ লভন॥ ২২২
কোন এক সাধু জনে সে ডোম কহিল।
হেরিতে তুলসীদাসে বাসনা আছিল॥ ২২৩
আমি নীচ জাতি স্পর্শ করয়ে মলিন।
না দিলা দর্শন মোরে তুলসী প্রবীণ॥ ২২৪

গোস্বামী শুনিয়া অতি ত্বরিত আইলা।
কোথা বাস কর ডোমে জিজ্ঞাসা করিলা॥ ২২৫
সে কহে অযোধ্যাপুর আমার ভবন।
শুনি প্রভু করে তারে হৃদয়ে ধারণ॥ ২২৬
হল প্রেম-জল পূর্ণ যুগল নয়ন।
আশ্রম ভিতরে করে ডোমে আনয়ন॥ ২২৭
বসিতে আসন দিয়া করিল বিনয়।
কহে অপরাধ ক্ষম ওহে মহাশয়॥ ২২৮
যখন যাইবে তুমি অযোধ্যা নগর।
কহিবে তুলসীদাস রাঘব কিঙ্কর॥ ২২৯
কাশীতে বসিয়া রটে, রাম গুণগ্রাম।
রাঘব কৃপাতে পূর্ণ তার মনস্কাম॥ ২৩০
একদা হইল প্রভু মনে অভিলাষ।
হেরিতে অযোধ্যাপুর রাঘব নিবাস॥ ২৩১
ডাকিয়া কহিলা শিষ্যে কর আয়োজন।
শ্রীঅযোধ্যাপুরে আমি করিব গমন॥ ২৩২
আদেশ পাইয়া শিষ্য বহু নৌকা আনি।
সমস্ত প্রস্তুত কহে যুড়ি যুগ পাণি॥ ২৩৩
শুভ যাত্রা করে প্রভু শ্রীরামে স্মরিয়া।
সাধুর সমাজ সব সহিত লইয়া॥ ২৩৪
আটা ঘৃত আদি যত বস্তু প্রয়োজন।
বহু নৌকা পূর্ণ করি দিল শিষ্যগণ॥ ২৩৫

হেন সাজে সাজি তবে শ্রীতুলসীদাস।
চলিলা দর্শন তরে রাঘব নিবাস॥ ২৩৬
গঙ্গা সনে সরযুর সঙ্গম যথায়।
কিছু দিনে তরী আসি পঁহুছে তথায়॥ ২৩৭
নীরপতি ঘাট ঘাটী আর অনুগ্রাম।
জিজ্ঞাসে তুলসীদাস এই চারি নাম॥ ২৩৮
কহিলা পথিক এক করিয়া প্রণতি।
রাম সিংহ নামে আছে হেথা নরপতি॥ ২৩৯
শুন মহামতি রামদাস ঘাটী নাম।
সবে কহে রামপুর হয় এই গ্রাম॥ ২৪০
এই ঘাট রাম ঘাট করহ শ্রবণ।
দিতে হয় কর হেথা যে করে গমন॥ ২৪১
নাহি দিয়া কর কেহ নারে যাইবারে।
এ হেতু বিহিত কর কর্ত্তব্য দিবারে॥ ২৪২
রাম জয় নাম সবে করেছে ধারণ।
শুনিয়া তুলসীদাস সজল নয়ন॥ ২৪৩
কহিলা তখন প্রভু সহাস্য বদনে।
আগে কর দিব তবে করিব গমন॥ ২৪৪
গোস্বামীর আগমন শুনিয়া নৃপতি।
ত্বরিত আইলা তথা সমাজ সংহতি॥ ২৪৫
আদরে বন্দন করি তুলসী চরণ।
উপদেশ লয় ভূপ প্রেমেতে মগন॥ ২৪৬

আনন্দের ভরে কহে বিনয় বচন।
এ দাস—আতিথ্য নাথ করহ গ্রহণ ॥ ২৪৭
মোর কণ্ঠে কণ্ঠী প্রভু করহ প্রদান।
করহ বৈকুণ্ঠবাসী করুণা নিধান ॥ ২৪৮
তুলসী করিয়া কৃপা করিলা স্বীকার।
বহু দ্রব্য আনি ভূপ করিলা সম্ভার ॥ ২৪৯
সাধুগণ সনে প্রভু উৎসব করিলা।
নয়নে হেরিয়া ভূপ কৃতার্থ হইলা ॥ ২৫০
তুলসী শিক্ষাতে ভূপ সহ সব দেশ।
লভি রাম-ভক্তি সেবে সসাধু মহেশ ॥ ২৫১
তুলসী পাদুকা নৃপ রাখিলা ভবনে।
ইষ্টদেব সম পূজে আনন্দিত মনে ॥ ২৫২
অযোধ্যা হইতে প্রভু আসি ফিরে কাশী।
প্রেম ভক্তিভরে ভজে রাম সুখরাশি ॥ ২৫
রাখিছে ভৈরব পুরী প্রভাব অপার।
করে তেঁহ মনে মনে একদা বিচার ॥ ২৫৪
তুলসী আসিয়া মোর না করে পূজন।
আমার প্রতাপ তারে করাব দর্শন ॥ ২৫৫
সকোপ ভৈরব তবে করিয়া চিন্তন।
তুলসী বাহুতে করে প্রদাহ সৃজন ॥ ২৫৬
আচম্বিতে বহু পীড়া আসি উপজিল।
দারুণ যন্ত্রণা প্রভু পাইতে লাগিল ॥ ২৫৭

পীড়া দূর লাগি করে বিবিধ যতন।
তথাপি না হয় বাহু-পীড়া নিবারণ ॥ ২৫৮
তবে সে তুলসী দাস ভাবিলা অন্তরে।
অসাধ্য সাধন সব হনুমান করে ॥ ২৫৯
ভক্তি ভাবে তাঁর স্তব করিলে নিশ্চয়।
এ পীড়া আরোগ্য হবে নাহিক সংশয় ॥ ২৬০
মারুতির স্তুতি শ্লোক করিয়া রচন।
করিতে লাগিল তাহা সাদরে পঠন ॥ ২৬১
পাঠ মাত্র বাহু-পীড়া হয় নিবারণ।
স্বপ্ন নাশ হয় যথা কৈলে জাগরণ ॥ ২৬২
হইয়া ভৈরব পরে ক্রুদ্ধ হনুমান।
কহিল এ সব কথা শিব সন্নিধান ॥ ২৬৩
ভৈরবে কহিল তবে প্রভু পঞ্চানন।
রাম-দাসে তুমি দুঃখ না দিবে কখন ॥ ২৬৪
রাম-ভক্ত হয় মম প্রাণের সমান।
অতএব সদা কর তাহার কল্যাণ ॥ ২৬৫
মারুত পুত্রের স্তব তুলসী কথিত।
বাহুক বলিয়া আছে সর্ব্বত্র বিদিত ॥ ২৬৬
ভক্তি ভরে এই স্তব যে করে পঠন।
সর্ব্ব পীড়া হরে তার পবননন্দন ॥ ২৬৭
স্বপনে তুলসীদাসে কহে পঞ্চানন।
ভৈরবে জানিবে তুমি মোর মুখ্যগণ ॥ ২৬৮

তাঁহার চরণ তুমি করিবে বন্দন।
হইবে তাহাতে মোর প্রীতির বর্দ্ধন॥ ২৬৯
তুলসী লভিয়া আজ্ঞা আনন্দ পাইলা।
সাদরে ভৈরব পদে প্রণাম করিলা॥ ২৭০
তুলসী আশ্রমে বহু দ্রব্য একবার।
রাখিলা সেবক পূর্ণ করিয়া ভাণ্ডার॥ ২৭১
চুরি করিবারে চোর প্রবেশ করিল।
যামিনী একার্দ্ধ যবে বিগত হইল॥ ২৭২
করিতে লাগিল চোর দ্রব্যের হরণ।
এল ধনুঃশর করে বালক দুজন॥ ২৭৩
ভাণ্ডারের যত দ্রব্য করিল রক্ষণ।
নারিল করিতে চোর লয়ে পলায়ন॥ ২৭৪
হইল রজনী শেষে প্রভাত যখন।
হইল বিমল পূত তস্করের মন॥ ২৭৫
ধাইয়া ধরিল তারা তুলসী চরণ।
কহে রক্ষা কর প্রভু কৃপা-নিকেতন॥ ২৭৬
পুনঃ কহে কেবা সেই বালক দুজন।
করে যারা সারা নিশা ভাণ্ডার রক্ষণ॥ ২৭৭
তুলসী কহিলা তবে শুনিয়া বচন।
প্রকাশিয়া কহ মোরে সব বিবরণ॥ ২৭৮
চোর কহে তব দ্রব্য হরিতে আইনু।
বহু দ্রব্য ভাণ্ডারের বাঁধিয়া লইনু॥ ২৭৯

হেন কালে দু বালক করি আগমন।
এক গৌর এক শ্যাম নয়ন রঞ্জন ॥ ২৮০
ধনুঃশর করে উভে সহাস্য বদন।
লইয়া যাইতে দ্রব্য করিলা বারণ ॥ ২৮১
স্তম্ভিত হইনু মোরা করি দরশন।
না যাইল আগে পিছে মোদের চরণ ॥ ২৮২
হেন মতে সারা নিশা করিনু যাপন।
দুই শিশু তব দ্রব্য করিলা রক্ষণ ॥ ২৮৩
প্রভাত হইলে উভে গমন করিল।
পূর্ব্ব মত গতি-শক্তি মোদের হইল ॥ ২৮৪
হইল বিমল মন কুপ্রবৃত্তি গেল।
সর্ব্ব আশা বিরহিত অন্তর হইল ॥ ২৮৫
জিহ্বা চাহে রাম নাম করিতে গ্রহণ।
সাধু সঙ্গ করিবারে চাহিতেছে মন ॥ ২৮৬
আর নাহি গৃহে মোরা করিব গমন।
করিব সতত তব চরণ সেবন ॥ ২৮৭
ধন্য ধন্য কহে তবে তুলসী বচন।
দ্রুত গতি গিয়া ধরে তস্কর চরণ ॥ ২৮৮
রাম মন্ত্র দীক্ষা চৌর করিল গ্রহণ।
হইল দুঃখিত অতি তুলসীর মন ॥ ২৮৯
শ্রীরাম লক্ষ্মণ চেয়ে আছে কিবা ধন।
সে ধনে তেয়াগি মম তুচ্ছ ধনে মন ॥ ২০৯

সেই ধনে ধিক্ প্রভু শ্রম ভরে যার।
অদ্যাপিও কপটতা না গেল আমার ॥ ২৯১
গোস্বামী তুলসীদাস এত বিচারিয়া।
সকল সঞ্চিত ধন দিলা লুটাইয়া ॥ ২৯২
করঙ্গ কৌপিন মাত্র সম্বল রাখিল।
অবশিষ্ট কোন দ্রব্য গৃহে না রহিল ॥ ২৯৩
কাশীপুরে এক বিপ্র একদা মরিল।
তার পত্নী সহমৃতা হইতে চাহিল ॥ ২৯৪
স্নান করি পরিধান করিয়া বসন।
চলে কাশীপুর দেবে করিতে দর্শন ॥ ২৯৫
তুলসী আশ্রমে পরে করিয়া গমন।
গোস্বামী প্রভুর পদ করিল বন্দন ॥ ২৯৬
আছিলা ধ্যানেতে মগ্ন গোস্বামী তখন।
বিপ্র-পত্নী প্রতি কহে সহজ বচন ॥ ২৯৭
হউক রমণী তব সৌভাগ্য উদয়।
শুনিয়া বিপ্রের পত্নী হাসি তবে কয় ॥ ২৯৮
পতি মোর যমপুরে করিলা গমন।
আমিহ পশ্চাতে তাঁর যাইব এখন ॥ ২৯৯
রাখিতে আপন বাক্য করহ যতন।
চলিনু করিতে পতি চিতায় শয়ন ॥ ৩০০
হেরিলা গোস্বামী তবে নয়ন মেলিয়া।
প্রস্তুতা রমণী সহগমন লাগিয়া ॥ ৩০১

আপন কথিত বাক্য রক্ষার কারণ।
যথা ছিল মৃত তথা করিলা গমন ॥ ৩০২
উঠাইয়া দুই ভুজ মুদিয়া নয়ন।
জয় জয় সীতা রাম করে উচ্চারণ ॥ ৩০৩
কহিলা মৃতের দিকে চাহিবে যে জন।
অবশ্য হইবে অন্ধ তাহার লোচন ॥ ৩০৪
মৃতের মস্তক পরে রাখি দুই কর।
কহিলা তুলসীদাস রামের কিঙ্কর ॥ ৩০৫
আমি কিছু মাত্র নাহি জানি রঘুবর।
তুমি অন্তর্যামী সব তোমার গোচর ॥ ৩০৬
বলিতে বলিতে মৃত পাইল চেতন।
উঠিয়া ধরিল গিয়া তুলসী চরণ ॥ ৩০৭
ছিল লোক যত তার মধ্যে একজন।
হেরিল ঘটনা সব না মুদি নয়ন ॥ ৩০৮
তুলসীর আজ্ঞা নাহি করিয়া পালন।
অবিলম্বে হারাইল দুইটী নয়ন ॥ ৩০৯
ঘরে রহি তার পত্নী করিয়া শ্রবণ।
প্রভুর চরণ আসি করিল ধারণ ॥ ৩১০
কহে এক নেত্র মোর করিয়া হরণ।
পতিরে প্রদান কর একটী নয়ন ॥ ৩১১
আপন কথিত বাক্য রক্ষার কারণ।
এবমস্তু বাক্য প্রভু কহিলা তখন ॥ ৩১২

তৎক্ষণাৎ এক চক্ষু সে জন পাইল।
তাহার রমণী এক নেত্র হারাইল ॥ ৩১৩
একদা শ্রীকাশীপুরে কোন এক নর।
করিয়া গোহত্যা পাপ ব্যথিত অন্তর ॥ ৩১৪
আত্মীয় স্বজন তারে দিল তাড়াইয়া।
তুলসী আশ্রমে তবে সে জন যাইয়া ॥ ৩১৫
জুড়ি কর প্রভু পদ বন্দন করিল।
মোর মুখ নাহি কেহ হেরে সে কহিল ॥ ৩১৬
দারুণ গোহত্যা পাপ আমায় ঘিরিল।
সে হেতু আমারে সবে বর্জ্জন করিল ॥ ৩১৭
শুনিয়া তুলসীদাস কহিলা বচন।
রাম নামে সব পাপ করে পলায়ন ॥ ৩১৮
অতএব রাম নাম করহ গ্রহণ।
তবে দেহ ছাড়ি পাপ করিবে গমন ॥ ৩১৯
তোমার কুটুম্ব সনে হইবে মিলন।
নাহিক সন্দেহ রাম কহ দিয়া মন ॥ ৩২০
করিতে লাগিল তার রসনা রটন।
পবিত্র শ্রীরাম নাম কলুষ নাশন ॥ ৩২১
গোহত্যা আদিক পাপ সব পলাইল।
নিষ্পাপ শরীর তবে সে নর হইল ॥ ৩২২
আহ্বান করিয়া তার কুটুম্বেরগণ।
কহিলা তুলসীদাস মধুর বচন ॥ ৩২৩

পাপ মাত্র নাহি আর ইহার এখন।
ইহারে লইয়া গৃহে করহ গমন ॥ ৩২৪
যত্তপি ইহাতে থাকে কাহার সংশয়।
পরীক্ষা লইতে পারে কহিনু নিশ্চয় ॥ ৩২৫
কহিল কুটুম্বগণ মিলিয়া তখন।
প্রভু আগে আমাদের এই নিবেদন ॥ ৩২৬
শিষ্যগণ মধ্যে নন্দীশ্বর মুখ্য হন।
যত্তপি ইহার করে করেন ভোজন ॥ ৩২৭
তবে সে জানিব মোরা নিষ্পাপ এজন।
নতুবা ইহারে নারি করিতে গ্রহণ ॥ ৩২৮
তবে সে গোস্বামী বিশ্বনাথের ভবন।
সে নর কুটুম্ব সনে করিলা গমন ॥ ৩২৯
নতি করি নন্দীশ্বরে করিলা বিনয়।
নামের প্রতাপ তুমি জান মহাশয় ॥ ৩৩০
যদি থাকে পাপ নাম করিলে গ্রহণ।
এ নরের করে কিছু না কর ভোজন ॥ ৩৩১
এত বলি প্রভু তবে সে নরে কহিলা।
নিজ করে তুমি যেই মিষ্টান্ন আনিলা ॥ ৩৩২
নন্দীশ্বর অগ্রে তাহা রাখিয়া এখন।
মম সনে বহির্দ্দেশে করহ গমন ॥ ৩৩৩
দেব গৃহদ্বার প্রভু সুরুদ্ধ করিয়া।
বসিলা সবার সনে বাহিরে আসিয়া ॥ ৩৩৪

কৌতুক দেখিতে বহু জনতা বাড়িল।
দ্বার প্রতি লক্ষ্য করি সকলে রহিল ॥ ৩৩৫
কিয়ৎক্ষণ পরে প্রভু কহিলা সবারে।
উদ্ঘাটন করি দ্বার দেখ এই বারে ॥ ২৩৬
দ্বার খুলি গিয়া সবে দেখিল তখন।
করিয়াছে নন্দাশ্বর মিষ্টান্ন ভোজন ॥ ৩৩৭
কাশীবাসী কহে জয় তুলসীর জয়।
হইল বিস্ময় পূর্ণ সবার হৃদয় ॥ ৩৩৮
পাপমুক্ত জানি এবে কুটুম্বেরগণ।
আনন্দে সে নরে করে সমাজে গ্রহণ ॥ ৩৩৯
অনন্তর করি প্রভু অযোধ্যা গমন।
কিছু দিন রহে ধ্যানে লাগাইয়া মন ॥ ৩৪০
এক বিপ্র শিশু মরে অযোধ্যা নগরে।
তাহার জনক তবে অতি শোক ভরে ॥ ৩৪১
তুলসী চরণ প্রান্তে আসিয়া পড়িল।
লোক রীতি প্রভু তারে বহু বুঝাইল ॥ ৩৪২
তথাপি প্রবোধ তার মনে নাহি ধরে।
বিবিধ বিলাপ প্রভু অগ্রে পড়ি করে ॥ ৩৪৩
রাখিয়া তুলসী দ্বারে সে মৃত শরীর।
ত্যজিল ভোজন স্নান না ছুঁইল নীর ॥ ৩৪৪
বিপ্র-শোক-অগ্নি দহে তুলসী হৃদয়।
চিন্তে কি উপায়ে বিপ্র শোক দূর হয় ॥ ৩৪৫

চিন্তিয়া তুলসী কহে হে বায়ু কুমার।
এ বিপদ কালে তুমি আমার আধার ॥ ৩৪৬
স্বপ্নে দেখা দিয়ে তবে কহে হনুমান।
জিয়াইব বিপ্র সুত না হইবে আন ॥ ৩৪৭
অবশ্য নাশিব রাম-ভকতের শোক।
এত কহি গেলা প্রভু যমরাজ লোক ॥ ৩৪৮
প্রেতপুর-রাজে বীর কহিলা যাইয়া।
বিপ্র বালকের জীব দাও হে আনিয়া ॥ ৩৪৯
যম কহে নাহি হেথা বিপ্র সুত জীব।
অসম্ভব বাণী কহি ঘটাও অশিব ॥ ৩৫০
প্রত্যয় যদ্যপি নাহি হয় হনুমান।
দুইবারে পার তুমি করিয়া সন্ধান ॥ ৩৫১
মারুতি যমের লোক খুঁজিলা আপনে।
বিপ্র সুত জীব নাহি দেখিলা নয়নে ॥ ৩৫২
হইয়া কোপের বশ পবন নন্দন।
লাঙ্গুলে সাপটি ধরি সগণ শমন ॥ ৩৫৩
ডাক দিয়া কহে কপি যমেরে তখন।
জিয়াইয়া দেহ বিপ্র-বালকে এখন ॥ ৩৫৪
নতুবা তোমার লোক সব তব সনে।
উপাড়ি করিব নাশ আমি এই ক্ষণে ॥ ৩৫৫
কহিব প্রভুরে যম করিতে সৃজন।
তব সম লোকপাল অন্য একজন ॥ ৩৫৬

অতি ভীত যম তবে কহিলা বচন।
সাধ্য নাহি বিধি লিপি করিতে খণ্ডন॥ ৩৫৭

শ্লোক। লিখিতা চিত্র গুপ্তেন ললাটাক্ষর মালিকা।
সানচালয়িতুং শক্যা ত্রিদশৈরহরেরপি॥ ৩৫৮

হাসিয়া কহিলা তবে পবন কুমার।
সত্য বটে যমরাজ বচন তোমার॥ ৩৫৯
কিন্তু মম প্রভু ভক্ত শুনহ প্রবীণ।
নহে কভু সাধারণ বিধির অধীন॥ ৩৬০
রামদাস বিধি-লিপি করে হে খণ্ডন।
শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি প্রমাণ বচন॥ ৩৬১
যদ্ধাত্রা লিখিতং ভালে তন্মৃষা নৈব জায়তে।
ঋতে শ্রীরাম দাসানাং প্রেম নির্ভর চেতসাম॥ ৩৬২
তবে যম আনি দ্বিজ-বালকের প্রাণ।
অর্পি হনু করে রাখে আপন সম্মান॥ ৩৬৩
কপীশ কৃপাতে পায় বালক জীবন।
বাজিল অযোধ্যাপুরে বিবিধ বাজন॥ ৩৬৪
হইলা তুলসীদাস আনন্দিত মন।
হেন মতে কিছুকাল করিলা যাপন॥ ৩৬৫
তাঁহার নিকটে এক আইল বণিক।
রাম দরশন তার লালসা অধিক॥ ৩৬৬
প্রণমি প্রভুর পদে কহে অভিলাষ।
কঠিন লালসা কহে শ্রীতুলসীদাস॥ ৩৬৭

অতি অসম্ভব হয় রাম দরশন।
যোগী কোটি জন্ম ক্ষয় করে সে কারণ ॥ ৩৬৮
বণিক কহিলা তবে নাহি কি উপায়।
যদি থাকে কহ কৃপা করিয়া আমায় ॥ ৩৬৯
হাসি কহে প্রভু তারে শুন সদাগর।
কহিব উপায় যদি সাধ্য থাকে কর ॥ ৩৭০
ভূতলে গাড়িয়া বর্শা তরু পরে চড়
তথা হতে লম্ফ দিয়া তদুপরি পড় ॥ ৩৭১
বণিক পুছিল সত্য কিবা উপহাস।
গোস্বামী কহিলা সত্য করহ বিশ্বাস ॥ ৩৭২
শুনিয়া বণিক বর্শা ভূতলে গাড়িল।
জিনিবার তরে ত্বরা উপরে উঠিল ॥ ৩৭৩
উঠিয়া মরণ ভয় হইয়া অন্তরে।
না পারিল লম্ফ দিতে বর্শার উপরে ॥ ৩৭৪
ভূতলে প্রোথিত বর্শা তরুতে বণিক।
হেরি জিজ্ঞাসিলা এক ক্ষত্রিয় পথিক ॥ ৩৭৫
বণিক কহিলা তারে সব বিবরণ।
শুনিয়া ক্ষত্রিয় হাসি কহিল বচন ॥ ৩৭৬
কেন ভাই অকারণ নাশিবে জীবন।
তরুপর হতে নামি আইস এখন ॥ ৩৭৭
তোমাকে দিব হে আমি বহু মূলধন।
বাণিজ্য করিয়া কর সংসার পালন ॥ ৩৭৮

মানিয়া ক্ষত্রিয় বাক্য বণিক তখন।
ধন লয়ে চলি গেল আপন ভবন ॥ ৩৭৯
ক্ষত্রিয় বিচার করে মনে আপনার।
গোস্বামী বচন মিথ্যা নহে হইবার ॥ ৩৮০
নিশ্চয় করিয়া মনে উঠি তরুপরে।
লম্ফ দিল বর্শাপরে পড়িবার তরে ॥ ৩৮১
ভকত বৎসল রাম কৃপা নিকেতন।
দু বাহু পসারি ক্রোড়ে করিলা ধারণ ॥ ৩৮২
হইল দুন্দুভি ধ্বনি নগর ভিতর।
গাইল সুযশ তার সব নারী নর ॥ ৩৮৩
তুলসী বাক্যেতে করি বিশ্বাস স্থাপন।
অগত্যে ক্ষত্রিয় পায় রাম নারায়ণ ॥ ৩৮৪
গোস্বামী লিখিলা যাহা নিজ রামায়ণে।
লিখি জানাইব তাহা আনি সাবধানে ॥ ৩৮৫
(চৌপাই "কৌনহি সিধি কি বিনু বিশ্বাস।
বিনু হরি ভজন না ভব ভয়নাশ ॥" ৩৮৬
অর্থ হয় কি কোনও সিদ্ধি নহিলে বিশ্বাস।
না ভজিলে হরি নহে ভব ভয় নাশ ॥ ৩৮৭)
এক দিন গিয়া প্রভু সরযূর তীরে।
নামিলা করিতে স্নান নিরমল নীরে ॥ ৩৮৮
কোন এক নারী তীরে বসন রাখিয়া।
করিতে আছিল স্নান সলিলে পশিয়া ॥ ৩৮৯

গোস্বামীর দৃষ্টি নারী প্রতি না পড়িল।
ললনা লজ্জার বশে তথাপি কহিল ॥ ৩৯০
মোর অগ্রে পৃষ্ঠ রাখি রহ দাঁড়াইয়া।
রামের শপথ নাহি আসিবে উঠিয়া ॥ ৩৯১
স্নান করি গেল নারী আপনার ঘর।
রহিলা তুলসীদাস জলের ভিতর ॥ ৩৯২
শপথ মানিয়া প্রভু সলিলে রহিল।
সে নারী সে কথা নাহি স্মরণ করিল ॥ ৩৯৩
হইল নগর মাঝে ঘটনা প্রচার।
রহিল তুলসী প্রভু জল মাঝে ঠাড় ॥ ৩৯৪
শপথ বৃত্তান্ত তবে সে নারী স্মরিল।
দ্রুতগতি সরযূর তীরে পঁহুছিল ॥ ৩৯৫
তুলসী দাসেরে পুন কহিল বচন।
রামের শপথ কর আশ্রমে গমন ॥ ৩৯৬
উঠিলা করিয়া প্রভু শপথ শ্রবণ।
আইলা পুরের মাঝে নিজ নিকেতন ॥ ৩৯৭
জলের ভিতর তেঁহ ছিলা বহুক্ষণ।
পদ মাংস জলচর করিল ভোজন ॥ ৩৯৮
রাম শপথের ভয় প্রভাব এমন।
সে শপথ করি মিথ্যা কহয়ে কুজন ॥ ৩৯৯
তুলসী দাসের সব মহিমা উদার।
হইল সকল দেশে নগরে প্রচার ॥ ৪০০

দিল্লীর সম্রাট পরে সংবাদ শুনিলা।
গোস্বামীরে আনিবারে দূত পাঠাইলা॥ ৪০১
কাশীপুরে আসি দূত প্রভুরে ভেটিলা।
রাজাজ্ঞা যাইতে দিল্লী তাঁহারে কহিলা॥ ৪০২
গোস্বামী করিলা চিন্তা করিয়া শ্রবণ।
বাদসাহ পাশে মম কিবা প্রয়োজন। ৪০৩
দিল্লী দরবারে যদি না করি গমন।
আসিবেক সাহ হেথা করিতে দর্শন॥ ৪০৪
হইবে জীবের ক্লেশ তাহাতে নিশ্চয়।
কর্ত্তব্য গমন মম এই হেতু হয়॥ ৪০৫
লইয়া তুলসী দাস সাধুর সমাজ।
চলিলা নগর দিল্লী স্মরি রঘুরাজ॥ ৪০৬
করিলা সম্রাট তাঁর সাদর সৎকার।
আহ্বান করিয়া তাঁরে আপন দরবার॥ ৪০৭
কহিলা করেছ তুমি ঈশ্বর দর্শন।
দেখাও আমারে কিছু সিদ্ধির লক্ষণ॥ ৪০৮
গোস্বামী কহিলা প্রভু রাম মোর স্বামী।
রাম ধ্যান রাম জ্ঞান রাম দাস আমি॥ ৪০৯
দিল্লীর সম্রাট তুমি প্রতাপে প্রবল।
তোমারে করিতে তুষ্ট নাহিক সম্বল॥ ৪১০
শুনিয়া হইলা সাহ কুপিত অন্তরে।
আজ্ঞা দিলা কারাগারে নিক্ষেপের তরে॥ ৪১১

কহিলা দূতেরে শীঘ্র করহ বন্ধন।
বৃথা অভিমানী কহে কুটিল বচন॥ ৪১২
রাখহ আবদ্ধ করি দুষ্টে কারাগারে।
দেখিব ইহার রাম কি করিতে পারে॥ ৪১৩
আজ্ঞামাত্র দূত কারাগারে নিক্ষেপিল।
রাজ দণ্ডে যেন দোষী দণ্ডিত হইল॥ ৪১৪
মনে মনে করে তবে গোস্বামী বিচার।
আমার সহায় মাত্র পবন কুমার॥ ৪১৫
এক পদ রচি করে হনুরে স্মরণ।
তাহার গঠন এবে শুন শ্রোতৃগণ॥ ৪১৬
"এসো তোঁহি না বুঝিয়ে হনুমান টীলে।
হাঁক শুন দশকণ্ঠাকে ভয়ে নন্দন টীলে॥ ৪১৭
দশানন সুরক্ষিত লঙ্কার প্রাকার।
করিত বিদীর্ণ যার দারুণ হুঙ্কার॥ ৪১৮
তাঁহার প্রতাপে ভীত নহিল যবন।
কারাগারে তাঁর দাসে করিল ক্ষেপণ॥ ৪১৯
রচিয়া তুলসী দাস পদ করে গান।
হইল জানিয়া ক্রুদ্ধ বীর হনুমান॥ ৪২০
প্রভাতে তপন যবে উদয় হইল।
দিল্লীপুরে অগণিত কপি দেখা দিল॥ ৪২১
তরু গুল্ম গৃহ পথ প্রাসাদ শিখর।
বিকট মর্কট পূর্ণ হইল নগর॥ ৪২২

বানর নিকর উঠি অট্টালিকা পরে।
কর্ণিশ কলস চূর্ণ অনায়াসে করে॥ ৪২৩
করিয়া ভৈরব রব শাখা-মৃগগণ।
প্রবেশ করিছে পুরবাসী নিকেতন॥ ৪২৪
প্রবেশিল দলে দলে অসংখ্য বানর।
সাহের ভবন লালকেল্লার ভিতর॥ ৪২৫
সাহের সৈনিক তোপ দাগিতে লাগিল।
তথাপি বানর নাহি হটিয়া আইল॥ ৪২৬
অন্তঃপুর মাঝে বহু কপি প্রবেশিয়া।
বেগমগণেরে ধরি দেয় ফেলাইয়া॥ ৪২৭
আঁচড় কামড় মারে বসন ছিঁড়িয়া।
নানা রঙ্গ করে দন্ত বাহির করিয়া॥ ৪২৮
হইল বানর ভয়ে ভীত পুরজন।
জীবনের আশা সবে করিল বর্জ্জন॥ ৪২৯
ব্যাকুল দুর্দ্দশা দেখি সম্রাট হইয়া।
সুবোধ সচিবগণে ডাকি আনাইয়া॥ ৪৩০
আদেশ করিল সবে করহ বিচার।
কি কারণে হয় এই জুলুম অপার॥ ৪৩১
প্রাচীন সচিব এক কহিল রাজন।
অতীব গর্হিত এক কৈলে আচরণ॥ ৪৩২
কয়েদ করিলে তুমি এক সাধুজনে।
ঘটিল দুর্দ্দশা তব তাহার কারণে॥ ৪৩৩

সচিবের সনে করে বাদসা বিচার।
দিল্লি নগরেতে পড়ি গেল হাহাকার ॥ ৪৩৪
এক এক পুরজন পরে আক্রমণ।
অসংখ্য বানর আসি করিল তখন ॥ ৪৩৫
পুরনারীগণ কেশ টানিতে লাগিল।
বসন ভূষণ ধরি কাড়িয়া লইল ॥ ৪৩৬
প্রাণ ভয়ে কেহ কেহ ভূতলে পড়িল।
দারুণ আঘাতে শিরে রুধির বহিল ॥ ৪৩৭
জনক জননী সুতা সুতেরে ত্যজিয়া।
রাখিতে আপন প্রাণ যায় পলাইয়া ॥ ৪৩৮
দিল্লি পুরবাসী সব করিতে রোদন।
অকালে প্রলয় এই বিধির ঘটন ॥ ৪৩৯
কারাগারে করি ভবে বাদসা গমন।
তুলসীদাসের করে চরণ ধারণ ॥ ৪৪০
যোড় কর করি কহে বিনয় বচন।
দেখিনু প্রভাব এবে কর সম্বরণ ॥ ৪৪১
তুলসী কহিলা সাহ মোর কি প্রভাব।
জানিবে অন্তরে ইহা রামের প্রতাপ ॥ ৪৪২
চাহ যদি মহারাজ আপন ভালাই।
প্রচার করহ পুরে রামের দোহাই ॥ ৪৪৩
হইল বানর থানা এ দিল্লী তোমার।
দ্বিতীয় সহর তুমি রচ পুনর্ব্বার ॥ ৪৪৪

শিরে আজ্ঞা ধরি সাহ করি আগমন।
রামের দোহাই করে নগরে ঘোষণ ॥ ৪৪৫
কপি ক্ষান্ত হয় সাহ করি দরশন।
আনাইল গোস্বামীরে আপন ভবন ॥ ৪৪৬
বহু সমাদর আর বিবিধ সৎকার।
করিলা যবন রাজ সহ পরিবার ॥ ৪৪৭
দ্বিতীয় নগর পরে করি নিরমান।
সসৈন্যে করিলা গিয়া তথা অবস্থান ॥ ৪৪৮
যমুনার তীরে ঘাট প্রস্তুত করিলা।
রাম ঘাট আখ্যা দিয়া ভুমে প্রচারিলা ॥ ৪৪৯
করিয়া সাবেক পুর প্রভুরে অর্পণ।
বসাইলা তাঁরে তথা করিয়া যতন ॥ ৪৫০
সুরদাস নামে এক সাধু মহাজন।
ছিলা ব্রজপুরে সাহ করিল শ্রবণ ॥ ৪৫১
শুনিয়া লোকের মুখে তাঁহার কীরতি।
তাঁরে হেরিবার তরে অভিলাষ অতি ॥ ৪৫২
বুদ্ধিমান দূত ব্রজে করিলা প্রেরণ।
আনিবারে সুরদাসে দর্শন কারণ ॥ ৪৫৩
ব্রজে দূত গিয়া করে সুর দরশন।
সম্রাটের অভিলাষ কৈল নিবেদন ॥ ৪৫৪
দূত সহ সুরদাস করি আগমন।
তুলসী দাসের সনে করিলা মিলন ॥ ৪৫৫

তুলসী সুরের সনে মিলিলা যখন।
রাম কৃষ্ণ ময় পুর হইল তখন ॥ ৪৫৬
একত্রে উভয়ে গেল সাহ দরবার।
আদর করিয়া সাহ করিলা সৎকার ॥ ৪৫৭
সুরে সাহ কহে এবে শুন মহাজন।
তোমার প্রভাব মোরে করাও দর্শন ॥ ৪৫৮
সুর কহে তুলসীর চরিত অপার।
হেরিয়া সন্দেহ মনে না গেল তোমার ॥ ৪৫৯
অন্তঃপুরে তব সুতা করিছে বসতি।
তাহার চরিত তুমি শুন মহামতি ॥ ৪৬০
পরম সুন্দরী কৃষ্ণ রাম সখী ছিলা।
কোন পাপ হেতু তব ভবনে আইলা ॥ ৪৬১
শীঘ্র ব্রজপুরে তারে করহ প্রেরণ।
যথা বাস করিতেছে শ্রীরাধা রমণ ॥ ৪৬২
প্রতীতি যদ্যপি নাহি হয় তব মনে।
আমার বচন তব শুনহ শ্রবণে ॥ ৪৬৩
বাম জঙ্ঘা দেশে এক তিল বর্ত্তমান।
কপোলে আছয়ে শ্যাম মূর্ত্তি বিদ্যমান ॥ ৪৬৪
এ বাক্য শুনিয়া সাহ অন্তঃপুরে গেল।
সুতারে সকল কথা বিবরি কহিলা ॥ ৪৬৫
পিতার এ কথা সুতা করিয়া শ্রবণ।
সভা মাঝে সুর পাশে কৈলা আগমন ॥ ৪৬৬

তার জঙ্ঘা দেশে তিল দেখিলা সকলে।
শ্যামল সুন্দর মূর্ত্তি আছয়ে কপোলে॥ ৪৬৭
সম্রাট আশ্চর্য্য হেরি পুছে দাস সনে।
ভ্রম দূর কর মোর কাহানি কারণে॥ ৪৬৮
সাধু কহে তব সত্য কৃষ্ণ সখী ছিলা।
অভিমান কৃষ্ণ পরে একদা করিলা॥ ৪৬৯
আমি মান ভাঙ্গাইতে করিনু সাধনা।
করিনু বিনয় বহু বিবিধ জল্পনা॥ ৪৭০
দারুণ মানের ভরে রহিলা যখন।
মম অনুরোধ হৃদে না করি ধারণ॥ ৪৭১
অভিশাপ তবে তারে করিনু প্রদান।
হবে কৃষ্ণবিয়োগিনি তবে যাবে মান॥ ৪৭২
হেন কালে আসি তথা মদনগোপাল।
সখি করে ধরি চুম্বে কপোল বিশাল॥ ৪৭৩
ভাঙ্গিয়া বিপুল মান করিয়া আদর।
সঙ্গে লয়ে গেল তাঁরে কুঞ্জের ভিতর॥ ৪৭৪
ভকৎ বৎসল হরি জানে সর্ব্বজন।
রাখিতে ভক্তের মান সদা সযতন॥ ৪৭৫
অন্তর্যামী ভগবান নন্দের নন্দন।
অন্তরে জানিয়া মম শাপ বিবরণ॥ ৪৭৬
কহে শুন সখি এবে আমার বচন।
আমার দাসের বাক্য না হবে খণ্ডন॥ ৪৭৭

সাহ সুতা রূপে তুমি জনম লভিবে।
অল্প কালে তনু ত্যজি আমারে পাইবে ॥ ৪৭৮
শরীর ত্যজিয়া তবে সাহের নন্দিনী।
হইলা আসিয়া ব্রজে ব্রজবাসিনী ॥ ৪৭৯
বৃত্তান্ত শুনিয়া সাহ বিস্ময় ত্যজিল।
পুনঃ পুনঃ সুর পদে প্রণাম করিল ॥ ৪৮০
বহুদিন সুরদাস দিল্লীতে রহিলা।
সাধু সঙ্গে মহানন্দে মগন হইলা ॥ ৪৮১
শ্রীতুলসী সুর উভে বাজারে বসিয়া।
একদা আছয়ে হরি কথাতে মাতিয়া ॥ ৪৮২
হেনকালে বাদসাহ প্রমত্ত বারণ।
আসিতে আছিল দোঁহে না করে দর্শন ॥ ৪৮৩
ফুকারি কহিল লোকে কর পলায়ন।
নতুবা গজের করে যাইবে জীবন ॥ ৪৮৪
সুরদাস গোস্বামীরে কহিলা বচন।
আমি না রহিতে হেথা পারিব এখন ॥ ৪৮৫
অতি শিশু হয় মোর প্রভু নন্দলাল।
কেমনে বধিবে মত্ত বারণ বিশাল ॥ ৪৮৬
তুমি বসি রহ হেথা নির্ভয় অন্তরে।
তব প্রভু রঘুনাথ করে ধনু ধরে ॥ ৪৮৭
এত কহি সুরদাস উঠি পলাইল।
অঙ্ক গত নন্দলালে লইয়া চলিল ॥ ৪৮৮

শ্রীতুলসী প্রভু রঘু নন্দনে স্মরিয়া ;
রহিলা নির্ভয় চিত্তে তথায় বসিয়া॥ ৪৮৯
গোস্বামী সমীপে গজ ধাইয়া আইল।
আচম্বিতে শর তার মস্তকে পড়িল॥ ৪৯০
জীবন ত্যাজিল গজ করিয়া চিৎকার।
জ্ঞাত আছে এ বৃত্তান্ত সকল সংসার॥ ৪৯১
শ্রীতুলসী সুর পুন মিলিত হইলা ;
কাশীধাম শুভ যাত্রা আনন্দে করিলা। ৪৯২
না ভজি পরম ভক্ত সাধু মহাজন।
যাঁর ভক্তমাল গ্রন্থ অমূল্য রতন॥ ৪৯৩
সব সাধু জনে তেঁহ কৈলা নিমন্ত্রণ।
সবার দর্শন লভি দিবাযে ভোজন॥ ৪৯৪
তুলসী সে নিমন্ত্রণ লইলা যখন।
মনে মনে এ বিচার করিলা তখন॥ ৪৯৫
অজ্ঞাত ব্রাহ্মণ পক্ক অন্নাদি ব্যঞ্জন।
দ্বিজের কর্ত্তব্য নহে করিতে ভোজন॥ ৪৯৬
বিচার করিয়া প্রভু স্থির কৈলা মনে।
গমন উচিত নহে নাভার ভবনে॥ ৪৯৭
স্বপ্ন যোগে হনুমান কহিলা তাঁহারে।
ভক্তরাজ বলি তুমি জানিবে নাভারে॥ ৪৯৮
দ্রুত গতি যাও তুমি তার নিকেতন।
চলিলা তুলসী লভি আজ্ঞা শাসন॥ ৪৯৯

আইলা প্রান্তরে যবে নগর ত্যজিয়া।
যে ঘটনা হয় তথা শুন মন দিয়া॥ ৫০০
ইন্দ্রজিত নামে তথা রাজা এক ছিল।
কবির সমাজ আনি তেঁহ জোটাইল॥ ৫০১
করিলা কেশব দাসে কবি শিরোমণি।
শ্রীরাম চন্দ্রিকা যাঁর রামরসখণি॥ ৫০২
কবির সমাজ হেরি রাজা চিন্তে মনে।
সাধু সঙ্গ স্থায়ী মম হইবে কেমনে॥ ৫০৩
পুছিলা মন্ত্রজ্ঞ দ্বিজে উপায় তখন।
তেঁহ কহে মন্ত্রে হয় অসাধ্য সাধন॥ ৫০৪
স্থায়ী সাধু সঙ্গ যদি তব ইচ্ছা হয়।
তবে প্রেত যজ্ঞ তুমি কর মহাশয়॥ ৫০৫
বিপ্রের বচনে রাজা আনন্দ পাইলা।
বিধি অনুসারে প্রেত যজ্ঞ আরম্ভিলা॥ ৫০৬
যথা শাস্ত্র যজ্ঞ কার্য্য সমাপি রাজন।
কবিগণ সহ তনু করিলা বর্জ্জন॥ ৫০৭
নরতনু ত্যজি সবে প্রেত-দেহ ধরে।
কাব্যরস-সুধা সদা আস্বাদন করে॥ ৫০৮
কেশব রচিত রাম-চন্দ্রিকা তখন।
সম্পূর্ণ হইল নাহি হইল শোধন॥ ৫০৯
সেকবি কেশব বট তরু পরে রহে।
পথিক জনেরে হেরি এই কথা কহে॥ ৫১০

শ্রীরামচন্দ্রিকা কেহ করিয়া গ্রহণ।
তুলসী দাসেরে দিয়া করাও শোধন ॥ ৫১১
সে কথা তুলসী দাস করিয়া শ্রবণ।
বট তরুতলদেশে করিলা গমন ॥ ৫১২
তরুর উপর হতে কেশব নামিয়া।
তুলসী চরণ পদ্ম ধরিলা ধাইয়া ॥ ৫১৩
কহিলা আমারে প্রভু করহ উদ্ধার।
তোমারে দিলাম গ্রন্থ সংশোধন ভার ॥ ৫১৪
তুলসী কহিলা তবে হাসিয়া তাহারে।
শ্রীরাম চন্দ্রিকা পড়ি শুনাও আমারে ॥ ৫১৫
কেশব চন্দ্রিকা পাঠ আরম্ভ করিলা।
শুনি প্রভু সংশোধন করিতে লাগিলা ॥ ৫১৬
হইলে সমগ্র গ্রন্থ পাঠ সমাপন।
জয় রাম বলি কবি কৈলা উচ্চারণ ॥ ৫১৭
কেশব প্রেতের দেহ ত্যজিয়া তখন।
আনন্দে বৈকুণ্ঠ পুরে করিল গমন ॥ ৫১৮
নাভা নিকেতনে তবে গোস্বামী চলিলা।
ভোজন সময়ে গিয়া তথা উত্তরিলা ॥ ৫১৯
নাভাজী তাঁহারে হেরি না কহে বচন।
তাঁর নীতিশীল রীতি পরীক্ষা কারণ ॥ ৫২০
পঙক্তি ত্যজি নীচস্থানে গোস্বামী বসিলা।
সাধু উপানহ পরে পত্র বিছাইলা ॥ ৫২১

নাভাজী সে রীতি হেরি আনন্দ পাইলা।
তুলসীরে ধরি পঙক্তি মাঝে বসাইলা॥ ৫২২
পুনঃ পুনঃ করি তাঁর চরণ বন্দন।
সাদরে মিলন করি করায় ভোজন॥ ৫২৩
তুলসী করিলা তথা কিছু দিন বাস।
সাধুজন সঙ্গে করি হৃদয়ে উল্লাস॥ ৫২৪
নাভাজী বিমল মতি তাঁহারে হেরিয়া।
ভক্তমাল মাঝে রাখে চরিত্র লিখিয়া॥ ৫২৫
নাভাজি লিখিলা করি ছন্দের বন্ধনে।
আমি তাহা কহি এবে শুন শ্রোতৃগণে॥ ৫২৬
ত্রেতায় বাল্মিকী শত কোটী রামায়ণ।
রচিলা ব্রহ্মাণ্ড জীব নিস্তার কারণ॥ ৫২৭
একাক্ষর করে পাপী জীব উচ্চারণ।
ব্রহ্ম হত্যা আদি পাপ করে পলায়ন॥ ৫২৮
কলিযুগে ভক্তে সুখ দিবার কারণ।
পুনঃ রাম লীলা তবে করিলা বর্ণন॥ ৫২৯
অহর্নিশি রাম ব্রত করিয়া ধারণ।
রাম পাদ-পদ্ম-সুধা করে আস্বাদন॥ ৫৩০
করাল এ কলিকাল অপার সংসার।
কলি মল-দিগ্ধ নরে করিবারে পার॥ ৫৩১
রামায়ণ দৃঢ় তরী করিলা গঠন।
হইয়া শ্রীতুলসী বাল্মিকী তপোধন॥ ৫৩২

আইলা তুলসী পরে ধাম বৃন্দাবন।
হইলা রাঘব যথা নন্দের নন্দন ॥ ৫৩৩
চতুর অশীতি ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল।
করিলা তুলসী পরিভ্রমণ সকল ॥ ৫৩৪
অভেদ রাঘব কৃষ্ণ করি দরশন।
পরম আনন্দে মন হইল মগন ॥ ৫৩৫
পুনরপি বৃন্দাবনে করি আগমন।
যমুনার প্রতি ঘাটে করিলা মজ্জন ॥ ৫৩৬
প্রতি দেবালয়ে হেরি প্রভুর মুরতি।
শ্রীজ্ঞান গুদরী ধামে করিলা বসতি ॥ ৫৩৭
আছিলা মহান্ত তথা শ্রীপরশুরাম।
কৃষ্ণ উপাসক কৃষ্ণভক্ত গুণধাম ॥ ৫৩৮
তুলসীদাসের সেই নিরখিয়া রীতি।
সাধু সঙ্গ করিবারে বাড়ে অতি প্রীতি ॥ ৫৩৯
শ্রীতুলসী দাস সনে করি সাধু সঙ্গ।
বাড়ে নিত্য নব নব প্রেম রস রঙ্গ ॥ ৫৪০
পরশুরামের দেব মন্দির ভিতরে।
শ্রীনাথ শ্রীকৃষ্ণ রূপ ধরিয়া বিহরে ॥ ৫৪১
পীতাম্বর পরিধান মুরলী অধরে।
গলে বনমালা শিখিপুচ্ছ চূড়াপরে। ৫৪২
শোভিছে মুরতি কিবা ললিত ত্রিভঙ্গে।
হরিতেছে জন মন শ্রীরাধিকা সঙ্গে ॥ ৫৪

আসিয়া তুলসীদাস দেব নিকেতন।
উপক্রম করে যবে করিতে বন্দন ॥ ৫৪৪
শুন মোর বাক্য প্রভু কহে পশুরাম।
আগে প্রদক্ষিণ পরে কর্ত্তব্য প্রণাম ॥ ৫৪৫
নিজ নিজ ইষ্টদেবে সবে নমস্কারে।
মুর্খজন ইষ্টহীন স্থানে নতি করে ॥ ৫৪৬
মহান্ত বচন শুনি হইয়া উল্লাস।
সীতা রাম স্মরি কহে শ্রীতুলসীদাস ॥ ৫৪৭
যে শোভা ধরেছে আজ শ্রীরঘুনন্দন।
মম সাধ্য নাহি ইহা করিতে বর্ণন ॥ ৫৪৮
বংশী ত্যজি ধর যদি শর শরাসন।
তুলসীর শির তবে নমিবে চরণ ॥ ৫৪৯
তুলসীর রুচি দেখি যশোদা নন্দন।
বংশী ত্যজি ধনুঃশর করিলা ধারণ ॥ ৫৫০
প্রত্যক্ষ দেখিলা ইহা ব্রজনারীগণ।
তুলসী সুযশ পূর্ণ হল বৃন্দাবন ॥ ৫৫১
ধরিলা পরশুরাম চরণে তাঁহার।
ধন্য ধন্য কহি লভে আনন্দ অপার ॥ ৫৫২
এক দিন হরি-কথা করিতে শ্রবণ।
জ্ঞান গুদরিতে প্রভু করিলা গমন ॥ ৫৫৩
দেখিলা গদির পর মহান্তের গণে।
শ্রবণ করিছে কেহ কেহ মিষ্ট ভণে ॥ ৫৫৪

তুলসীরে বসাইতে চাহে গদিপরে।
না বসিলা তেঁহ রহে ভূমির উপরে ॥ ৫৫৫
সবার সমক্ষে তবে কহিলা বচন।
যাহাতে শ্রোতার হয় নরকে পতন ॥ ৫৫৬
শুনিতে শুনিতে কথা যে করে ভোজন।
সে ভক্ষণ করে মল যমের সদন ॥ ৫৫৭
যে কথা শ্রবণ করে বসি উচ্চাসনে।
সে হয় অর্জ্জুন তরু ত্যজিয়া জীবনে ॥ ৫৫৮
যে শুনে শ্রীহরির কথা না করি প্রণাম ॥
বিবতরু হয় সেই মহা অঘ-ধাম ॥ ৫৫৯
যেবা শুনে হরি কথা করিয়া শয়ন ;
সে হইবে অজগর লভিয়া মরণ ॥ ৫৬০
যে আসীন হয় বাচকের সমাসন।
গুরুতর পাপরাশি করে সে অর্জ্জন ॥ ৫৬১
হরির প্রসঙ্গ পাপহর মনোহর।
নিন্দি সারমেয় হয় শত জন্ম নর ॥ ৫৬২
কথা হইবার কালে যে বিবাদ করে।
সে ধরে গর্দ্দভ তনু মরণের পরে ॥ ৫৬৩
যেবা শুনে হরি কথা অভিমান ভরে।
সে হয় বরাহ বক্ষ মরণ অন্তরে ॥ ৫৬৪
যেবা করে হরি নামে বিঘ্ন আচরণ।
সে হয় শূকর গ্রাম্য শুন সাধুজন ॥ ৫৬৫

করিয়া এ সব দোষ সত্বরে বর্জ্জন।
মন দিয়া হরি কথা শুন বহুজন॥ ৫৬৬
তুলসীদাসের তরে শুনিয়া বচন।
হইল সলিলপূর্ণ সবার লোচন॥ ৫৬৭
উচ্চাসন ছাড়ি সবে বসিলা ভূমিতে।
ভক্তিভরে নমি কথা লাগিল শুনিতে॥ ৫৬৮
হরি কথা সমাপন হইল যখন।
তুলসীরে এক সাধু কহিলা বচন॥ ৫৬৯
ষোল কলা পূর্ণ কৃষ্ণ সর্ব্ব সুখাধার।
ষোড়শ কলাতে ধরে রাম অবতার॥ ৫৭০
ষোড়শ ত্যজিয়া কেন দ্বাদশে ভজহ।
এ রহস্য সমাধান করি মোরে কহ॥ ৫৭১
শুনিয়া তুলসীদাস বদন ঢাকিল।
পড়িয়া ভূমির পরে সংজ্ঞা হারাইল॥ ৫৭২
রহিলা দু দণ্ডকাল হয়ে অচেতন।
সাধুগণ করে মুখে সলিল সেচন॥ ৫৭৩
সংজ্ঞালাভ করি প্রভু উঠিয়া বসিলা।
পুনরপি সাধু তাঁরে উত্তর চাহিলা॥ ৫৭৪
তুলসী কহিলা শুন সজ্জন প্রবর।
কহিতেছি প্রসঙ্গত প্রশ্নের উত্তর॥ ৫৭৫
অদ্যাপি না জানি আমি রাম ভিন্ন আন।
কৃপার সাগর মহারাজ ভগবান॥ ৫৭৬

তুমিত দ্বাদশ কলা করিলে কীর্ত্তন।
ঈশ্বরে স্বদৃঢ় ভাব করিলে বর্দ্ধন ॥ ৫৭৭
পরম ঈশ্বর মম মহারাজ রাম।
কেমনে ত্যজিব আমি তাঁহার সুনাম। ৫৭৮
অন্যান্য সাধক তাঁরে জানিয়া তখন।
ধরিলা সে সাধুগণ তাঁহার চরণ ॥ ৫৭৯
কিছু দিন করি তবে সাধুর সঙ্গতি।
করিলা তুলসীদাস শ্রীধামে বসতি ॥ ৫৮০
পুনরপি বারাণসী পুরে আগমন।
গোস্বামী চলিলা ত্যজি ধাম বৃন্দাবন ॥ ৫৮১
বিনয় পত্রিকা গ্রন্থ পরম শোভন।
আসিয়া শ্রীধাম হতে করিলা রচন ॥ ৫৮২
শ্রীমন্দির মাঝে তারে করিয়া স্থাপন।
কর যোড়ি প্রভু পাশে করিলা স্তবন॥ ৫৮৩
যদি অকপট সত্য আমার বিনয়।
প্রভু কর-অঙ্ক ইথে পড়িবে নিশ্চয় ॥ ৫৮৪
আমার দুঃসহ দুঃখ হবে নিবারণ।
এত কহি করে রোধ দ্বার আবরণ ॥ ৫৮৫
প্রভাতে যাইয়া দ্বার করি উন্মোচন।
দেখিলা পুস্তক মাঝে রয়েছে অঙ্কন ॥ ৫৮৬
রচেছে রাঘব কর-কমল অঙ্কিত।
হইলা তুলসী হেরি অতি আনন্দিত ॥ ৫৮৭

পুনরপি এক পদ রচনা করিয়া।
বিনয় পত্রিকা মাঝে দিলা বসাইয়া॥ ৫৮৮

পদ।

তুলসী অনাথ কী পরীঘুনাথহাথ সতীহেঁ॥
এ দুস্তর কলি কাল ক'রি দরশন।
যাইবারে রাম ধাম করিলা মনন॥ ২
সাধুগণে ডাকি তবে কহিলা বচন।
শ্রীবৈকুণ্ঠপুরে আমি করিব গমন॥ ৩
রাঘব বিরহ আর সহ্য নাহি রয়।
প্রভুর সমীপে আমি যাইব নিশ্চয়॥ ৪
তুলসীদাসের বাণী করিয়া শ্রবণ।
হইলা ব্যথিত অতি যত সাধুজন॥ ৫
গোস্বামী তাঁদেরে তবে বহু প্রবোধিলা।
অনিত্য সংসার বাস কহি বুঝাইলা॥ ৬
কলিকলুষিত লোক করি দরশন।
বেদের মর্য্যাদা ধর্ম্ম রক্ষার কারণ॥ ৭
বিনয় পত্রিকা গীতাবলী রামায়ণ।
জানকী মঙ্গল আদি করিল রচন॥ ৮
মরম বুঝিয়া চল গ্রন্থ অনুসার।
পাইবে হে দশরথ নৃপতি কুমার॥ ৯
আশ্বাসি সবারে কহি মধুর বচন।
অসি বরুণার তীর সহজ গমন॥ ১০

আসিয়া বসিলা প্রভু করি যোগাসন।
অচল করিয়া তনু মুদিলা নয়ন॥ ১১
দেখিতে আইলা তথা যত সাধুজন।
গগনে দুন্দুভি নাদ করে দেবগণ॥ ১২
অসংখ্য চপলা যেন চমকি উঠিল।
চারিদিক সুপ্রসন্ন সহসা হইল॥ ১৩
গোস্বামী তুলসীদাস ত্যজিল জীবনে।
সংবৎ ষোড়শ শত অশীতি গমনে॥ ১৪
জাহ্নবী বরুণা অসি সুপবিত্র তীরে।
শ্রাবণী সপ্তমী শুক্লা ত্যজিলা শরীরে॥ ১৫
ভবজলনিধি পারে গমন কারণ।
নৌকা সম বহু গ্রন্থ করি প্রণয়ন॥ ১৬
রাঘব প্রেরিত রত্ন নির্ম্মিত স্যন্দন।
দিব্য দেহ ধরিতেছে করি আরোহণ॥ ১৭
চলিলা তুলসীদাস রাঘব ভবন।
জয় জয় রব পূর্ণ হইল গগন॥ ১৮

ত্রিপদী।

রাঘব চরণ পদ্মে, ধরি হৃষ্টে হৃদি-পদ্মে,
দীন দ্বিজ হরি নারায়ণ।
পবিত্র মঙ্গলময়, ভাষার প্রবন্ধে কয়,
তুলসী জীবন বিবরণ॥

পাপ তাপ দূরে যাবে, রাঘবের দয়া পাবে,
কৃপা করি শুন নিবেদনে।
নবনীত সুকোমল, তব চিত্ত নিরমল,
দ্রবে পর-দুখ-হুতাশনে॥
ভয়ঙ্কর কলিকাল, মহামোহ তমোজাল
আগে ভব-পয়োধি অপার।
হেরিয়া তরঙ্গচয়, মনে অতি ভয় হয়,
কি উপায়ে পাইব নিস্তার॥
সাধন ভজন ধন, না করিনু উপার্জ্জন,
তুচ্ছধনে রহিনু মজিয়া।
দিয়া মোরে ভক্তি ধন, করি কৃপা বিতরণ,
নিজ পাশে লহ উদ্ধারিয়া॥
দেখ যেন শেষ দিনে, এ পামর ভক্তিহীনে
থাকে প্রভু তোমার স্মরণ।
যেন প্রেত-পুরেশ্বর, রবিসুত দণ্ডধর,
ধরিতে না পারে হে বন্ধন॥

সমাপ্ত।